মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

৮ম জাতীয় এসএমই পণ্য

মেলা ২০২০

৪-১২ মার্চ ২০২০

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা

এস এম ই ফাউন্ডেশন

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন

শিল্প মন্ত্রণালয়

এসএমই ফাউন্ডেশন

৮ম জাতীয় এসএমই পণ্য

মেলা ২০২০

“মাঠে, কল-কারখানায় সর্বত্র আমাদের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কাজ করতে হবে”

-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সম্পাদনা পর্ষদ

সার্বিক ব্যবস্থাপনায় মোঃ সফিকুল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন

উপদেষ্টা আবুল কালাম ভূঁইয়া
পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, যমুনা মিটার ইন্ডাস্ট্রিজ লি.

সম্পাদনা এস. এম. শাহীন আনোয়ার
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন

স্যুভিনির কমিটি

আহ্বায়ক	মোঃ আবুল খায়ের, উপসচিব (জাহাজ পুন: প্রক্রিয়া), শিল্প মন্ত্রণালয়
সদস্য	মোঃ মোখলেছুর রহমান আকন্দ, উপসচিব (বিরা), শিল্প মন্ত্রণালয়
সদস্য	মুঃ আনোয়ারুল আলম, উপসচিব (বিএসএফআইসি), শিল্প মন্ত্রণালয়
সদস্য	এ.এফ.এম আমীর হোসেন, উপসচিব (আইন), শিল্প মন্ত্রণালয়
সদস্য	ড. মোঃ আল আমিন সরকার, উপপ্রধান, শিল্প মন্ত্রণালয়
সদস্য	মোঃ নাজিম হাসান সাত্তার, মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন
সদস্য	ফারজানা খান, মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন
সদস্য	মুহাম্মদ মোরশেদ আলম, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন
সদস্য	মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন
সদস্য	মোহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন
সদস্য	মোঃ আব্বাস আলী, ব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন
সদস্য	সৈয়দা সুলতানা ইয়াসমিন, ব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন
সদস্য	দেবাশীষ সাহা, উপব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন
সদস্য সচিব	রাহুল বড়ুয়া, ব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন

প্রকাশনায় এসএমই ফাউন্ডেশন

প্রচ্ছদ শিল্পী হাশেম খান

অঙ্গসজ্জা মোঃ মনজুরুল হক, সহকারী ব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন
অসীম কুমার হালদার, সহকারী ব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন

প্রকাশকাল মার্চ ২০২০

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন
রয়েল টাওয়ার, ৪ পান্থপথ, ঢাকা-১২১৫
ফোন: +৮৮ ০২ ৮১৪২৯৮৩, ০৯৬৬৯৩০০০০১-২
ই-মেইল: info@smef.gov.bd ওয়েব: www.smef.gov.bd

সূচি

বাণী

- মহামান্য রাষ্ট্রপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ৬
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ৭
- মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ৮
- মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ৯
- সভাপতি, শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ১০
- সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১১
- চেয়ারপার্সন, এসএমই ফাউন্ডেশন ১২
- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন ১৩

সম্পাদকীয় ১৪

এসএমই ফাউন্ডেশনের গঠন ও কার্যক্রম ১৭

এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদ এর পরিচিতি ২০

জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২০ আয়োজন কমিটি ২১

জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২০ আয়োজনের বিভিন্ন উপ-কমিটি ২১

ফিরে দেখা জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২৫

এসএমই নীতিমালা ২০১৯ ২৮

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং বর্ষপণ্য ২০২০ ৩৫

এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচি: প্রেক্ষিত এবং কার্যক্রম ৩৬

এসএমই অর্থায়নে ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড ৩৯

জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কারের রূপরেখা ৪৩

জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০২০ ৪৫

- বর্ষসেরা মাইক্রো উদ্যোক্তা (নারী) ৪৮
- বর্ষসেরা মাইক্রো উদ্যোক্তা (পুরুষ) ৫০
- বর্ষসেরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (নারী) ৫২
- বর্ষসেরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (পুরুষ) ৫৪
- বর্ষসেরা মাঝারি উদ্যোক্তা (পুরুষ) ৫৬

'জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২০' এ অনুষ্ঠিত সেমিনারের মূল প্রবন্ধসমূহ

- 'Light Engineering goods' as 'Product of the Year' for 2020: Potential for National Development ৬১
- Participation of SME Women Entrepreneurs in Export Oriented Business in Bangladesh –Problems and Prospects ৬৫
- Role of SMEs in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs) ৬৮
- Digital Transformation for MSMEs ৭২

চিত্রে এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ৮১

চিত্রে জাতীয়, আঞ্চলিক ও অন্যান্য মেলা ৯৩

জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২০ -এ অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তা ১০৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

৩০ মাঘ ১৪২৬
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বাণী

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন) এর উদ্যোগে 'জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা-২০২০' অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কারপ্রাপ্ত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং শিক্ষিত ও তরুণ-যুবসমাজের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে সরকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করেছে। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের পথ ধরে বাংলাদেশ আজ মধ্য আয়ের দেশ ও ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে। এসএমই খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে পৃথিবীর অনেক দেশ আজ অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাফল্য অর্জন করেছে। জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ ও এসএমই নীতিমালা ২০১৯ এর যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২৪ সাল নাগাদ জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে এসএমই খাতের অবদান বিদ্যমান ২৫ শতাংশ থেকে ৩২ শতাংশ-এ উন্নীত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসএমই ফাউন্ডেশন এসডিজি ২০৩০ ও রূপকল্প ২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি।

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে টিকে থাকা নির্ভর করে পণ্যের গুণগত মান ও বিপণনের কৌশলের ওপর। এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা দেশীয় পণ্যের পরিচিতি বৃদ্ধি, বিদেশে দেশীয় পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, ক্রেতা-বিক্রেতার সংযোগ স্থাপন এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। জাতীয় এসএমই পণ্য মেলায় নারী উদ্যোক্তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ নারী উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নেও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এসএমই খাতের সুষ্ঠু বিকাশ অব্যাহত রাখার মাধ্যমে সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় এগিয়ে যাবে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ - এই প্রত্যাশা করি।

আমি 'জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা - ২০২০' এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

cÖavbgš¿x
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k mi Kvi

১০ মাঘ ১৪২৬
২৪ জানুয়ারি ২০২০

বাণী

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন) কর্তৃক এসএমই পণ্যের উৎপাদন, মানোন্নয়ন ও বাজারজাতকরণে সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে **'জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা-২০২০'** আয়োজিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এর পাশাপাশি সম্প্রতি বর্তমান সরকার এসএমই নীতিমালা ২০১৯ অনুমোদন করেছে। আওয়ামী লীগ সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হল গ্রামে শিল্পায়নের মাধ্যমে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি করে গ্রামীণ উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং নাগরিক সকল সুবিধা গ্রামে পৌঁছে দেওয়া। সরকার ও উদ্যোক্তাদের অব্যাহত প্রচেষ্টায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আজ অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তাই এ খাতের বিকাশে ও বাজারজাতকরণে এসএমই পণ্য মেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে উৎপাদনকারীগণ নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন এবং ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে বাজার সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

রূপকল্প ২০২১, এসডিজি এবং রূপকল্প ২০৪১ অর্জনে এসএমই খাত ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। এ লক্ষ্যে এসএমই পণ্য মেলা প্রশংসনীয় অবদান রাখবে।

জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের তৈরি কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য, পোশাক সামগ্রী, হাল্কা যন্ত্রপাতিসহ বিভিন্ন গৃহস্থালি পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রির অনন্য আয়োজন। পুরুষের পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তারা এ মেলায় অংশগ্রহণ করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখায় তাঁদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্প বিকাশের ফলে গ্রামে গ্রামে নারী উদ্যোক্তারা আরও বিকশিত হবে। এছাড়া গ্রামে-গঞ্জে এসএমই শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে তরুণদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ বৃদ্ধি পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সমৃদ্ধ ও টেকসই অর্থনীতির ভিত গড়তে হলে দেশে শ্রমঘন ও স্বল্প পুঁজির এসএমই উদ্যোক্তা তৈরি করা প্রয়োজন। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারসহ এসএমই উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে সরকার বদ্ধপরিকর। দেশের তরুণ-যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করা ও তাঁদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিকরণে এসএমই খাত ও জাতীয় এসএমই মেলা অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। এভাবেই গড়ে উঠবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।

আমি 'জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা-২০২০' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

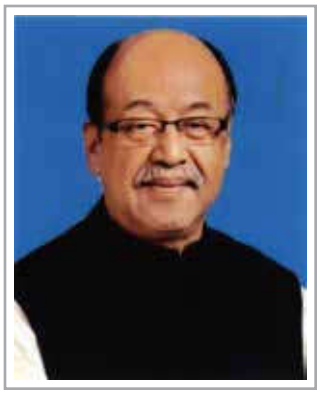

মন্ত্রী

শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে **জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা-২০২০** আয়োজন করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। এ মহৎ উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

যে কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। টেকসই শিল্পায়নের মাধ্যমে জনগণের জীবন মানোন্নয়নে এ খাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জোরদার, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি পণ্য বৈচিত্র্যকরণ, গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিসঞ্চারসহ সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এসএমই খাত অনবদ্য অবদান রেখে চলেছে। এ খাতের গুরুত্ব বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় জাতীয় এসএমই নীতিমালা-২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আলোকে ২০২৪ সাল নাগাদ জিডিপি-তে এসএমই খাতের অবদান ৩২ শতাংশে উন্নীত করার প্রয়াস চলছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দেশের সম্ভাবনাময় শিল্প এলাকা চিহ্নিত করে ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্প উন্নয়নের কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। এগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশব্যাপী দক্ষ এসএমই শিল্পখাত গড়ে তোলা হবে। ফলে টেকসই শিল্পায়নের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০২১ সাল নাগাদ শিল্পসমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিযাত্রা সফল করার পাশাপাশি এসডিজি ২০৩০ অর্জনের পথ সুগম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

রাজধানীতে জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা আয়োজনের ফলে দেশে উৎপাদিত এসএমই পণ্যের পরিচিতি বাড়বে। পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকা থেকে মেলায় অংশ নেয়া এসএমই উদ্যোক্তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র তৈরি হবে। এর ফলে ভবিষ্যতে এসএমই পণের গুণগত মানোন্নয়ন, বাজার লিংকেজ স্থাপন এবং প্রযুক্তি স্থানান্তরের সুযোগ সৃষ্টি হবে। দেশীয় পণ্যের প্রচার, প্রসার ও বাজার সৃষ্টিতে এ মেলার অবদান হবে সুদূরপ্রসারী।

আমি **জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা-২০২০** এর সাফল্য কামনা করছি।

০১ মাঘ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১৫ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

(**নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন** এমপি)

প্রতিমন্ত্রী

শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন)-এর উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা-২০২০' আয়োজন করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাত বাংলাদেশের শিল্প-বাণিজ্য প্রসারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। দেশের অর্থনীতি বিকাশের ধারায় এ খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। আমদানি-বিকল্প পণ্য উৎপাদনে সক্ষমতা অর্জনের পাশাপাশি রপ্তানি বৃদ্ধিতেও এসএমই খাতের সবিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

বিশ্ববাজারে দেশীয় পণ্যের শক্তিশালী অবস্থান টিকিয়ে রাখতে হলে সবার আগে দরকার এসএমই পণ্যের আন্তর্জাতিক মান ও বাজার সংযোগ বৃদ্ধি করা। এসএমই পণ্য দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে ও এসএমই খাত থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। 'রূপকল্প-২০২১' ও 'এসডিজি-২০৩০'-এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে একটি সুখী-সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশে পরিণত করতে এসএমই খাত উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি।

আমি আশা করি, এসএমই পণ্য মেলা আমাদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রচার-প্রসার ও বাজার সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আত্মকর্মসংস্থানসহ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে এ মেলা কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

আমি 'জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা-২০২০'-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

30.01.2020

কামাল আহমেদ মজুমদার, এমপি

সভাপতি

শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

মুজিব বর্ষের প্রাক্কালে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে **জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা-২০২০** আয়োজন করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে এটি একটি মহৎ উদ্যোগ। এ উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে এসএমই একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। এ খাত ইতোমধ্যে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সৃজনশীল শিল্প উদ্ভাবন, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি, পণ্য বৈচিত্র্যকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্যবিমোচনসহ জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের ধারা জোরদারে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাত অনবদ্য অবদান রেখে চলেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট এসএমই শিল্পের সংখ্যা ৯ লাখ ৭০ হাজারেরও বেশি, যা জিডিপি-তে ২৫ শতাংশ অবদান রাখছে। এসএমই খাতে ক্রমাগত প্রবৃদ্ধির ফলে মোট জাতীয় উৎপাদনে শিল্পখাতের অবদান বেড়ে চলেছে। বর্তমানে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ৩৫.১৪ শতাংশ, যা ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে ছিল ১৭.৭৭ শতাংশ। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরাধিকার, বিশ্ববরেণ্য নেতা, সফল রাষ্ট্রনায়ক, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এসএমই-নির্ভর শিল্পায়নের ফলে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে এবং দ্রুত মধ্যম আয়ের দেশ হতে চলেছে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী শিল্পায়নের ধারায় মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। শিল্পোৎপাদন ও ব্যবস্থাপনায় নতুন উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির প্রয়োগ বাড়ছে। রোবটিক টেকনোলজি ও আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহারের ফলে উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান ও উৎপাদনশীলতায় ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারের প্রতিযোগিতা ক্রমেই কঠিন হচ্ছে। এ বাস্তবতায় বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার গুণগতমান আন্তর্জাতিকমানে উন্নীতকরণের কোনো বিকল্প নেই। এর জন্য নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ, উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন, ফ্যাশন ও ডিজাইনে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন, পণ্য বৈচিত্র্যকরণ, বাজার লিংকেজ স্থাপন, বিপণন অবকাঠামো সৃষ্টি এবং প্রযুক্তি-নির্ভর বিপণনে পারদর্শিতা অর্জন জরুরি হয়ে পড়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এসএমই ফাউন্ডেশন শুরু থেকেই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতে এ ধরনের সক্ষমতা বৃদ্ধির দায়িত্ব পালন করছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনকে সামনে রেখে এ ধরনের মেলার আয়োজনও প্রতিষ্ঠানটির কর্মোউদ্দীপনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের এসএমইখাতের উদ্যোক্তারা উপকৃত হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

আমি **জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা-২০২০** এর সাফল্য কামনা করছি।

আমির হোসেন আমু এমপি

০৭ ফাল্গুন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

সচিব

শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনকালে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন) -এর উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা-২০২০' আয়োজন শিল্পোন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রত্যয়ে শুধু একটি অঙ্গীকার নয়, এটি একটি ক্ষুদ্র প্রয়াসও বটে।

শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত সম্প্রতি এসএমই নীতিমালা ২০১৯-এ ২০২৪ সাল নাগাদ জিডিপি-তে এসএমই খাতের অবদান ২৫% থেকে ৩২% -এ উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এ নীতিমালায় ৬টি বিষয়কে ফোকাস করা হয়েছে। বিষয়গুলো হচ্ছে:

-উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ সহায়তা বা অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি;
-প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের সুযোগ;
-শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ;
-বাজারে প্রবেশের সুযোগ;
-ব্যবসায়ে সহায়তা প্রদান ও
-তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ।

নীতিমালায় সহজ শর্তে ও অল্প সুদে ঋণপ্রদান, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, উদ্বুদ্ধকরণ, পরিবেশ-বান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান, শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এসএমইদের প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যা এ খাতের বিকাশে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে এসএমই খাতের সুসংহত অবস্থান ও এসএমই পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এক্ষেত্রে এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত এসএমই পণ্যের পরিচিতি ও দেশি-বিদেশি ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

আমি 'জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা-২০২০' -এর সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ আবদুল হালিম

চেয়ারপার্সন

এসএমই ফাউন্ডেশন

বাণী

বিশ্বব্যাপী 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন) কর্তৃক বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে **'জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা-২০২০'** আয়োজন করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন প্রতিবৎসর জাতীয় পর্যায়ে ঢাকা এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে আরও ৩১টি জেলায় এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন করছে। এসএমই পণ্য মেলা আয়োজনের মাধ্যমে ঢাকাসহ সারাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প পণ্যের-প্রচার প্রসার, বিপণন, বাজার সম্প্রসারণ ও ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মিলন ঘটে থাকে। পুরুষ উদ্যোক্তার পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ এসএমই পণ্য মেলার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর মাধ্যমে বিপণন ও বাজার সম্প্রসারণ সুবিধার ফলে তৃণমূল পর্যায়ে এসএমই খাতের বিকাশ ঘটছে, যা দেশে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে উদ্যোক্তারা তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের ব্যবসা বৃদ্ধি ও পণ্যের গুণগত মান উন্নত করতে সক্ষম হয়ে থাকে।

বাংলাদেশকে উন্নত ও টেকসই অর্থনীতির দেশে পরিণত করতে হলে সরকার অনুমোদিত জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬, এসএমই নীতিমালা ২০১৯, রূপকল্প ২০২১, এসডিজি এবং রূপকল্প ২০৪১ -এর বাস্তবায়ন জরুরি। এসএমই খাতের বিকাশের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক জাতীয় এসএমই পণ্য মেলার আয়োজন অত্যন্ত সময়োপযোগী ও অত্যন্ত গুরুত্ববহ বলে আমি মনে করি। উদ্যোক্তাদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ ভবিষ্যতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এসএমই ফাউন্ডেশনকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করবে এবং ফলস্বরূপ উদ্যোক্তাগণ লাভবান হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অগ্রযাত্রাকে চলমান রাখতে হবে। এজন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সকলের নিরলস প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠা। একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের এ উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি 'জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা-২০২০' -এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি ও মেলায় অংশগ্রহণকারী সকল উদ্যোক্তা, ফাউন্ডেশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

কে এম হাবিব উল্লাহ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

এসএমই ফাউন্ডেশন

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কথা

এসএমই খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এসএমই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছে। এসএমই ফাউন্ডেশন শ্রমঘন ও স্বল্পপুঁজি নির্ভর শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করে যাচ্ছে।

এসএমই শিল্পখাতের উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রচার, প্রসার, বিক্রয় ও বাজার সম্প্রসারণের স্বার্থে এসএমই ফাউন্ডেশন প্রতিবছরের ন্যায় এবারো ৮মবারের মত ৪-১২ মার্চ ২০২০ তারিখে 'জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা-২০২০' আয়োজন করেছে। মেলায় পণ্য বিক্রির পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন, পণ্যের মানোন্নয়ন ও অংশীজনের সৃজনশীল মতামত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এসএমই মেলা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ মেলা চলাকালীন সময়ে এসএমই সংশ্লিস্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ৫টি সেমিনার আয়োজন করা হবে। এছাড়া বিদেশী কূটনৈতিক মিশন, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাসহ অর্ধদিবসব্যাপী গোলটেবিল বৈঠক ও উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রর্দশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে; যা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের বাজার সম্প্রসারণে সহায়ক হবে।

বাংলাদেশের শিল্পায়নের অগ্রযাত্রায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। তাঁদের মধ্যে সাফল্য অর্জনকারী তিন শতাধিক উদ্যোক্তা এ মেলায় অংশগ্রহণ করে তাঁদের স্ব স্ব উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয় করবেন। এর মাধ্যমে তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের প্রচার-প্রসারের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে ও বাজার সম্প্রসারণে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে।

এসএমই ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হিসেবে এসএমই খাতের উন্নয়নের মাধমে বাংলাদেশের অর্থনীতির অগ্রযাত্রাকে বেগবান করতে অবদান রাখছে। ঢাকায় 'জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা' ও জেলা পর্যায়ে ৩১টি 'আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা' এই পরিকল্পনার একটি বড় অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করছে।

আমি 'জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা-২০২০' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং এ আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত সকল সহকর্মী ও অংশীজনকে অভিনন্দন, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মোঃ সফিকুল ইসলাম

৮ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২০

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের সকল এসএমই উদ্যোক্তাদের কাছে 'জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা' আজ একটি পরিচিত নাম। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রচার, প্রসার ও বাজারজাতকরণের জন্য এসএমই ফাউন্ডেশন প্রতিবছরের ধারাবাহিকতায় এ বছরও বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে নয়দিনব্যাপী জাতীয় এসএমই পণ্য মেলার বর্ণাঢ্য আয়োজন করেছে। জাতীয় এসএমই পণ্য মেলায় দেশের এসএমই উদ্যোক্তাদের তৈরি কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য, পোশাক সামগ্রী, হাল্কা যন্ত্রপাতিসহ ও বিভিন্ন গৃহস্থালি পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয়ের এক অনন্য আয়োজন। মুজিব শতবর্ষের প্রাক্কালে এ মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সদয় উপস্থিতি উদ্যোক্তাদের অনুপ্রাণিত করবে।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১০ লক্ষ এসএমই শিল্প জিডিপিতে ২৫ শতাংশ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা তথা এসএমই শিল্পে নারী পুরুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণ জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বাহারি ও সৃজনশীল পণ্যের সমারোহে হাজার হাজার ক্রেতা দর্শনার্থীর মিলন মেলা নিশ্চয় প্রতিযোগিতামূলক ও মুক্তবাজারের দুনিয়ায় উদ্যোক্তাদের মনে আশার সঞ্চার করবে। এ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্যুভেনিরে মেলা সম্পর্কিত তথ্য, সেমিনারের বিষয়বস্তুসমূহ ও পুরস্কার প্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের আশা জাগানিয়া গল্প নতুন উদ্যোক্তাদের মনে উৎসাহ যোগাবে।

জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা উপলক্ষে প্রকাশিত তথ্যনির্ভর ও দৃষ্টিনন্দন স্যুভেনির প্রকাশের জন্য সকল লেখক, পাঠক, বিজ্ঞাপন দাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে গোল্ড স্পন্সর ব্র্যাক ব্যাক লি. এবং ব্রোঞ্জ স্পন্সর অগ্রণী ব্যাংক লি. ও ইস্টার্ন ব্যাংক লি. -কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মেধা ও শ্রমের সমন্বয় ঘটিয়ে কষ্টসাধ্য স্যুভেনির প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সদস্যদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

এস, এম, শাহীন আনোয়ার
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক
এসএমই ফাউন্ডেশন

কার্যক্রম
কমিটি
প্রবন্ধ

এসএমই ফাউন্ডেশনের গঠন ও কার্যক্রম

শিল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ভূমিকা ঐতিহাসিকভাবেই স্বীকৃত। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটেও স্বল্প পুঁজিনির্ভর কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সুষ্ঠু শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের কোনো বিকল্প নেই। এসএমই ফাউন্ডেশন শিল্পায়নে নারী এবং সকল শ্রেণির এসএমই উদ্যোক্তাদের উৎসাহিতকরণ এবং জাতীয় পর্যায়ে সুসংগঠিতকরণসহ এসএমই উন্নয়নে কাজ করছে। তৃণমূল, স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় অন্তর্ভুক্তকরণ এই ফাউন্ডেশনের অন্যতম লক্ষ্য।

ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার আইনগত ভিত্তি

শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কোম্পানি আইন ১৯৯৪-এর ২৮ ধারার বিধান অনুসারে, একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকার 'এসএমই ফাউন্ডেশন' (Small and Medium Enterprise Foundation) প্রতিষ্ঠা করে। এসএমই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সকল মহলে অবহিতকরণের জন্য বিগত ৭ আগস্ট ২০০৭ বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

ভিশন (Vision)

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক কর্মসংস্থান, জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং সর্বোপরি দারিদ্র্য বিমোচন।

মিশন (Mission)

মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং বিশ্বায়নের বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে জাতীয় অর্থনীতিতে বিরাজমান ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও বিকাশে বহুমুখী কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে সহায়তা প্রদান।

উদ্দেশ্য (Objectives)

১. দেশব্যাপী উৎপাদনমুখী (সেবাখাতসহ) শিল্পখাতের অগ্রগতি ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিতকরণে সর্বাত্মক সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করা।
২. ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন: ব্যবসায়িক চেম্বার, অ্যাসোসিয়েশন, বাণিজ্য সংগঠন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরামর্শক কোম্পানি ও পেশাজীবী সংগঠন-এর কার্যাবলি সম্পাদনে পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং অর্থায়নের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা।
৩. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাদের মাঝে প্রতিযোগিতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এসএমই পদক প্রদান করা।
৪. সরাসরি ঋণ বিতরণ ব্যতীত দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসহায়ক ঋণের ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে ফাউন্ডেশন বিভিন্ন ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তহবিলের জোগান দিবে, যেন উক্ত তহবিল নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের উদ্যোক্তাদের স্বল্প সুদে বিতরণ করা হয়।
৫. ব্যক্তিখাতের উন্নয়নে সরকারি বিভিন্ন সহায়তার যৌক্তিকীকরণ এবং প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে কর্মসূচি প্রণয়ন।
৬. দারিদ্র ও প্রবৃদ্ধিবান্ধব ব্যবসায়িক পরিবেশ তৈরি যাতে বিদ্যমান এবং সম্ভাব্য উদ্যোক্তাগণ নানামুখী সেবা যেমন: ঋণের সহজলভ্যতা, তথ্য সহায়তা, পরামর্শ সেবা, বাজারজাতকরণ, পণ্যের বৈচিত্র্য ও গুণগত মানের উন্নয়ন বিষয়ক জ্ঞান, পারস্পরিক সংযোগ এবং প্রতিনিধিত্ব লাভ করতে পারে।
৭. নতুন উদ্যোগ স্থাপনে সহায়তা, পদ্ধতি ও সেবা প্রদান এবং এতদ্‌সঙ্গে বিদ্যমান উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
৮. গবেষণা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে সরকারি নিয়মনীতি ও প্রতিকূলতা চিহ্নিতকরণ এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ।
৯. ক্রমান্বয়ে একটি একক সেবা প্রদান কেন্দ্রে পরিণত হওয়া যেখানে উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন অনুমোদন ও লাইসেন্স সংক্রান্ত সেবা পাবে।
১০. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে উদ্যোক্তাগণের প্রয়োজনীয় সকল সেবা সমন্বিত একটি ডাটাবেজ তৈরি।
১১. আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য সংগঠন, সুশীল সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং খাতভিত্তিক অ্যাসোসিয়েশনসমূহের কার্যাবলি বৃদ্ধি ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান।
১২. গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত গবেষণার ফলাফলকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে ব্যবহারকে ত্বরান্বিত করা।
১৩. শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সহায়তামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা।
১৪. ব্যক্তিখাত, ইকোনমি অব স্কেল, স্বল্প বিনিয়োগে অধিক ফলাফল লাভ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা।
১৫. প্রশিক্ষণ, সেমিনার, মতবিনিময়, গোলটেবিল বৈঠক এবং কারিগরি মতবিনিময় সভা ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতকে সেবাপ্রদানকারী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
১৬. দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ, আত্তীকরণ ও উন্নয়নকে উৎসাহিত করা।
১৭. নিম্নোক্ত কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে পণ্যের উৎপাদনশীলতা, গুণগত মান ও ডিজাইনের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা:

- ব্যবসায়িক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি;
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন;
- পণ্যের মান, ভিন্নতা ও উন্নয়নকে উৎসাহিত করা;
- উপযুক্ত প্রযুক্তি গ্রহণ ও উন্নয়নে উৎসাহিত করা;
- স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে এসএমই পণ্য বাজারজাতকরণ সম্পর্কিত তথ্যসেবা প্রদান;
- বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এসএমই ঋণ প্রদানে জটিলতা হ্রাসের পরামর্শ এবং এসএমই খাতের চাহিদা অনুসারে আর্থিক সেবা প্রদানকে উৎসাহিত করা;
- উদ্যোক্তা উন্নয়ন শিক্ষা সম্প্রসারণে তথ্য বিতরণ কর্মসূচি পরিচালনা;
- সরকার প্রদত্ত কর সুবিধা গ্রহণে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে সহায়তা প্রদান;
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে সরকারি অবকাঠামো সেবা প্রদান করা।

১৮. ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিপূর্বক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও ব্যবসায়িক ব্যয় হ্রাসের ব্যবস্থা করা।

ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা কাঠামো

সাধারণ পর্ষদ

এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সার্বিক দিক-নির্দেশনা প্রদানকল্পে একটি সাধারণ পরিষদ রয়েছে। সাধারণ পরিষদের নির্ধারিত সদস্য সংখ্যা ৬০ (ষাট) জন। ফাউন্ডেশনের আর্টিক্যালস অব অ্যাসোসিয়েশনে বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে যেমন- মন্ত্রণালয়, সরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, এসএমই সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন, সাধারণ ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়, পেশাজীবী ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট/প্রধান নির্বাহীগণ সাধারণ পর্ষদের সম্মানিত সদস্য হিসেবে নিযুক্ত থাকবেন।

পরিচালক পর্ষদ

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১৬ (ষোল) সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালক পর্ষদের বিধান রয়েছে। ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমে নীতিগত সিদ্ধান্ত ও দিক-নির্দেশনা প্রদান পরিচালক পর্ষদের অন্যতম দায়িত্ব। ফাউন্ডেশনের আর্টিক্যালস অব অ্যাসোসিয়েশনের বিধানমতে, সরকার কর্তৃক চেয়ারপার্সন নিয়োগ করা হয়। এছাড়া সরকার পরিচালক পর্ষদের ৪জন পরিচালকও মনোনয়ন প্রদান করেন। উল্লেখ্য, পরিচালক পর্ষদে বেসরকারি খাত, গবেষণা ও পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান/অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে।

ফাউন্ডেশনের সাংগঠনিক কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা

ফাউন্ডেশনের সাংগঠনিক কাঠামোতে ১জন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ১জন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, ৩জন মহাব্যবস্থাপক, ৬জন উপমহাব্যবস্থাপক, ৮জন সহকারী মহাব্যবস্থাপক, ১২জন ব্যবস্থাপক, ১৫জন উপব্যবস্থাপক, ২৪জন সহকারী ব্যবস্থাপক, ৮জন প্রোগ্রাম সহকারী, ৮জন গাড়ি চালক এবং ১২জন অফিস কর্মী/সংবাদবাহক/পিয়ন, ৬জন অফিস প্রহরী/নৈশ প্রহরী, ৩জন পরিচ্ছন্ন কর্মী এর সমন্বয়ে মোট ১০৭জন জনবল নির্ধারিত আছে।

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনায় বিভিন্ন অনুবিভাগ

- গবেষণা ও পলিসি অ্যাডভোকেসি
- ফাইনান্স এবং ক্রেডিট সার্ভিসেস
- মানবসম্পদ উন্নয়ন/ক্যাপাসিটি বিল্ডিং
- নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন
- প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং আইসিটি
- বিজনেস সাপোর্ট সার্ভিসেস
- প্রশাসন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা

ফাউন্ডেশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

ফাউন্ডেশনের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সরকার এন্ডাউমেন্ট ফান্ড হিসেবে ফাউন্ডেশনের অনুকূলে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করে। উক্ত ২০০ কোটি টাকা এফডিআর হিসেবে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাপূর্বক তা থেকে অর্জিত মুনাফা ব্যবহার করে ফাউন্ডেশন এসএমই উন্নয়নের বিভিন্ন কার্যক্রম ও কর্মসূচি পরিচালনা করে। পরিচালক পর্ষদ একটি ফান্ড ম্যানেজমেন্ট কমিটির মাধ্যমে এই কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

সরকার গৃহীত এসএমই নীতিকৌশল বাস্তবায়নে সহায়তা

সরকার গৃহীত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) উন্নয়ন নীতিকৌশল বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা এসএমই ফাউন্ডেশনের অন্যতম দায়িত্ব। নীতিকৌশলে উল্লিখিত মৌলিক বিষয়াদি যেমন-রাজস্ব ও আর্থিক বিষয়াদিসংক্রান্ত পরামর্শ, এসএমই পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে সহায়তা, দক্ষতা উন্নয়ন কৌশলে সহায়তা, টেকনো-এন্ট্রারপ্রেনারশিপ উন্নয়ন বিষয়ক সহায়তা, এসএমই ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে তথ্য সহায়তা, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রযুক্তি বিনিময় কর্মসূচিতে সহায়তা, ভার্চুয়াল এসএমই ফ্রন্ট অফিস প্রতিষ্ঠাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনায় সরকারকে নিয়মিতভাবে সহায়তা প্রদান করে।

গবেষণা ও পলিসি অ্যাডভোকেসি

গবেষণা ও পলিসি অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা পরিচালনার জন্য এসএমইবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করা। দেশে বিদ্যমান রেগুলেটরি প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার লক্ষ্যে এসএমই সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও কর্মকৌশল প্রণয়নে এই ফাউন্ডেশন হালনাগাদ তথ্য ও উপাত্তসহ সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রণয়ন করে। ফাউন্ডেশন এসএমই উন্নয়নে স্বল্পমেয়াদি, দীর্ঘমেয়াদি এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদানে গবেষণা এবং কেস স্টাডি পরিচালনা করে থাকে।

ফাইনান্স অ্যান্ড ক্রেডিট সার্ভিসেস

ফাউন্ডেশনের ফাইনান্স অ্যান্ড ক্রেডিট সার্ভিসেস উইং হতে ক্রেডিট হোলসেলিং প্রোগ্রামের আওতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সম্ভাবনাময় এসএমই সেক্টর/ক্লাস্টার/ক্লায়েন্টেল গ্রুপের উদ্যোক্তাদের ৯% সুদে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করা হয়। মূলত নির্বাচিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ সকল ঋণ প্রদান করা হয়; ফাউন্ডেশন সরাসরি কোনো ঋণ প্রদান করে না। এছাড়া, এসএমই খাতে অর্থায়ন বৃদ্ধিকল্পে সচেতনতা তৈরিতে বিভিন্ন বিভাগ/জেলা শহরে নিয়মিতভাবে এসএমই ঋণ মেলা (ফাইনান্সিং ফেয়ার), ব্যাংকার-উদ্যোক্তা সম্মেলন, সেমিনার, ঋণ সম্পর্কিত ম্যাচমেকিং, ব্যাংকারদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কর্মসূচি আয়োজন করা হয়।

দক্ষতা উন্নয়ন

এসএমই উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা ফাউন্ডেশনের একটি অন্যতম কার্য। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট অথবা এসএমই সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে এসএমই ফাউন্ডেশন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করে। ফাউন্ডেশন আয়োজিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অন্যতম হলো-উদ্যোক্তা উন্নয়ন, এসএমই ক্লাস্টারভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন, টেকনোলজি এবং আইসিটি কেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (ToT), উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের মান উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, বাজার ব্যবস্থাপনা ও অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি। এছাড়া, এ কার্যক্রমের আওতায় এসএমই ট্রেডবডিজ/অ্যাসোসিয়েশনসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে।

প্রযুক্তি উন্নয়ন ও ব্যবহার

এসএমইদের সক্ষমতা উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রযুক্তি উন্নয়ন, আমদানিকৃত প্রযুক্তি গ্রহণ, রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রোডাক্ট কমপ্লায়েন্স ও সার্টিফিকেশনের মাধ্যমে এই খাতের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশন বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া ফাউন্ডেশন এসএমইদের গ্রিন টেকনোলজি এবং এনার্জির দক্ষ ব্যবহারে নানান কাজ করে।

একসেস টু ইনফরমেশন

এসএমই ফাউন্ডেশনের ওয়েব পোর্টাল www.smef.gov.bd -এর মাধ্যমে এসএমই এবং এসএমই সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে হালনাগাদ তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপন করে। এই সেক্টরের প্রসারের লক্ষ্যে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এসএমই সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত, টেকনোলজি ইত্যাদি বিষয়ক একটি তথ্যভান্ডার প্রতিষ্ঠার কাজ এসএমই ফাউন্ডেশন নিয়মিত করছে।

নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন

উন্নয়নের মূল ধারায় নারী-উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্তকরণ এবং ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা ফাউন্ডেশনের অন্যতম কাজ। এ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যসমূহ হলো: উইম্যান চেম্বার/ট্রেডবডিসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, নারী-উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে ব্যাংকার উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি, নারী-উদ্যোক্তা বিষয়ক স্টাডি পরিচালনা, নারী-উদ্যোক্তা সম্মেলন আয়োজন, জাতীয় এসএমই নারী-উদ্যোক্তা পুরস্কার প্রতিযোগিতা আয়োজন, নারী-উদ্যোক্তা পণ্য মেলা আয়োজন প্রভৃতি।

বিজনেস ডেভলপমেন্ট সার্ভিসেস

এসএমই ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়নে ব্যবসা সহায়ক বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে। যেমন-এসএমই পণ্যের প্রচার, প্রসার ও বাজার সম্প্রসারণ; ভোক্তা ও উদ্যোক্তাদের পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন; অ্যাডভাইজারি সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে নতুন ব্যবসা সৃষ্টি ও পরিচালনায় দিক-নির্দেশনা, বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও উপাত্তের সহায়তা প্রদান; ব্যবসায়িক তথ্যাবলির সহায়িকা/ম্যানুয়াল প্রকাশ ও বিতরণ, এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন প্রভৃতি।

পণ্যের মানোন্নয়ন এবং কোয়ালিটি সার্টিফিকেশনে সহায়তা

প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে পণ্যের মান পর্যায়ক্রমে বিশ্বমানে উন্নীতকরণে সহায়তা এবং কোয়ালিটি সার্টিফিকেশন (যেমন- আইএসও-৯০০০, আইএসও-১৪০০০), উন্নত ও মানসমৃদ্ধ ডিজাইন এবং উন্নত প্যাকেজিং ব্যবস্থা।

পরিচালক পর্ষদ
(জ্যেষ্ঠতাভিত্তিক নয়)

কে এম হাবিব উল্লাহ
চেয়ারপার্সন
এসএমই ফাউন্ডেশন

সালাহউদ্দিন মাহমুদ
অতিরিক্ত সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়

রুবিনা আমিন
অতিরিক্ত সচিব
অর্থ মন্ত্রণালয়

মোঃ মোশ্‌তাক হাসান, এনডিসি
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন

ড. মোঃ মফিজুর রহমান
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র

এস. এম. মনিরুজ্জামান
ডেপুটি গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

মনোয়ারা হাকিম আলী
প্রেসিডেন্ট
চট্টগ্রাম উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ

এনায়েত হোসেন চৌধুরী
স্বত্বাধিকারী
গ্লোরিয়া ইলেক্ট্রিক ইন্ডাস্ট্রিজ

আব্দুর রাজ্জাক
প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি

হাসিনা নেওয়াজ
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
অর্কিড প্রিন্টার্স

অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত উল ইসলাম
ডিন, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ আবদুল মতিন এনডিসি
সাবেক অতিরিক্ত সচিব

আবুল কালাম ভূঁইয়া
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
যমুনা মিটার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

ইসমাত জেরিন খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
জারমার্টজ লিমিটেড

মোঃ রাশেদুল করীম মুন্না
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ক্রিয়েশন প্রাইভেট লিমিটেড

মোঃ সফিকুল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
এসএমই ফাউন্ডেশন

জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা-২০২০ আয়োজন কমিটি

১.	কে এম হাবিব উল্লাহ, চেয়ারপার্সন, এসএমই ফাউন্ডেশন	আহ্বায়ক
২.	সালাহউদ্দিন মাহমুদ, পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন ও অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	রুবীনা আমীন, পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন ও অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	মোঃ মোশ্‌তাক হাসান এনডিসি, পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন ও চেয়ারম্যান, বিসিক	সদস্য
৫.	ড. মোঃ মফিজুর রহমান, পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন ও মহাপরিচালক, বিটাক	সদস্য
৬.	এস. এম. মনিরুজ্জামান, পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন ও ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
৭.	মনোয়ারা হাকিম আলী, পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন ও প্রেসিডেন্ট, সিডব্লিউসিসিআই	সদস্য
৮.	এনায়েত হোসেন চৌধুরী, পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন ও স্বত্বাধিকারী, গ্লোরিয়া ইলেকট্রিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ	সদস্য
৯.	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন ও প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি	সদস্য
১০.	হাসিনা নেওয়াজ, পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, অর্কিড প্রিন্টার্স	সদস্য
১১.	প্রফেসর শিবলী রুবাইয়াত উল ইসলাম, পরিচালক, এসএমইএফ ও ডিন, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১২.	মোঃ আবদুল মতিন এনডিসি, পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন ও অতিরিক্ত সচিব (অব.)	সদস্য
১৩.	আবুল কালাম ভূঁইয়া, পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, যমুনা মিটার ইন্ডাস্ট্রিজ লি.	সদস্য
১৪.	ইসমাত জেরিন খান, পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জারমার্টজ লি.	সদস্য
১৫.	মাঃ রাশেদুল করীম মুন্না, পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্রিয়েশন প্রাইভেট লি.	সদস্য
১৬.	মোঃ সফিকুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য সচিব

জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা-২০২০ আয়োজনের বিভিন্ন উপ-কমিটি

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সমন্বয়

১.	সালাহউদ্দিন মাহমুদ, অতিরিক্ত সচিব (জাস, সমন্বয় ও প্রওম), মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
২.	পরাগ, অতিরিক্ত সচিব (স্বস ও আস), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	মোহাম্মদ মফিজুল হক, অতিরিক্ত সচিব (বিসিক), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	ফৌজিয়া নাহার ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (ই-গভ., আইসিটি এ এমআইএস), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	মোঃ হেলাল উদ্দিন এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব (বিয়া ও বেসরকারি খাত), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	এ.কে.এম. শামসুল আরেফীন, অতিরিক্ত সচিব (জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়া), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	লুৎফুন নাহার বেগম, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	মোঃ মোশ্‌তাক হাসান এনডিসি, চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), বিসিক	সদস্য
৯.	ড. মোঃ মফিজুর রহমান, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনিক্যাল অ্যাসিসটেন্স সেন্টার (বিটাক)	সদস্য
১০.	মোঃ সফিকুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
১১.	এস. এম. শাহীন আনোয়ার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
১২.	প্রতুল কুমার সাহা, উপসচিব (সাধারণ সেবা), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

অভ্যর্থনা ও স্টল উদ্বোধন কমিটি

ক. প্রধান অতিথির অভ্যর্থনা উপ-কমিটি

১.	পরাগ, অতিরিক্ত সচিব (স্বস ও আস), শিল্প মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
২.	মোঃ সফিকুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
৩.	ফেরদৌসী বেগম, উপসচিব (ই-গভ., আইসিটি, এমআইএস), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	মোঃ মফিদুল ইসলাম, উপসচিব (সমন্বয়), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	এস. এম. শাহীন আনোয়ার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
৬.	ফাহিম-বিন-আসমাত, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য সচিব

খ. মঞ্চ অনুষ্ঠান পরিচালনা উপ-কমিটি

১.	মোঃ জিয়াউর রহমান খান, যুগ্মসচিব (বিসিআইসি), শিল্প মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
২.	মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন, যুগ্মসচিব (ই-গভ., আইসিটি, এমআইএস ও এসডিজি), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ, উপসচিব, মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	শাহ মমিন, উপসচিব, প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	দেলোয়ার হোসেন মাতুব্বর, উপসচিব (বিসিআইসি), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	সলিম উল্লাহ, সিনিয়র সহকারী সচিব (নীতি-১), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	আফরোজা বেগম পারুল, সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন-২)	সদস্য
৮.	দীপঙ্কর রায়, সিনিয়র সহকারী সচিব (সচিব এর একান্ত সচিব), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	মৌসুমী রায়, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
১০.	মোঃ আব্বাস আলী, ব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
১১.	এস. এম. শাহীন আনোয়ার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য সচিব

অতিথিদের আসন বিন্যাস ও ব্যবস্থাপনা

১.	মোঃ হেলাল উদ্দিন এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব (বিরা ও বেসরকারি খাত), শিল্প মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
২.	মীর খায়রুল আলম, যুগ্মসচিব (নীতি ও আস), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ভূঁঞা, উপসচিব (উন্নয়ন, গবেষণা ও এসডিজি), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	মোঃ মফিদুল ইসলাম, উপসচিব (সমন্বয়) অ:দা: (জাস), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	মোছা. মাকছুদা শিল্পী, উপসচিব (বিএসটিআই ও বিএসইসি), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	এ.এফ.এম আমীর হোসেন, উপসচিব (আইন), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	এস. এম. শাহীন আনোয়ার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
৮.	মোঃ নাজিম হাসান সাত্তার, মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
৯.	আবু মঞ্জুর সাঈফ, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
১০.	মোঃ রাকিব উদ্দিন খান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
১১.	মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
১২.	আব্দুস সালাম সরদার, উপ-মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য সচিব

স্টল বাছাই

উপদেষ্টা: মোঃ আবদুল মতিন এনডিসি, পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন ও অতিরিক্ত সচিব (অব.)

১.	এ.কে.এম. শামসুল আরেফীন, অতিরিক্ত সচিব (জাহাজ পুনঃ প্রক্রিয়া), শিল্প মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
২.	ড. মোহাম্মদ নান্নু মোল্লা, যুগ্মসচিব (আইন), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	আবদুস সালাম সরদার, উপমহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
৪.	ড. মোঃ সাইফুল ইসলাম, উপসচিব (প্রওম), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	ফররুখ আহম্মদ, উপপ্রধান (চলতি দায়িত্ব) পরি-৩, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	মৌসুমী রায়, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
৭.	মোঃ রাকিব উদ্দিন খান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
৮.	ফাহিম-বিন-আসমাত, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
৯.	মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
১০.	মোঃ আব্বাস আলী, ব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য সচিব

ভেন্যু, টেন্ট ও স্টল ব্যবস্থাপনা

উপদেষ্টা: মোঃ রাশেদুল করীম মুন্না, পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্রিয়েশন প্রাইভেট লি.

১.	মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন, যুগ্মসচিব (ই-গভ., আইসিটি, এমআইএস ও এসডিজি), শিল্প মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
২.	ফেরদৌসী বেগম, যুগ্মসচিব (এসএমই ও বিটাক), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	প্রতুল কুমার সাহা, উপসচিব (সাধারণ সেবা), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	ড. মোঃ জাহেদুল হাসান, উপসচিব (অডিট ১ ও ২), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ভূঁঞা, উপসচিব (উন্নয়ন, গবেষণা ও এসডিজি), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, উপমহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
৭.	ফাহিম-বিন-আসমাত, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
৮.	মোঃ খালেদুজ্জামান তালুকদার, ব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
৯.	মোঃ আব্বাস আলী, ব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য সচিব

সেমিনার আয়োজন

উপদেষ্টা: ড. মোঃ মফিজুর রহমান, পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন ও মহাপরিচালক, বিটাক

১.	ফারজানা মমতাজ, যুগ্মসচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
২.	ড. মোঃ সাইফুল ইসলাম, উপসচিব (প্রওম), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	মোঃ মোখলেছুর রহমান আকন্দ, উপসচিব (বিরা), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	শামিম সুলতানা, উপসচিব (শৃঙ্খলা), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	মুঃ নুরুল আমিন খান, উপ-প্রধান, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	মোঃ সলিম উল্লাহ, সিনিয়র সহকারী সচিব (নীতি-১), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	ফারজানা খান, মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
৮.	সুমন চন্দ্র সাহা, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
৯.	মোঃ খালেদুজ্জামান তালুকদার, ব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
১০.	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
১১.	অখিল রঞ্জন তরফদার, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
১২.	রাহুল বড়ুয়া, ব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য সচিব

প্রচার এবং প্রেস কনফারেন্স আয়োজন

উপদেষ্টা: ইসমাত জেরিন খান, পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জারমার্টজ লি.

১.	মোহাম্মদ মফিজুল হক, অতিরিক্ত সচিব (বিসিক), শিল্প মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
২.	নেপাল চন্দ্র কর্মকার, উপসচিব (বিসিক), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	মোঃ মোস্তফা জামান, সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন, গবেষণা ও এসডিজি), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	মোঃ ইশতিয়াক জাহান, সিস্টেম এনালিস্ট, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	মোঃ আবদুল জলিল, উপ প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	এ এইচ এম মাসুম বিল্লাহ, সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	মোঃ সিরাজুল হায়দার এনডিসি, মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
৮.	আবু মঞ্জুর সাঈফ, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
৯.	মোঃ রাকিব উদ্দিন খান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
১০.	মুহাম্মদ মোরশেদ আলম, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
১১.	ফাহিম-বিন-আসমাত, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য সচিব

স্যুভেনির ও বিজ্ঞাপন

উপদেষ্টা: আবুল কালাম ভূঁইয়া, পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, যমুনা মিটার ইন্ডাস্ট্রিজ লি.

১.	মোঃ আবুল খায়ের, উপসচিব (জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়া), শিল্প মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
২.	মোঃ মোখলেছুর রহমান আকন্দ, উপসচিব (বিরা), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	মুঃ আনোয়ারুল আলম, উপসচিব (বিএসএফআইসি), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	এ.এফ.এম আমীর হোসেন, উপসচিব (আইন), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	ড. মোঃ আল আমিন সরকার, উপপ্রধান, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	মোঃ নাজিম হাসান সাত্তার, মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
৭.	ফারজানা খান, মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
৮.	মুহাম্মদ মোরশেদ আলম, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
৯.	মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
১০.	মোহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
১১.	মোঃ আব্বাস আলী, ব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
১২.	সৈয়দা সুলতানা ইয়াসমিন, ব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
১৩.	দেবাশীষ সাহা, উপব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
১৪.	রাহুল বড়ুয়া, ব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য সচিব

আমন্ত্রণপত্র বিতরণ ও সিকিউরিটি পাস সংগ্রহ

১.	লুৎফুন নাহার বেগম, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), শিল্প মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
২.	প্রতুল কুমার সাহা, উপসচিব (সাধারণ সেবা), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	মোঃ রেজাউল করিম, সিনিয়র সহকারী সচিব (বিসিক), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	হাসিনা বেগম, সিনিয়র সহকারী সচিব (বিএসএফআইসি), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	সিরাজুছ ছালেকীন, সহকারী সচিব (ডিপিডিটি ও বিএবি), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	মোঃ রফিকুল আলম, সহকারী সচিব (বাজেট), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সহকারী সচিব (এসএমই ও বিটাক), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	মোঃ ফারুক হোসেন, সহকারী সচিব (অডিট-২), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	মোঃ মানিক উদ্দিন, সহকারী সচিব (সমন্বয়), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	সোহেলা নাসরীন, সহকারী সচিব (জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়া), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	মোঃ মাকসুদুর রহমান, সহকারী সচিব (বিএসটিআই ও বিএসইসি), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২.	প্রীতি মায়া চাকমা, সহকারী সচিব (গ্রহণ ও প্রেরণ), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩.	মোঃ নুরুল ইসলাম, সহকারী সচিব (বিসিক), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪.	মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম, সহকারী সচিব (কর্মচারী সংস্থাপন), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫.	প্রদ্যুৎ কুমার প্রামাণিক, সহকারী প্রোগ্রামার, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬.	মোঃ সিরাজুল হায়দার এনডিসি, মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
১৭.	আবদুস সালাম সরদার, উপমহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
১৮.	মুহাম্মদ মোরশেদ আলম, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
১৯.	মোঃ আব্বাস আলী, ব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
২০.	মোঃ মনজুরুল হক, সহকারী ব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
২১.	মোহাম্মদ মমিনুল ইসলাম, সহকারী ব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
২২.	মোঃ আরিফুল ইসলাম, প্রোগ্রাম সহকারী, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
২৩.	সৈয়দা সুলতানা ইয়াসমিন, ব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য সচিব

আপ্যায়ন

১.	মোঃ হেলাল উদ্দিন এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব (বিরা ও বেসরকারি খাত), শিল্প মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
২.	ডাঃ মোঃ আখতারুজ্জামান, যুগ্মপ্রধান, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	মোঃ জসীম উদ্দীন বাদল, উপসচিব (বাজেট ও হিসাব), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	ডাঃ আবু মোঃ আদনান, অতিরিক্ত প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, উপমহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
৬.	আবদুস সালাম সরদার, উপমহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
৭.	আবু মঞ্জুর সাঈফ, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
৮.	মোহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
৯.	মৌসুমী রায়, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য সচিব

ফিরে দেখা জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি ৬ষ্ঠ জাতীয় এসএমই মেলা ২০১৮ উদ্বোধন করছেন

মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান সংহতকরণে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক মহলসহ সকলে নিরলসভাবে কাজ করছে। যেকোনো দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক সূচকে এসএমই'দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এসএমই'র অবদান সর্বজনস্বীকৃত। দেশব্যাপী এসএমই প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প-উদ্যোক্তাগণ অনেক উন্নত মানের পণ্য উৎপাদন করলেও বিপণন প্রক্রিয়ার যথার্থ জ্ঞানের অভাবে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়। উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা অর্জনের জন্য বাজার সংযোগ ও সম্প্রসারণ জরুরি। বাংলাদেশি এসএমই উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদানে বহুমুখী বাজার সুবিধা সম্প্রসারণের গুরুত্ব বিদ্যমান। এসএমইদের পণ্য বিপণনের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য ফাউন্ডেশন পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান করে। যার অংশরূপে এসএমই ফাউন্ডেশন সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের পণ্যের প্রচার ও প্রসারে প্রতিবছর ঢাকায় জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন করে।

২। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এসএমই ফাউন্ডেশন ৪-১২ মার্চ ২০২০ ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২০' আয়োজন করেছে। এ মেলা আয়োজনের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

ক. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রচার, প্রসার, বিক্রয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বাজার সম্প্রসারণ;
খ. এসএমই উদ্যোক্তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন, যোগাযোগ ও সেতুবন্ধন তৈরিতে সহায়তা;
গ. এসএমই উদ্যোক্তা ও ভোক্তাদের মাঝে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন; এবং
ঘ. পণ্য উৎপাদন ও সেবা প্রদানে ভোক্তাসহ বিভিন্ন মহলের সৃজনশীল মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ।

৩। এসএমই ফাউন্ডেশন 'জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২০' আয়োজনের কৌশল নির্ধারণের জন্য এই ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে একটি মেলা আয়োজন কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া, মেলার বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ১০টি উপ-কমিটি যথা: (১) উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সমন্বয়; (২) অভ্যর্থনা ও স্টল উদ্বোধন (ক) প্রধান অতিথির অভ্যর্থনা উপ-কমিটি (খ) মঞ্চ অনুষ্ঠান পরিচালনা উপ-কমিটি (৩) অতিথিদের আসন বিন্যাস ও ব্যবস্থাপনা (৪) স্টল বাছাই (৫) ভেন্যু, টেন্ট ও স্টল ব্যবস্থাপনা (৬) সেমিনার আয়োজন (৭) প্রচার এবং প্রেস কনফারেন্স আয়োজন (৮) স্যুভেনির ও বিজ্ঞাপন (৯) আমন্ত্রণপত্র বিতরণ ও সিকিউরিটি পাস সংগ্রহ এবং (১০) আপ্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়।

৪। মেলায় এসএমই উদ্যোক্তাদের তৈরি মানসম্মত দেশীয় পণ্য যেমন: পাটজাত পণ্য, পোশাক, ডিজাইন ও ফ্যাশনওয়্যার, চামড়াজাত সামগ্রী, প্লাস্টিক ও অন্যান্য সিনথেটিক, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, হ্যান্ডিক্রাফটস, আইসিটি পণ্য ও অন্যান্য সেক্টরের দেশীয় পণ্য প্রদর্শনী ও বিক্রয় করা হয়। বিদেশি/আমদানিকৃত পণ্য মেলায় প্রদর্শন কিংবা বিক্রয় করা হয় না। দেশীয় উৎপাদনকারী অথবা সেবামূলক মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পই শুধু মেলায় প্রদর্শন ও বিক্রয়ের সুযোগ পায়।

৫। এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত 'জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা' -এর ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার জন্য জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার; লিফলেট বিতরণ; স্ট্রিট ব্যানার; মেলার ভেন্যুতে ব্যানার, ফেস্টুন প্রভৃতি; এসএমএস ও ই-মার্কেটিং; এসএমই সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ট্রেডবডি/ অ্যাসোসিয়েশনে পত্র প্রেরণ; মেলায় অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাদের তালিকা সংবলিত বুকলেট বিতরণ; 'জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা' সম্পর্কিত নিউজ এবং ফিচার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ; সড়ক, সড়ক দ্বীপ ও ফুটওভার ব্রিজসমূহে মেলার ব্যানার, ফেস্টুনসহ বিভিন্ন প্রচার সামগ্রী দ্বারা সজ্জিতকরণ; ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে ডিজিটাল বিজ্ঞাপন মনিটরে মেলার বিজ্ঞাপন দেয়া; গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে বড় বেলুনের মাধ্যমে মেলার প্রচার; টিভির স্ক্রলবারে মেলার প্রচার; স্থানীয় ক্যাবল-অপারেটরের মাধ্যমে প্রচার; এসএমই ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট এবং ফেসবুকের মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

৬। এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক ২০১২ সালে ৮৫টি এসএমই প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ে '১ম জাতীয় এসএমই মেলা ২০১২' আয়োজনের মাধ্যমে জাতীয় এসএমই মেলার সূচনা হয়। এর ধারাবাহিকতায় ফাউন্ডেশন ২০১৩ সালে ৮৫টি, ২০১৪-এ ১৪০টি, ২০১৬-এ ১৮৩টি, ২০১৭-এ ২০০টি, ২০১৮-এ ২৭১টি এবং ২০১৯-এ ৩০৮টি প্রতিষ্ঠান নিয়ে জাতীয় এসএমই মেলাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়। ২০১৭ সাল পর্যন্ত ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের আউটার পেভমেন্টে অনুষ্ঠিত উক্ত জাতীয় এসএমই মেলাসমূহের উদ্বোধন করেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী। ২০১৮ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি জাতীয় এসএমই মেলা-২০১৮-এর শুভ উদ্বোধন করেন। সর্বশেষ ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত ফাউন্ডেশন আয়োজিত ৭ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলার উদ্বোধন করেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী।

৭ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০১৯ -এর বিজয়ী বর্ষসেরা উদ্যোক্তাদের সঙ্গে অতিথিবৃন্দ

(লক্ষ টাকায়)

এসএমই মেলা	তারিখ	স্থান	উদ্যোক্তার সংখ্যা	স্টলের সংখ্যা	মেলায় অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তার সংখ্যা	বিক্রয়	অর্ডার
১ম জাতীয় এসএমই মেলা-২০১২	১৪-১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২	বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র	৮৫	১০০	নারী : ৫৬ (৬৬%) পুরুষ : ২৯ (৩৪%)	২৮.০৩	৬০.৪৪
২য় জাতীয় এসএমই মেলা-২০১৩	১২-১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩	বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র	৮৫	১০০	নারী : ৪৮ (৫৬%) পুরুষ : ৩৭ (৪৪%)	৪৮.১১	৭১.৬৯
৩য় জাতীয় এসএমই মেলা-২০১৪	৪-৮ এপ্রিল ২০১৪	বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র	১৪০	১৫০	নারী : ১০৩ (৭৪%) পুরুষ : ৩৭ (২৬%)	১২০.০০	১৪০.০০
৪র্থ জাতীয় এসএমই মেলা-২০১৬	৩-৯ এপ্রিল ২০১৬	বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র	১৮৩	১৯৩	নারী : ১১৯ (৬৬%) পুরুষ : ৬৪ (৩৪%)	১৪৯.০০	৪৩৪.০০
৫ম জাতীয় এসএমই মেলা-২০১৭	১৫-২০ মার্চ ২০১৭	বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র	২০০	২১৬	নারী : ১২৩ (৬১.৫%) পুরুষ : ৭৭ (৩৮.৫%)	২৮৫.০০	৩৮৭.০০
৬ষ্ঠ জাতীয় এসএমই মেলা-২০১৮	৪-৮ এপ্রিল ২০১৮	বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র	২৭১	২৭১	নারী : ১৮৩ (৬৮.৭%) পুরুষ : ৮৩ (৩১.২%)	৫৫৬.০০	১০১৪.০০
৭ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা-২০১৯	১৬-২৩ মার্চ ২০১৯	বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র	৩০৮	৩০৮	নারী : ২১৬ (৭০%) পুরুষ : ৯২ (৩০%)	৫০৭.০০	৯০৫.০০

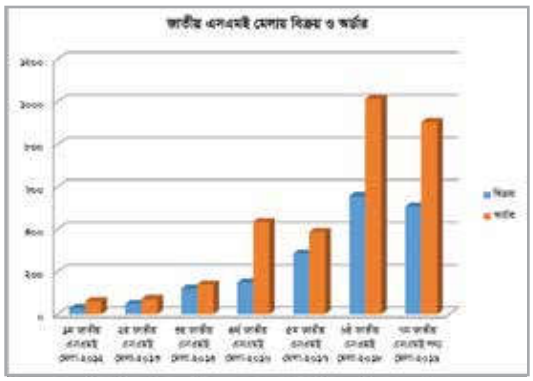

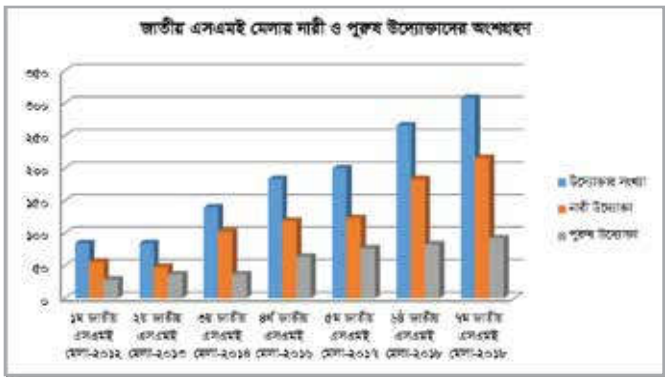

৭। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলা ও অঞ্চলের উদ্যোক্তাগণ এ মেলায় অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী উদ্যোক্তা এ মেলায় অংশগ্রহণ করেন। ২০১৯ সালে এসএমই মেলায় ৭০% নারী এবং ৩০% পুরুষ-উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেছেন। এই মেলায় তৃতীয় লিঙ্গের উদ্যোক্তার অংশগ্রহণ বিশেষ মাত্রা যোগ করে। এছাড়া, মেলায় উপজাতীয় ও প্রান্তিক পর্যায়ের উদ্যোক্তাগণ অংশগ্রহণ করে। এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২০ এ ২৯৬টি এসএমই প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করছে। তন্মধ্যে ৩৪%পুরুষ উদ্যোক্তা এবং ৬৬% নারী-উদ্যোক্তা দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। সেক্টরভিত্তিক বিভাজন নিম্নরূপ:

ক্রমিক	সেক্টরসমূহের নাম	প্রতিষ্ঠান	স্টল
১.	লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য	০৯	১২
২.	ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স	০১	০১
৩.	প্লাস্টিক পণ্য	০২	০২
৪.	আইটি/সেবা	০৬	০৭
৫.	পাটজাত পণ্য	২৮	৩০
৬.	চামড়াজাত পণ্য	৩১	৩৪
৭.	খাদ্য/কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ পণ্য	৩৬	৩৬
৮.	হারবাল পণ্য	০৫	০৫
৯.	হ্যান্ডিক্রাফট	২৩	২৩
১০.	ফ্যাশন ডিজাইন	১৫২	১৫৬
১১.	অন্যান্য	০৩	০৩
মোট		২৯৬	৩০৯

ক্রমিক	সংরক্ষিত স্টলের নাম	স্টল সংখ্যা
১.	রক্তদান কেন্দ্র	২
২.	ক্রেতা-বিক্রেতা মিটিং বুথ	২
৩.	একসপ: এটুআই	২
৪.	বিটাক	১
৫.	বিএসটিআই	১
৬.	বিসিআইসি	১
৭.	বিসিক	১
৮.	বিএসইসি	১
৯.	ব্র্যাক ব্যাংক লি. (গোল্ডেন স্পন্সর)	২
১০.	ইস্টার্ণ ব্যাংক লি. (ব্রোঞ্জ স্পন্সর)	১
১১.	অগ্রণী ব্যাংক লি. (ব্রোঞ্জ স্পন্সর)	১
মোট		১৫

৮। এ উপলক্ষ্যে মেলার সময়ে এসএমই বিষয়ে বিভিন্ন সেমিনার আয়োজন করা হবে। ২০১৯ সালে 'Opportunities of E-Commerce for SMEs in Bangladesh' (১৭ মার্চ ২০১৯, বিআইসিসি), `Non-Financial Challenges Faced by Women Entrepreneurs in SMEs' (১৭ মার্চ ২০১৯, বিআইসিসি), 'Intellectual Property Rights for Growth of SMEs' (২১ মার্চ ২০১৯, বিআইসিসি) এবং `Relationship Banking for Sustainable Finance: Experience of SME Foundation' (২১ মার্চ ২০১৯, বিআইসিসি) শীর্ষক চারটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ২০২০ সালে আয়োজিত মেলার পাশাপাশি এসএমই বিষয়ক সেমিনার আয়োজন করা হবে। এছাড়া, মেলায় ক্রেতা-বিক্রেতা মিটিং বুথ, রক্তদান কর্মসূচি, মিডিয়া সেন্টার, তথ্যকেন্দ্র-র জন্য স্টল প্রভৃতি থাকবে। মেলার শেষ দিন শ্রেষ্ঠ স্টলগুলোকে পুরস্কৃত করা হবে। এ বছর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের মিডিয়া বাজারে এসএমই বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার/কর্মসূচি আয়োজন করা হবে।

ক্রমিক	সেমিনার
১.	Showcasing National SME Fair 2020 to the Diplomats
২.	রপ্তানী বাণিজ্যে এসএমই নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ: প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাবনা
৩.	Role of SMEs in Achieving Sustainable Development Goals in Bangladesh
৪.	অনলাইন প্ল্যাটফরম ব্যবহারের মাধ্যমে এমএসএমই পণ্যের বিপণন প্রসারণ।
৫.	ডিজিটাল ফাইন্যান্স ফর এসএমই'জ
৬.	হালকা প্রকৌশল বর্ষপণ্য ২০২০: জাতীয় উন্নয়নে সম্ভাবনা

৯। বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই উদ্যোক্তাদের অবদান ও অংশগ্রহণকে স্বীকৃতি-র জন্য এই ফাউন্ডেশন পুরুষ ও নারী ক্যাটাগরিতে 'জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০২০' প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তাঁদের এই মেলায় পুরস্কৃত করা হবে।

১০। আধুনিক ভাবনার সাথে সমন্বয়পূর্বক পরিকল্পিত ও সজ্জিত এ মেলায় আগত সকল দর্শক, ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ সবসময়ই ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাছাড়া, শতভাগ দেশীয় পণ্যের এ মেলায় পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়ে দর্শক-ক্রেতারা স্বচ্ছন্দে ক্রয় ও পরিদর্শন করতে পারে।

১১। এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত জাতীয় এসএমই মেলার ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা লাভ করে। মেলায় নানা পণ্যের তুলনামুলক বাজার যাচাইয়ের ফলে দেশীয় পণ্যের প্রতি ক্রেতা-বিক্রেতার আস্থা বৃদ্ধি পায়। সরাসরি বিক্রির পাশাপাশি পাইকারি ক্রেতাদের নিকট নিয়মিত অর্ডার প্রাপ্তির ফলে ক্রেতা-বিক্রেতা সম্পর্কের স্থায়ী রূপ ব্যবসায়ীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

এসএমই নীতিমালা ২০১৯

অধ্যায় ১

ভূমিকা

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান (এসএমই) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। এসএমই একটি শ্রমনিবিড়, স্বল্প পুঁজি-নির্ভর ও উৎপাদন সময়কাল স্বল্প হওয়ায় জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এসএমই অবদান রাখতে সক্ষম। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও এসএমই খাতের বিকাশ ও উন্নয়নের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। বস্তুত বাংলাদেশকে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির দেশে পরিণত করার ক্ষেত্রে এসএমই অনুঘটকের ভূমিকা রাখছে।

বর্তমানে দেশে কুটির শিল্পসহ প্রায় ৭৮ লাখ অতি ক্ষুদ্র (মাইক্রো), ক্ষুদ্র ও মাঝারি (এমএসএমই) শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং জিডিপিতে এ খাতের অবদান প্রায় ২৫ শতাংশ (এডিবি ২০১৫)। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার যেমন প্রতিটি গ্রামে নাগরিক সুবিধা পৌঁছে দেওয়া, যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর এবং কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার পাশাপাশি সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশকে আরও এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে এসএমই খাত বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত সুরক্ষার মাধ্যমে সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬-এ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে শিল্প উন্নয়নের প্রধান মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা করেছে। দেশের ও বৈশ্বিক বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা দলিল যেমন: জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, রূপকল্প ২০২১, ২০২৪ সাল নাগাদ সফলভাবে এলডিসি উত্তরণ, এসডিজি ২০৩০ এবং রূপকল্প ২০৪১-এ প্রবৃদ্ধি অর্জনের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা অর্জনে এসএমই খাতের উন্নয়ন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। পর্যাপ্ত মানব সম্পদ ও বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্যের কারণে বাংলাদেশে এসএমই খাত বিকাশের সুযোগ ও অমিত সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এ খাতকে গতিশীল করার জন্য সাযুজ্যপূর্ণ নীতি সহায়তা ও সহায়ক পরিবেশ প্রয়োজন।

দেশের এসএমই খাতের উন্নয়নে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০০৫ সালে প্রথমবারের মত এসএমই নীতিকৌশল প্রণীত হয়। জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ এসএমই নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট এবং মেয়াদভিত্তিক এসএমই উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হবে মর্মে অঙ্গীকার রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকার যথোপযুক্ত কর্মপরিকল্পনাসহ একটি এসএমই নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এসএমই খাতের বিকাশকে বেগবান করার লক্ষ্যে সঠিক কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। কার্যকর এসএমই কৌশল গ্রহণ প্রধানত ছয়টি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, যথাক্রমে: ১. অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ (Access to Finance); ২. প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের সুযোগ (Access to Technology and Innovation); ৩. বাজার প্রবেশের সুযোগ (Access to Market); ৪. উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ (Access to Education and Training); ৫. ব্যবসা সহায়ক সেবা প্রাপ্তির সুযোগ (Access to Business Support Services); এবং ৬. প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ (Access to information)। উক্ত সুবিধাদি নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর এসএমই উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন প্রধানত তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে (১) সহায়ক নীতি ও উপযুক্ত পরিবেশ (২) টেকসই ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান এবং (৩) অস্বচ্ছল ও সুবিধাবঞ্চিত কিন্তু সম্ভাবনাময়ী উদ্যোক্তাদের আর্থিক ও ব্যবসা সহায়ক সেবা সহায়তা লাভের সুযোগ প্রাপ্তি। এ তিনটি প্রধান বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এসএমই উন্নয়নে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে 'এসএমই নীতিমালা ২০১৯-এ নীতি বাস্তবায়ন কৌশলের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

এসএমই খাতের বর্তমান অবস্থা ও সংশ্লিষ্ট নীতিসমূহ বিবেচনায় নিয়ে 'এসএমই নীতিমালা ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালায় এসএমই সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-বিধান এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম সহজীকরণের মাধ্যমে এসএমই খাতে সবার জন্য সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীতব্য কর্মকৌশলসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, মানব সম্পদ উন্নয়ন, ব্যবসা উন্নয়ন সেবা, অর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির সুযোগ ও প্রযুক্তি বিকাশ ইত্যাদির পাশাপাশি এ নীতিমালায় ক্লাস্টারভিত্তিক এসএমই উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের উপর জোর দেয়া হয়েছে।

অধ্যায় ২

রূপকল্প (ভিশন), অভিলক্ষ্য (মিশন), লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং বাস্তবায়ন কৌশল

২.১ রূপকল্প (ভিশন)
এসএমই খাতকে শক্তিশালীকরণ।

২.২ অভিলক্ষ্য (মিশন)
দক্ষতা বৃদ্ধি, ব্যবসা পরিবেশ উন্নয়ন, সুলভ অর্থায়ন, বাজার সুবিধা, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনগত সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে এসএমই খাতকে শক্তিশালীকরণ।

২.৩ লক্ষ্য
সরকারের উন্নয়ন রূপকল্পসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২৪-এর মধ্যে জাতীয় আয়ে (জিডিপি) এসএমই খাতের অবদান বিদ্যমান ২৫ শতাংশ থেকে ৩২ শতাংশে উন্নীতকরণ।

২.৪ উদ্দেশ্য
২.৪.১ টকসই পরিবেশবান্ধব এসএমই খাতের উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহের ভূমিকা এবং এসএমই সংশ্লিষ্ট নীতি বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ চিহ্নিত করা;

২.৪.২ এসএমই খাতের বিকাশ ও সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও ক্লাস্টার উন্নয়ন, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা প্রদানে সহায়ক নীতি প্রণয়ন করা;

২.৪.৩ এসএমই খাতে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি, আইসিটিভিত্তিক প্রযুক্তি গ্রহণ ও ব্যবহার, উৎপাদনশীলতার কৌশল উন্নয়ন, পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তাকরণ, বৃহৎ শিল্পের সাথে এসএমইদের সংযোগ স্থাপন এবং আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে এসএমই-বান্ধব পরিবেশের উন্নয়ন করা;

২.৪.৪ এসএমই খাতের উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) প্রতিষ্ঠা এবং নতুন এসএমই উদ্যোগ সৃষ্টি (স্টার্টআপ), ব্যবসা পরিচালনা ও বিকাশে অন্তরায় হতে পারে এমন সরকারি নীতি ও বিধি-বিধান যুগোপযোগী করা;

২.৪.৫ এসএমই খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা এবং উদ্ভাবনীমূলক সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা ও উন্নয়ন (আরএন্ডডি) কার্যক্রম বৃদ্ধি ও জোরদারকরণ; এবং

২.৪.৬ এসএমই খাতে বিরাজমান ও উদ্ভূত সমস্যাসমূহ সমাধানের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, সংস্থা এবং বাণিজ্য সংগঠনকে একক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসার লক্ষ্যে কার্যকর সমন্বিত ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং মুখ্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করা।

২.৫ বাস্তবায়ন কৌশল

এসএমই নীতিমালা ২০১৯-এ বর্ণিত রূপকল্প (ভিশন), অভিলক্ষ্য (মিশন), লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে দেশের এসএমই খাত উন্নয়ন এবং শক্তিশালীকরণে নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে:

২.৫.১ ব্যবসা ও বিনিয়োগ পরিবেশ এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উন্নতিসাধন;

২.৫.২ প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তিতে এসএমই খাতের সুযোগ বৃদ্ধি;

২.৫.৩ প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এসএমই পণ্য বা সেবার বাজারে প্রবেশে সহায়তা;

২.৫.৪ এসএমই ব্যবসা সহায়ক সেবা, স্বল্প ব্যয় ও স্বল্প সময়ে স্টার্টআপ সহায়তা প্রদান;

২.৫.৫ এসএমই ক্লাস্টারভিত্তিক বিজনেস নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ;

২.৫.৬ আইসিটি ও অন্যান্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি;

২.৫.৭ উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রসার;

২.৫.৮ নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নভিত্তিক কর্মসূচির প্রসার ও বিশেষায়িত সেবা প্রদান;

২.৫.৯ এসএমই খাতকে বৃহৎ শিল্পের সংযোগ-শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা এবং এসএমই পণ্যের সুরক্ষা প্রদান;

২.৫.১০ পরিবেশবান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এসএমইদের সক্ষমতা উন্নয়ন এবং

২.৫.১১ এসএমই পরিসংখ্যানকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান এবং গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা।

অধ্যায় ৩

প্রয়োগ ও পরিধি

৩.১ প্রয়োগ ও পরিধি

৩.১.১ 'এসএমই নীতিমালা ২০১৯-এ জিডিপিতে এসএমই খাতের কাঙ্ক্ষিত অবদান বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসনের নিমিত্ত সরকারি ও ব্যক্তিখাতের সমন্বিত প্রচেষ্টায় ব্যাপকভিত্তিক এসএমই উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

৩.১.২ 'জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এবং তৎপরবর্তী প্রণীত শিল্পনীতিতে সংজ্ঞায়িত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প 'এসএমই নীতিমালা ২০১৯-এর আওতাভুক্ত হবে।

৩.১.৩ পরবর্তী এসএমই নীতিমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত এ নীতিমালার কার্যকারিতা অব্যাহত থাকবে। তবে 'এসএমই নীতিমালা ২০১৯-এ অন্তর্ভুক্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজনে সময়ে সময়ে পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করা যাবে।

অধ্যায় ৪

বাস্তবায়ন কৌশল

৪.১ কৌশলগত লক্ষ্য ১: ব্যবসা ও বিনিয়োগ পরিবেশ এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উন্নতিসাধন

৪.১.১ এসএমই সংশ্লিষ্ট ব্যবসা পরিবেশের উন্নতি সাধন ও বিনিয়োগকারীদের অধিকার সুরক্ষায় বিদ্যমান ব্যবসা সম্পর্কিত প্রশাসনিক শর্তসমূহ সহজ করা হবে। এসএমই উন্নয়নে বিশেষ করে রপ্তানিমুখী শিল্পে সহায়ক সেবা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৪.১.২ এসএমই খাতের উন্নয়নে প্রতিনিধিত্বকারী ও অন্যান্য সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় জোরদারকরণ করা হবে এবং সরকারি ও ব্যক্তিখাতের সমন্বিত প্রচেষ্টায় ব্যাপকভিত্তিক এসএমই উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত কর্মসূচিগুলো একটি কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাধীনে নিয়ে আসা হবে।

৪.১.৩ উপরোল্লিখিত লক্ষ্যের সাথে সংগতি রেখে নিম্নের কৌশলগত হাতিয়ারসমূহ পরিপালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে:

৪.২ কৌশলগত লক্ষ্য ২: প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তিতে এসএমই খাতের সুযোগ বৃদ্ধি

৪.২.১ এসএমই খাতে ঋণ চাহিদা পূরণের জন্য টেকসই অর্থায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৪.২.২ এসএমই খাতে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নের কৌশলগত হাতিয়ারসমূহ পরিপালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে:

৪.৩ কৌশলগত লক্ষ্য ৩: প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এসএমই পণ্যের বাজারে প্রবেশে সহায়তা

৪.৩.১ এসএমই খাতকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের চালিকাশক্তিতে পরিণত করার লক্ষ্যে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এসএমই খাতের প্রতিযোগিতা ও রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪.৩.২ এসএমই পণ্যের গুণগতমান সংরক্ষণ, নতুন বাজার সৃষ্টি এবং বাজারজাতকরণের কৌশল চিহ্নিতকরণপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

৪.৩.৩ উপরোল্লিখিত লক্ষ্যের সাথে সংগতি রেখে নিম্নের কৌশলগত হাতিয়ারসমূহ পরিপালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে:

৪.৪ কৌশলগত লক্ষ্য ৪: এসএমই ব্যবসা সহায়ক সেবা, স্বল্প ব্যয় ও স্বল্প সময়ে স্টার্ট-আপ সহায়তা প্রদান

৪.৪.১ ব্যবসা নিবন্ধন পদ্ধতি এবং ব্যবসা শুরুর (স্টার্টআপ) প্রক্রিয়া সহজ, দ্রুততর ও এসএমইবান্ধব করার লক্ষ্যে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, ওয়ানস্টপ সেবাসহ নানাবিধ আর্থিক ও অ-আর্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে এসএমইদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া হবে।

৪.৪.২ উপরোল্লিখিত লক্ষ্যের সাথে সংগতি রেখে নিম্নের কৌশলগত হাতিয়ারসমূহ পরিপালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে:

৪.৫ কৌশলগত লক্ষ্য ৫: এসএমই ক্লাস্টারভিত্তিক উদ্যোগ নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

৪.৫.১ বিসিক শিল্পনগরী এবং এসএমই ক্লাস্টারসমূহে বিদ্যমান দুর্বল অবকাঠামো রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও যোগাযোগ ইত্যাদির উন্নয়নে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

৪.৫.২ জাতীয় অর্থনীতিতে ক্লাস্টারসমূহের গুরুত্ব বিবেচনা করে ক্লাস্টার উন্নয়নের জন্য নিম্নের কৌশলগত হাতিয়ারসমূহ পরিপালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে:

৪.৬ কৌশলগত লক্ষ্য ৬: তথ্য যোগাযোগ ও অন্যান্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি

৪.৬.১ ই-কমার্স, অনলাইন সাপোর্ট, আউটসোর্সিং ও আইটিভিত্তিক এপিকেশনের মাধ্যমে এসএমইদের সহায়তা দেয়া এবং একাউন্টিং ও আর্থিক রিপোর্টিং সফটওয়্যার বিষয়ে দক্ষ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৪.৬.২ এসএমইদের উদ্ভাবনী সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তি গ্রহণ ও হস্তান্তরের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে যথাযথ ও প্রাসঙ্গিক কৌশল গ্রহণ করা হবে।

৪.৬.৩ উপরোল্লিখিত লক্ষ্যের সাথে সংগতি রেখে নিম্নের কৌশলগত হাতিয়ারসমূহ পরিপালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে:

৪.৭ কৌশলগত লক্ষ্য ৭: এসএমই উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রসার

৪.৭.১ এসএমই খাতের বিকাশে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি এবং দেশের কারিগরি ও উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থায় উপযুক্ত উদ্যোক্তা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনার ব্যবস্থা করা হবে। এসএমই প্রশিক্ষণ কারিকুলাম তৈরি, গবেষণা, চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ, ইন্টার্নশিপ ইত্যাদির মাধ্যমে বেসরকারি খাতের সাথে কার্যকর যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা হবে।

৪.৭.২ মানব সম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নে সহায়ক অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে নিম্নের কৌশলগত হাতিয়ারসমূহ পরিপালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে:

৪.৮ কৌশলগত লক্ষ্য ৮: নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নভিত্তিক কর্মসূচির প্রসার ও বিশেষায়িত সেবা প্রদান

৪.৮.১ নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা শুরু ও ব্যবসা পরিচালনায় অর্থায়ন, প্রাসঙ্গিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি, ব্যবসা সম্পর্কিত তথ্য সহজলভ্য করা হবে।

৪.৮.২ উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিম্নের কৌশলগত হাতিয়ারসমূহ পরিপালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে:

৪.৯ কৌশলগত লক্ষ্য ৯: এসএমই খাতকে বৃহৎ শিল্পের সংযোগ-শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা এবং এসএমই পণ্যের সুরক্ষা প্রদান

৪.৯.১ টেকসই এসএমই খাত প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য যথাক্রমে অগ্রসংযোগ (Forward Linkage) এবং পশ্চাৎসংযোগ (Backward Linkage) শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে ব্যবস্থা নেয়া হবে। বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং প্রযুক্তি ধারণা এসএমই কর্তৃক সহজে গ্রহণ ও ব্যবহারের সুযোগ তৈরিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৪.৯.২ মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে নতুন ও আধুনিক পদ্ধতি আয়ত্তকরণে এসএমইদের জন্য বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করা হবে এবং এসএমইদের সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হবে।

৪.৯.৩ উপরোল্লিখিত লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে নিম্নের কৌশলগত হাতিয়ারসমূহ পরিপালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে:

৪.১০ কৌশলগত লক্ষ্য ১০: পরিবেশবান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠা ও শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এসএমইদের সক্ষমতা উন্নয়ন

৪.১০.১ টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পরিবেশবান্ধব শিল্প ব্যবস্থাপনায় এসএমইদের সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

৪.১০.২ শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ (Recycling) এর ক্ষেত্রে এসএমইদের বৃহৎ শিল্পের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হবে।

৪.১০.৩ পরিবেশবান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠা ও শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এসএমইদের সক্ষমতা উন্নয়নে নিম্নের কৌশলগত হাতিয়ারসমূহ পরিপালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে:

৪.১১ কৌশলগত লক্ষ্য ১১: এসএমই পরিসংখ্যানকে প্রাতিষ্ঠানিকরূপ প্রদান এবং গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা

৪.১১.১ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে এসএমই খাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে প্রাতিষ্ঠানিকরূপ দেয়ার লক্ষ্যে জাতীয় অর্থনীতিতে এসএমই খাতের অবদানের সঠিক পরিসংখ্যান নিরূপণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে।

৪.১১.২ এসএমই খাত সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক গবেষণা এবং প্রযুক্তিগত গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে আরো গতিশীলতা আনয়ন করা

হবে। তহবিল বৃদ্ধির মাধ্যমে এসএমই খাতে গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রযুক্তি ও ব্যবসা সহায়ক সেবা বিষয়ক প্রকাশনা ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা হবে।

৪.১১.৩ উপরোল্লিখিত লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে নিম্নের কৌশলগত হাতিয়ারসমূহ পরিপালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অধ্যায় ৫

কৌশল বাস্তবায়ন: মুখ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা

৫.১ এসএমই নীতিমালা ২০১৯ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন অংশীদার ও এনজিও জড়িত আছে বিধায় উক্ত নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও দায়িত্ব সুস্পষ্টকরণ করা প্রয়োজন।

৫.২ সরকারের ভূমিকা

৫.২.১ এসএমই খাতের উন্নয়ন ও বিকাশে সহায়ক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং এসএমই উন্নয়নে অত্যাবশ্যক অবকাঠামোগত সুবিধাদি বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে।

৫.২.২ এসএমই খাতে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি করার জন্য সরকার বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং এসএমইএফের মাধ্যমে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি, ঋণের ঝুঁকি হ্রাস ও ঋণ লেনদেন ব্যয় কমানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৫.২.৩ বেসরকারি খাতের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সরকার এসএমই খাতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণের পাশাপাশি সম্প্রসারিত অ-আর্থিক ব্যবসা উন্নয়ন সেবা কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি করবে।

৫.২.৪ এসএমই নীতিমালা ২০১৯-এ অন্তর্ভুক্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাসমূহের অনুকূলে এসএমই উন্নয়ন তহবিল বরাদ্দ দেওয়া হবে।

৫.২.৫ উপরিল্লিখিত কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকার এ নীতিমালার বাস্তব রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিবে এবং এসএমই উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অংশীজনদের কাছে এসএমই উন্নয়ন কার্যক্রম তুলে ধরার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

৫.৩ শিল্প মন্ত্রণালয়ের পরিবীক্ষণের ভূমিকা

৫.৩.১ এসএমই নীতিমালা ২০১৯-এর কৌশলসমূহ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের সার্বিক দায়িত্ব শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত থাকবে।

৫.৩.২ শিল্প মন্ত্রণালয় একটি এসএমই শিল্প সংক্রান্ত তথ্য ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করবে। এ তথ্য ব্যাংক গবেষণা ও তথ্য নিকাশ হাউজ হিসেবে কাজ করবে এবং প্রধান অংশীজনদের সাথে সংযুক্ত থাকবে। শিল্প মন্ত্রণালয় এসএমই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকাণ্ডে সমন্বয় সাধন করবে।

৫.৪ বিসিক, এসএমই ফাউন্ডেশন এবং সংশ্লিষ্ট ট্রেডবডিসমূহ: বাস্তবায়নকারী সংস্থা

৫.৪.১ এসএমই নীতিমলা ২০১৯-এ বর্ণিত কৌশলগত লক্ষসমূহ ও কর্মপরিকল্পনা সার্বিক বাস্তবায়নের দায়িত্ব বিসিক এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের উপর ন্যস্ত থাকবে।

৫.৪.২ বিসিক নিজস্ব কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতপূর্বক শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করে সহযোগী বাস্তবায়নকারী সংস্থার সমন্বয়ে বাস্তবায়ন করবে।

৫.৪.৩ এসএমই ফাউন্ডেশন নিজস্ব কৌশলগত বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতপূর্বক শিল্প মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে সহযোগী বাস্তবায়নকারী সংস্থার সমন্বয়ে বাস্তবায়ন করবে।

৫.৪.৪ শিল্প মন্ত্রণালয় নিয়মিতভাবে বিসিক ও এসএমই ফাউন্ডেশন কর্মপরিকল্পনা/কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও কার্যকারিতা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে এবং প্রয়োজনীয় সরকারি আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতার ব্যবস্থা করবে।

৫.৫ অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয়

৫.৫.১ এসএমই খাতের বিকাশ ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত ও বেগবান করার জন্য বিসিক এবং এসএমই ফাউন্ডেশন কার্যকর সহযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করবে। কাজের ক্ষেত্রে অধিক্রম বা একই কাজের যুগপৎ সংঘটন এড়াতে ও ব্যয় কমাতে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন: বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এজেন্সি (আইপিএ), বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক), বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর), ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৫.৫.২ এসএমই উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন: ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই), ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব স্মল অ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ, বাংলাদেশ (নাসিব), বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসিং অ্যাসোসিয়েশন (বাপা), মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এমসিসিআই), ঢাকা চেম্বার অব কর্মাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই), চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (সিসিসিআই), বাংলাক্রাফট, বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড), উইমেন অন্ট্রপ্রনিয়ার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ডব্লিউইএবি) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অ্যাসোসিয়েশন ও চেম্বারসমূহের সাথে কার্যকর সহযোগিতামূলক কার্যক্রম নিশ্চিত করা হবে।

অধ্যায় ৬

নীতি কৌশল পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

৬.১ এসএমই খাতের উন্নয়নকে বেগবান করার নিমিত্ত এসএমই নীতিমালা ২০১৯ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণী ও কার্যকরী কমিটি গঠন করা হবে যেমন: ১. জাতীয় এসএমই উন্নয়ন পরিষদ এবং ২. জাতীয় এসএমই টাস্কফোর্স। এছাড়া, একটি কারিগরি কমিটি এবং বিষয়ভিত্তিক কয়েকটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হবে।

৬.২ জাতীয় এসএমই উন্নয়ন পরিষদ

৬.২.১ এসএমই খাতের উন্নয়নে সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী কমিটি হচ্ছে জাতীয় এসএমই উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি)।

৬.২.২ এ কাউন্সিলের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী এবং কাউন্সিল নিম্নোক্ত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হবে।

১.	মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	প্রতিমন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সহ-সভাপতি
৩.	গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
৪.	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২.	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩.	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪.	সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫.	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬.	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৭.	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৮.	সচিব, মৎস্য ও পাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৯.	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
২০.	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
২১.	সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
২২.	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৩.	সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৪.	সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৫.	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
২৬.	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
২৭.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
২৮.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন	সদস্য
২৯.	চেয়ারম্যান, বিসিক	সদস্য
৩০.	মহাপরিচালক, বিটাক	সদস্য
৩১.	চেয়ারম্যান, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
৩২.	বেসরকারি খাতের ৫ জন প্রতিনিধি (সভাপতি, এফবিসিসিআই; সভাপতি, নাসিব এবং অপর ৩ জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৩৩.	সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

৬.২.৩ শিল্প মন্ত্রণালয়ের এসএমই অধিশাখা জাতীয় এসএমই উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি)-এর সচিবালয় হিসেবে কাজ করবে। প্রতি ছয় মাসে একবার এনএসডিসির সভা অনুষ্ঠিত হবে।

৬.২.৪ এনএসডিসির প্রধান লক্ষ্য হলো এসএমই উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহকে কৌশলগত নীতি নির্দেশনা প্রদান করার পাশপাশি নীতি কাঠামোর ব্যবস্থা করা এবং এসএমই খাতের সামগ্রিক ও সমন্বিত উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

৬.২.৫ পরিষদ প্রয়োজনে উপযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে বা সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

৬.২.৬ এনএসডিসির কর্মপরিধি

৬.২.৬.১ সকল খাতে এসএমই-এর সার্বিক উন্নয়নে সহায়তাকল্পে এসএমই টাস্কফোর্স কর্তৃক প্রণীত নীতি ও কৌশলসমূহের পর্যালোচনা ও অনুমোদন দেয়া;

৬.২.৬.২ কর্মপরিকল্পনা বা গৃহীত পদক্ষেপসমূহের অধিকতর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য এসএমই টাস্কফোর্সের ভূমিকা ও দায়িত্ব পর্যালোচনা করা;

৬.২.৬.৩ এসএমই উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি ও কর্মপরিকল্পনাসমূহের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে শিল্প মন্ত্রণালয় এবং সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি;

৬.২.৬.৪ ইকোনমি অব স্কেল ও অপারেশনের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের নিমিত্ত সকল এসএমই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে পুনর্গঠন ও সংহত করার জন্য আবশ্যকীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক মেকানিজম প্রতিষ্ঠা করা; এবং

৬.২.৬.৫ দেশের এসএমই উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের জন্য দায়িত্বশীল একটি একক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তায় এসএমই উন্নয়ন ও তৎসম্পর্কিত সকল কর্মকাণ্ডের জন্য তহবিল বরাদ্দ দেয়ার বিষয়ে কৌশল নির্ধারণ।

৬.৩ জাতীয় এসএমই টাস্কফোর্স

৬.৩.১ 'এসএমই নীতিমালা ২০১৯-এ প্রস্তাবিত উদ্যোগসমূহের অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা করার কার্যকরী কমিটি হচ্ছে জাতীয় এসএমই টাস্কফোর্স।

৬.৩.২ এসএমই টাস্কফোর্সের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন শিল্প মন্ত্রণালযের সিনিয়র সচিব/সচিব এবং টাস্কফোর্স নিম্নোক্ত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হবে।

১.	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
৩.	সদস্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
৪.	পরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)	সদস্য
৫.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন	সদস্য
৬.	মহাপরিচালক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)	সদস্য
৭.	সদস্য, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)	সদস্য
৮.	সদস্য, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ)	সদস্য
৯.	সদস্য, বিসিএসআইআর	সদস্য
১০.	মহাপরিচালক, বিটাক	সদস্য
১১.	রেজিস্ট্রার, ডিপিডিটি	সদস্য
১২.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব পর্যায়ের)	সদস্য
১৩.	অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব পর্যায়ের)	সদস্য
১৪.	আইসিটি বিভাগের প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব পর্যায়ের)	সদস্য
১৫.	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব পর্যায়ের)	সদস্য
১৬.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব পর্যায়ের)	সদস্য
১৭.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব পর্যায়ের)	সদস্য
১৮.	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব পর্যায়ের)	সদস্য
১৯.	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব পর্যায়ের)	সদস্য
২০.	পরিচালক, এনপিও	সদস্য
২১.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
২২.	বেসরকারি খাতের ৬ জন প্রতিনিধি (সভাপতি, নাসিব; সভাপতি, বাংলাক্রাফট এবং অপর ৪ জন বিভিন্ন ব্যবসা সংগঠন; শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের মধ্য থেকে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
২৩.	যুগ্মসচিব, এসএমই অধিশাখা, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

৬.৩.৩ এসএমই টাস্কফোর্সের সচিবালয় হিসেবে কাজ করবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের এসএমই অধিশাখা। প্রতি তিন মাস অন্তর টাস্কফোর্সের সভা অনুষ্ঠিত হবে।

৬.৩.৪ এসএমই খাতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন বিষয়ে অনুসন্ধান এবং প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এসএমই নীতিমালা হালনাগাদকরণের দায়িত্ব টাস্কফোর্সের ওপর ন্যস্ত থাকবে। অধিকন্তু, এসএমই নীতিমালা বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ও পুনর্মূল্যায়ন করার জন্য এ খাতের ধারাবাহিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান পদক্ষেপসমূহকে কীভাবে সমন্বয় বা খাপ খাওয়ানো হবে সে বিষয়েও সিদ্ধান্ত নিবে টাস্কফোর্স।

৬.৩.৫ টাস্কফোর্স প্রয়োজনীয় ব্যক্তি বা সংস্থা প্রধানকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে বা সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

৬.৩.৬ এসএমই টাস্কফোর্সের কর্মপরিধি

৬.৩.৬.১ ওয়ার্কিং কমিটিসমূহ প্রদত্ত সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করা। সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এসএমই কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে এনএসডিসিকে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ প্রদান;

৬.৩.৬.২ শিল্প মন্ত্রণালয়, বিসিক, বাংলাদেশ ব্যাংক, এসএমই ফাউন্ডেশন ও অন্যান্য সম্পর্কিত সংস্থাসমূহের আওতাধীন কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা ও পুনর্মূল্যায়ন;

৬.৩.৬.৩ এসএমই তথ্যভান্ডার ও শুমারির অগ্রগতি ছাড়াও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এসএমই খাতের অবদান পর্যালোচনা;

৬.৩.৬.৪ এসএমই নীতি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের সুপারিশ এবং এসএমই খাতের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল ও বাজেট বরাদ্দের উৎসসমূহ চিহ্নিতকরণ;

৬.৩.৬.৫ অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয় বিধানের মাধ্যম হিসেবে কাজ করা এবং অংশীজনদের মধ্যেকার বিরাজমান মতপার্থক্য বা বিভেদ নিরসন করা; এবং

৬.৩.৬.৬ এসএমই উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে একজন করে এসএমই ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্ধারণ করা হবে যারা এসএমই সম্পর্কিত সকল তথ্য সরবরাহ করবে।

৬.৪ ওয়ার্কিং কমিটিসমূহ

৬.৪.১ এসএমই খাতের জন্য চিহ্নিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর কয়েকটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হবে। এসএমই টাস্কফোর্সের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ওয়ার্কিং কমিটিসমূহের সদস্য নির্ধারণ করা হবে।

৬.৪.২ ওয়ার্কিং কমিটিসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো: ব্যবসা পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটি; এসএমই অর্থায়ন সংক্রান্ত কমিটি; এসএমই দক্ষতা উন্নয়ন কমিটি, আইসিটি ও প্রযুক্তি উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটি; এসএমই পণ্য বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত কমিটি; নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটি এবং পলিসি অ্যাডভোকেসি, গবেষণা ও এসএমই তথ্য ভান্ডার/ডেটাবেইজ সংক্রান্ত কমিটি।

৬.৫ কারিগরি কমিটি

৬.৫.১ শিল্প মন্ত্রণালয়ের এসএমই অধিশাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে বিষয়ভিত্তিক পর্যালোচনা ও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব/সুপারিশ প্রণয়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক এক বা একাধিক কারিগরি কমিটি গঠন করা হবে।

এখানে এসএমই নীতিমালা ২০১৯ এর সংক্ষেপিত রূপ সংযোজন করা হয়েছে। বিস্তারিত জানতে নিম্ন লিংকে ভিজিট করুন:
শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট- https://moind.gov.bd/site/view/policies
এসএমই ফাউন্ডেশনের ওয়েব সাইট- http://www.smef.gov.bd/site/files

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং বর্ষপণ্য ২০২০

"আমাদের রপ্তানি নীতি অনুযায়ী পণ্যভিত্তিক রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য আমরা ২০২০ সালের জন্য 'লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য' কে জাতীয়ভাবে বর্ষপণ্য ঘোষণা করছি। এ খাতে আমরা আরো বিনিয়োগের আহ্বান জানাচ্ছি।"

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি

যেকোনো জাতির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্পায়নের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিশ্বব্যাপী প্রগতিশীল দেশগুলো শিল্পনির্ভর জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং বা হালকা প্রকৌশল শিল্পকে মূল চালিকাশক্তি বিবেচনায় এর বিকাশে বিশদ কার্যক্রম গ্রহণ করছে। বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ এবং রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন। এ প্রেক্ষিতে জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ উচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অন্যতম খাত হচ্ছে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প।

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প দেশের কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, তৈরি পোশাক, টেক্সটাইল, অটোমোবাইলস্, রেলওয়েসহ বিভিন্ন খাতের জন্য আমদানি-বিকল্প যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ ও আনুষঙ্গিক উপকরণ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে ভূমিকা পালন করছে। একারণেই লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকে 'Mother of All Industrial Sectors' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং বা হালকা প্রকৌশল পণ্যকে ২০২০ সালের বর্ষপণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

দেশে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায় যে, পুরান ঢাকার টিপু সুলতান রোডে ১৯৫০-এর দশকে মোটরগাড়ি ও পাটকলের যন্ত্রপাতি মেরামতের মাধ্যমে এ শিল্পের গোড়াপত্তন হয়। যা পরবর্তীকালে বগুড়া, নীলফামারী, যশোর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জসহ বিভিন্ন জেলায় বিস্তৃতি লাভ করে। বিশেষজ্ঞদের তথ্য মতে, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকে ৩টি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথাক্রমে: (ক) ফাউন্ড্রি (৫%), (খ) মেশিনশপ (২০%) ও (গ) রিপেয়ারিংশপ (৭৫%)।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন)-এর উদ্যোগে সম্পাদিত ক্লাস্টার ম্যাপিং স্টাডির তথ্য অনুসারে, দেশব্যাপী ১৮টি জেলায় মোট ৩১টি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস্টার রয়েছে। এসব ক্লাস্টারে প্রায় ৪০ হাজার লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প আনুমানিক ১০ লক্ষাধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার অভ্যন্তরীণ বাজারের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ চাহিদা স্থানীয়ভাবে পূরণ সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও ৭ ট্রিলিয়ন ডলারের বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি মাত্র ৩১৯ মিলিয়ন ডলার। আমদানি-বিকল্প পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে শিল্পখাতের বহুমুখীকরণ ও বাজার সম্প্রসারণের অপার সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমান সরকার লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের রপ্তানি উৎসাহিতকরণে প্রতি অর্থবছর নির্দিষ্ট পরিমাণ রপ্তানি ভর্তুকি/নগদ সহায়তা প্রদান করে আসছে।

এছাড়াও এ শিল্পের টেকসই বিকাশ ও রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বহুবিধ প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে (ক) সহজ শর্ত ও স্বল্প-মুনাফার অপ্রতুল ঋণ সরবরাহ, (খ) সেকেলে উৎপাদন প্রযুক্তি, (গ) দক্ষ জনবলের স্বল্পতা, (ঘ) পৃথক পরিকল্পিত শিল্পনগরীর অনুপস্থিতি, (ঙ) বৃহৎ শিল্পের পশ্চাৎপদ শিল্প উন্নয়নে লিংকেজের অভাব, ইত্যাদি।

বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ব্যাপক প্রতিযোগিতা ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে (ক) পণ্য ও সেবার মানোন্নয়ন, (খ) সময়োপযোগী ডিজাইন প্রণয়ন, (গ) গুণগত কাঁচামাল ব্যবহার, (ঘ) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, (ঙ) দ্রুত পরিবর্তনশীল ও সময়োপযোগী আধুনিক প্রযুক্তি আত্তীকরণ, (চ) শিল্পকেন্দ্রিক দক্ষতাসম্পন্ন জনবল তৈরি, (ছ) সর্বোপরি শিল্পমুখী গবেষণা ও নিত্যনতুন উদ্ভাবন, ইত্যাদি।

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের উন্নয়নে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা নিরসন ও আবির্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্যে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যাবশ্যক। এ উদ্দেশ্যে (ক) কাঁচামালের জন্য বন্ডেড ওয়্যারহাউস, (খ) প্রযুক্তি আধুনিকায়নে দীর্ঘমেয়াদি স্বল্প-মুনাফার ঋণ, (গ) প্রযুক্তি ও কারিগরি পরামর্শ সেবা নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর উন্নয়ন, (ঘ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাজার-সংযোগ স্থাপন, (ঙ) গবেষণা ও উন্নয়নে কার্যকরী প্রণোদনা প্রদান, ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

দেশের ক্রমবর্ধমান জনশক্তির কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে শ্রমঘন, স্বল্প-পুঁজিনির্ভর ও স্থানীয় কাঁচামালভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই)'র বিকাশ আবশ্যক। এ লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প। সমসাময়িক অন্যান্য শিল্পের প্রসারের সাথে সাথে এ শিল্পের বাজার সম্ভাবনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সম্ভাবনার উৎকৃষ্ট ব্যবহার জাতীয় উন্নয়নকে আরো বেগবান করবে।

এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচি: প্রেক্ষিত এবং কার্যক্রম

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা (এসএমই), বিশেষ করে নতুন উদ্যোক্তা, নারী উদ্যোক্তা, গ্রামীণ উদ্যোক্তা, উপজাতীয় উদ্যোক্তা, প্রতিবন্ধী উদ্যোক্তা, তৃতীয় লিঙ্গের উদ্যোক্তা ইত্যাদি- এ ধরনের উদ্যোক্তার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তি। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে তারা বিদ্যমান ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখিন হন, যা তাদের উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগকে বাধাগ্রস্থ করে, অনেকক্ষেত্রে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে। প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাবে অনেক উদ্যোক্তা ব্যবসা চালু কিংবা সম্প্রসারণ করতে পারেনা, অনেকে আবার ব্যবসা পরিবর্তন কিংবা বন্ধ করে দেয়।

উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রাপ্তির অন্যতম উৎস ব্যাংক, কিন্তু বাস্তবতা হল, ব্যাংক হতে ঋণ প্রাপ্তি সহজসাধ্য নয়। ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংক যেসকল শর্ত আরোপ করে, অধিকাংশ উদ্যোক্তা তা পূরণ করতে পারে না। যেমন- ব্যাংক সহায়ক জামানত দাবি করে অথচ উদ্যোক্তাদের প্রধান সীমাবদ্ধতাই হচ্ছে তাদের কোন জামানত থাকে না। ব্যাংক ঋণের বিপরীতে অধিক সুদ আদায় করে অথচ অধিক সুদের কারণে উদ্যোক্তাদের ব্যবসার খরচ বৃদ্ধি পায়, ফলে ব্যবসা টেকসই হয় না। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, ব্যাংকগুলো বিভাগীয় শহরে ঋণ প্রদানে যতটা আগ্রহী, জেলা ও উপজেলা শহর, বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঋণ প্রদানে ততটা অনাগ্রহী। ফলে যোগ্যতা ও সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও প্রত্যন্ত অঞ্চলের উদ্যোক্তারা ঋণ সুবিধার আওতা-বহির্ভূত থেকে যায়।

বাংলাদেশে এসএমই ঋণ কার্যক্রম শুরু হয় মূলত: ২০০৫ সালের পর যা বিগত এক দশকে সরকারের অনুকূল নীতিমালা ও কর্মসূচির কারণে প্রাতিষ্ঠানিকতা অর্জন করেছে। সরকার ও দাতাসংস্থাগুলোর সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসএমই ফাউন্ডেশন হতেও উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও উন্নয়নে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে ব্যাংকগুলো এসএমই খাতে ঋণ বিতরণে এগিয়ে এসেছে, নতুন নতুন এসএমই ঋণ প্রকল্প চালু করছে এবং প্রতিবছর বর্ধিতহারে লক্ষমাত্রাভিত্তিক ঋণ বিতরণ করছে। তথাপি একটি বিতর্ক রয়েই গেছে যে- সরকারের এসব পদক্ষেপ ও কর্মসূচির সুবিধা উদ্যোক্তারা পাচ্ছে কিনা।

ব্যাংকগুলো অবশ্য বলছে, তারা ঋণ দিতে চায় কিন্তু যোগ্য উদ্যোক্তা অর্থাৎ ঋণ গ্রহণের উপযোগী উদ্যোক্তা পাচ্ছে না। এখানে উল্লেখ্য যে- উদ্যোক্তা হলেই ঋণ পাওয়া যাবে বা যেকোন উদ্যোক্তাকেই ব্যাংক ঋণ দিতে বাধ্য থাকবে, এ ধারণা পোষণ করা যৌক্তিক নয়। ঋণ প্রাপ্তির জন্য কতগুলো শর্ত পূরণ করতে হয় (যেমন-হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, ব্যবসায়িক ঠিকানা, সিআইবি রিপোর্ট, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিআইএন/ভ্যাট সার্টিফিকেট ইত্যাদি)। ব্যাংকের ভাষ্যমতে, অধিকাংশ উদ্যোক্তা এসব শর্ত পূরণ করতে পারেনা বিধায় তারা ঋণ দিতে পারে না। বাংলাদেশে উদ্যোক্তাদের মধ্যে একটি সাধারণ প্রবণতা আছে, তারা ইনফরমাল অর্থাৎ অনানুষ্ঠানিকভাবে ব্যবসা করে। কিছুটা অজ্ঞতা, কিছুটা ভীতির কারণে তারা আনুষ্ঠানিক উদ্যোক্তা অর্থাৎ ট্রেড-লাইসেন্সসহ ব্যবসার বিধিবদ্ধ ডকুমেন্টসমূহ সংগ্রহ করতে চায় না। ফলে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখিন হন। তবে এটাও ঠিক, ব্যাংক যদি সত্যিকার অর্থে ঋণ প্রদান করতে চায়, তাহলে ঋণ প্রদান সম্ভব, সেক্ষেত্রে শর্ত বা ডকুমেন্টস কোন বাধা নয়। উদ্যোক্তাকে নির্দিষ্ট সময় প্রদান করা হলে, তারা উক্ত সময়ের মধ্যে ঐ সকল লিগ্যাল ডকুমেন্টস ও শর্ত পুরণ করতে সক্ষম। কিন্তু ব্যাংকগুলো উদ্যোক্তাদের সে সুযোগ দেয় না। তারা এসএমই অর্থায়নকে ঝুঁকিপূর্ণ ও অধিক সুপারভিশনের কারণে ঝামেলাপূর্ণ মনে করে। বিদেশে অনেক ব্যাংক আছে যারা শুধুমাত্র এসএমই খাতে অর্থায়ন করে মুনাফা করছে, ব্যবসা সম্প্রসারণ করছে। বাংলাদেশেও কয়েকটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আছে যারা সফলভাবে এসএমই অর্থায়ন করে মুনাফা করছে। আসলে এসএমই অর্থায়নের বিষয়ে ব্যাংকারদের মধ্যে কিছু বিরূপ ধারণা রয়েছে যা তাদেরকে এখাতে অর্থায়নে নিরুৎসাহিত করে। অথচ, ব্যাংকের মালিকপক্ষ এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যদি এসএমই ঋণ বিতরণের বিষয়ে একমত হন এবং সে অনুযায়ী নীতিমালা প্রণয়ন, লোকবল নিয়োগ, ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণসহ তদারকি ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করে, তাহলে এসএমই ঋণ বিতরণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে, এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

উদ্যোক্তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, বিশেষ করে যাদের ঋণ চাহিদা ২/৩ লক্ষ টাকার বেশি আবার ১০/১৫ লক্ষ টাকার কম, তাদেরকে অর্থায়নের দৃষ্টিতে 'মিসিং-মিডল' বলা হয়। কারণ জামানতের অভাব, তুলনামূলক কম সীমার ঋণ এবং অন্যান্য সীমাবদ্ধতার কারণে ব্যাংকগুলো তাদেরকে ঋণ দিতে চায় না। অন্যদিকে এনজিওগুলোর জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের অভিজ্ঞতা থাকলেও, প্রাতিষ্ঠানিক ও দৃষ্টিভঙ্গিগত সীমাবদ্ধতার কারণে তারা সাধারণত ৩/৫ লক্ষ টাকার বেশী ঋণ দিতে পারে না। এছাড়া উদ্যোক্তারা যে ধরণের ঋণ চায় বা প্রয়োজন, এনজিওগুলো সেসকল ঋণ প্রদান করতে পারে না। এ কারণে এসএমই উদ্যোক্তাদের একটি বড় অংশ, অর্থনীতির ভাষায় যাদেরকে ইড়ঃঃড়স ড়ভ ঃযব চুৎধসরফ বলা হয়, তারা বরাবরই ব্যাংক এবং এনজিও'র ঋণ সেবার আওতা বহির্ভূত থেকে যায়। এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং বা ঋণ কর্মসূচি মূলত: বর্ণিত সীমাবদ্ধতা এবং এ 'মিসিং-মিডল' সেগমেন্টটিকে সহজ শর্তে ঋণের আওতায় আনার লক্ষ্যেই ডিজাইন করা হয়েছে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, বিশেষ করে নতুন উদ্যোক্তা, ক্লাস্টার উদ্যোক্তা, নারী উদ্যোক্তা, গ্রামীণ উদ্যোক্তা যারা বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে ঋণ সুবিধার আওতা বহির্ভূত থেকে যায়, তাদেরকে ঋণ সেবার আওতায় আনার লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন ২০০৯ সালে 'ক্রেডিট হোলসেলিং' নামে একটি বিশেষ ঋণ কর্মসূচি চালু করে। কর্মসূচির আওতায় ফাউন্ডেশন হতে সরাসরি ঋণ

প্রদান না করে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ঋণ চুক্তির মাধ্যমে পার্টনারশিপ করে তাদের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করা হয়। কর্মসূচিটিকে ক্রেডিট হোলসেলিং হিসেবে অভিহিত করা হয়, কারণ ফাউন্ডেশন প্রথমে পার্টনার ব্যাংকগুলোকে ফান্ড প্রদান করে, তদ্বিপরীতে ব্যাংকগুলো উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদান করে, অর্থাৎ ফাউন্ডেশন হোলসেলার আর ব্যাংকগুলো রিটেইলারের ভূমিকা পালন করে। কর্মসূচির প্রধান বৈশিষ্ট্য সুদের হার সর্বোচ্চ ৯%, ঋণের বিপরীতে কোন জামানত গ্রহণ করা হয়না এবং অন্যান্য খরচ ০.৫০% এর বেশি নয়। কর্মসূচির আরো কতগুলো বেশিষ্ট্য রয়েছে; যেমন-ঋণের সীমা ন্যূনতম ২.০০ লক্ষ হতে সর্বোচ্চ ২৫.০০ লক্ষ টাকা, কেবলমাত্র উৎপাদন ও সেবামূলক ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের ঋণ বিতরণ করা হয়, ট্রেডিং কিংবা অন্যান্য উদ্দেশ্যে ঋণ বিতরণ করা হয় না, একজন উদ্যোক্তা দুইবারের অধিক ঋণ প্রাপ্ত হয়না ইত্যাদি। কর্মসূচির আওতায় ব্যাংকগুলোর সঙ্গে যে চুক্তি হয়, তাতে ঋণ বিতরণের সকল শর্ত উল্লেখ থাকে এবং ব্যাংকগুলো ঐসকল শর্ত যথাযথভাবে অনুসরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকে। ফাউন্ডেশন হতেও ঋণ বিতরণের পর উদ্যোক্তা পর্যায়ে সরেজমিন পরিদর্শন করে চুক্তি প্রতিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। কর্মসূচির আওতায় সরকারের অগ্রাধিকারভুক্ত এসএমই খাত (যেমন-লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, লেদার শিল্প, পাটজাতপণ্য শিল্প, প্লাস্টিক শিল্প, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স শিল্প ইত্যাদি), সম্ভাবনাময় এসএমই ক্লাস্টার (বগুড়া লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, ভৈরব পাদুকা শিল্প, ইত্যাদি) এর উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদান করা হয়। নতুন উদ্যোক্তা, নারী উদ্যোক্তা, উপজাতীয় উদ্যোক্তাদের বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়।

এখানে উল্লেখ্য, ফাউন্ডেশনের ঋণ কর্মসূচি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মতো উন্মুক্ত কোন ঋণ কর্মসূচি নয় এবং এটি বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন (রি-ফাইনান্সিং) কর্মসূচির সাথেও সাংঘর্ষিক নয়। এটি একটি টার্গেটভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি। ফাউন্ডেশন হতে প্রথমে সম্ভাব্য ঋণ গ্রহীতাদেরদের টার্গেট করা হয়, তারপর আগ্রহী একটি ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি করা হয়, তারপর টার্গেটকৃত উদ্যোক্তাদের ঋণের আওতায় আনা হয়। টার্গেট বহির্ভূত কোন উদ্যোক্তা ঋণের আওতায় আসতে পারে না।

ফাউন্ডেশনের ঋণ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিভিন্ন এসএমই সাব-সেক্টর, শিল্প ক্লাস্টার, পিছিয়ে পড়া অঞ্চল, নারী উদ্যোক্তা এবং গ্রুপের উদ্যোক্তা, যারা সম্ভাবনাময় হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে ঋণের আওতায় আসতে পারে না, তাদেরকে সহজ শর্তে একক সুদে জামানতবিহীন ঋণের আওতায় আনা। এ অনুযায়ী ফাউন্ডেশন টার্গেট গ্রুপ/উদ্যোক্তাবান্ধব ঋণের শর্ত নির্ধারণ করে এবং উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যাংকেবল করাসহ তাদের সঙ্গে ব্যাংকের ঋণ সংযোগকরণ করা হয়। এমনকি যেসব স্থানে ব্যাংক শাখা নেই, সেসব স্থানে ব্যাংকের এজেন্ট নিয়োগের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করা হয়। এ কারণে প্রত্যন্ত অঞ্চলের উদ্যোক্তারা ফাউন্ডেশনের ঋণ কর্মসূচির আওতায় আসতে সক্ষম হচ্ছে।

প্রসংগত উল্লেখ্য, ফাউন্ডেশনের ঋণ কর্মসূচির ক্ষেত্রে গ্রাহক নির্বাচন থেকে শুরু করে ঋণ আদায় পর্যন্ত সকল দায়িত্ব ও ঝুঁকি ব্যাংক বহন করে। ফাউন্ডেশনের ঋণ আদায় না হওয়া জনিত কোন ঝুঁকি থাকে না বিধায় প্রদত্ত তহবিল সম্পূর্ণ ঝুঁকিমুক্ত থাকে এবং ব্যাংক যথাসময়ে ফেরত দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে। এ পদ্ধতির কারণে ফাউন্ডেশনের ঋণ কর্মসূচিটি ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে কর্মসূচির ক্ষেত্রে ফাউন্ডেশন উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ গ্রহণ ও ব্যবহারের উপযোগী করে (ব্যাংকেবল ও রেডিনেস)। এছাড়া বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচির মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়ন করা হয় যা তাদের ব্যবসা টেকসই হওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। এতে করে উদ্যোক্তারা যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করতে পারে।

ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচিকে একটি ইউনিক এবং মডেল ঋণ কর্মসূচি হিসেবে অভিহিত করা যায়। এ কর্মসূচির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তিনটি পক্ষই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে। এসএমই ফাউন্ডেশন, ব্যাংক এবং বেনিফিসিয়ারি উদ্যোক্তা গ্রুপের প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন। এসএমই ফাউন্ডেশন উদ্যোক্তাদের প্রস্তুত করে, ব্যাংকেবল করে, ব্যাংক ফাউন্ডেশন কর্তৃক টার্গেটকৃত ও প্রস্তুতকৃত উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন করে আর অ্যাসোসিয়েশন সঠিক ও যোগ্য উদ্যোক্তা বাছাই এবং পরবর্তীতে ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে। ফাউন্ডেশনের ঋণ কর্মসূচির ক্ষেত্রে মিসিং-মিডল অর্থাৎ যাদের ঋণ দরকার তারা ঋণ পায়, অন্যদিকে ঋণ আদায়ের হার প্রায় শতভাগ অর্থাৎ শ্রেণীকৃত (এনপিএল) ঋণের পরিমাণ এক শতাংশের নীচে। এ কারণে ফাউন্ডেশনের ঋণ কর্মসূচি উদ্যোক্তা, ব্যাংকার এবং স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ঋণের চাহিদাও দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যাংকগুলোও ফাউন্ডেশনের ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে আগ্রহী হচ্ছে।

এসএমই ফাউন্ডেশনের সীমিত সম্পদ দ্বারা সরকারের অগ্রাধিকার এসএমই শিল্পখাত, দেশব্যাপী ১৭৭টি ক্লাস্টারসহ ঋণ সুবিধার আওতা-বহির্ভুত উদ্যোক্তার চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক ফাউন্ডেশনের ঋণ কর্মসূচি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার বিশেষ ঋণ তহবিল প্রদান করেছে এবং ভবিষ্যতে আরো তহবিল প্রদানের অঙ্গীকার করেছে। তথাপি, সরকার এবং দাতা সংস্থা হতে বর্ধিত তহবিল প্রাপ্ত হলে, ফাউন্ডেশনের ঋণ কর্মসূচি দেশব্যাপী বিস্তার ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে গ্রামীণ উদ্যোক্তাসহ নারী উদ্যোক্তা, উপজাতীয় উদ্যোক্তা, প্রতিবন্ধি উদ্যোক্তাকে সহজ শর্তে কম সুদে জামানতবিহীন ঋণের আওতায় আনা সম্ভব হবে। ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য এটিই।

ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচির সংক্ষিপ্তসার:

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক	ক্লাস্টার/ক্লায়েন্টেল/সেক্টর	অংশীদার আর্থিক প্রতিষ্ঠান	বিতরণ	ঋণ সুবিধা প্রাপ্ত উদ্যোক্তার সংখ্যা		
				পুরুষ	নারী	মোট
১.	বগুড়া হালকা প্রকৌশল শিল্প ক্লাস্টার, বগুড়া	মাইডাস ফাইন্যান্সিং লি.	৮.৬৩৫	১৭২	৩	১৭৫
২.	ধোলাইখাল হালকা প্রকৌশল শিল্প ক্লাস্টার, ঢাকা	মাইডাস ফাইন্যান্সিং লি.	১.০০	১৭	০	১৭
		আইডিএলসি ফাইন্যান্স লি.	৩.০০	২৪	০	২৪
৩.	এমটিবি-গুণবতী (নারী উদ্যোক্তাদের জন্য)	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	১২.৩৩	০	২৪৩	২৪৩
৪.	এমটিবি-ইয়ুথলাইন (নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য)	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	০.৫০	৪	৪	৮
৫.	কালুহাটি পাদুকা ক্লাস্টার, রাজশাহী	এনসিসি ব্যাংক লি.	০.৪৫	১৮	১	১৯
		ঢাকা ব্যাংক লি.	১.৬৭	৬২	০	৬২
৬.	সৈয়দপুর ক্ষুদ্র গার্মেন্টস ক্লাস্টার, নীলফামারী	এনসিসি ব্যাংক লি.	৪.০৫	১২৭	০	১২৭
৭.	চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারী, ক্লাস্টার	ইস্টার্ন ব্যাংক লি.	১০	১২৪	০১	১২৫
৮.	যশোর, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান হস্তশিল্প ক্লাস্টার (নারী উদ্যোক্তা)	ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	২.৩০	০	১৯৯	১৯৯
৯.	শ্যামপুর, কদমতলী ও জুরাইন ইলেকট্রিক্যাল প্রোডাক্টস ক্লাস্টার, ঢাকা	ব্যাংক এশিয়া লি.	৮.০০	১২১	০	১২১
১০.	মাইডাস-যুবা (নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য)	মাইডাস ফাইন্যান্সিং লি.	০.৬৬	১৭	২	১৯
১১.	ইসলামবাগ প্লাস্টিক ক্লাস্টার, ঢাকা	আইডিএলসি ফাইন্যান্স লি.	৮.০০	৮০	০	৮০
১২.	বলদিয়া ক্রিকেট ব্যাট ক্লাস্টার, পিরোজপুর	ব্র্যাক ব্যাংক লি.	৩.০০	১৪৪	০	১৪৪
১৩.	শাঁওইল হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার, বগুড়া	ব্যাংক এশিয়া লি.	৩.৬১	৭৮	৪	৮২
১৪.	আগর আতর ক্লাস্টার, মৌলভীবাজার	ব্র্যাক ব্যাংক লি.	১.৯১	৪১	০	৪১
১৫.	পাটজাত পণ্যের উদ্যোক্তা (সারাদেশের জেডিপিসি'র সদস্য উদ্যোক্তা)	এনআরবি ব্যাংক লি.	০.৬৪	৮	০	৮
১৬.	ব্যাংক এশিয়া-নীলিমা নারী উদ্যোক্তা	ব্যাংক এশিয়া লি.	১.৫০	০	৫৫	৫৫
১৭.	পাবনা হোসিয়ারি ক্লাস্টার, পাবনা	সাউথইস্ট ব্যাংক লি.	৪.৮২৫	১১৭	০	১১৭
১৮.	হালকা প্রকৌশল শিল্প ক্লাস্টার (চট্টগ্রাম, যশোর, হবিগঞ্জ, নাটোর, পাবনা)	আইডিএলসি ফাইন্যান্স লি.	১২.৪২৫	১০৭	০	১০৭
১৯.	গোবিন্দগঞ্জ হোসিয়ারি ক্লাস্টার, গাইবান্ধা	ব্র্যাক ব্যাংক লি.	৩.০৯	৮৪	০	৮৪
মোট			**৯১.৫৯৫**	**১৩৪৫**	**৫১২**	**১৮৫৭**

এসএমই অর্থায়নে ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড

'এসএমই মানেই ব্র্যাক ব্যাংক' -এই ব্রত নিয়ে ২০০১ সালের ৪ জুলাই থেকে যাত্রা শুরু করে ব্র্যাক ব্যাংক। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ব্র্যাক ব্যাংক মানুষের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এ পর্যন্ত ব্র্যাক ব্যাংক ১২ লাখেরও বেশি গ্রাহকদের ব্যাংকিং সেবা প্রদান করেছে। উন্নতমানের সেবা, গ্রাহক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা, ব্যবসা বান্ধব প্রোডাক্ট রেঞ্জ, দেশব্যাপী বিস্তৃত শাখা ও এসএমই ইউনিট অফিস, সেরা টিম -এই সবকিছুই ব্র্যাক ব্যাংককে দেশে ও দেশের বাইরে এনে দিয়েছে অনেক মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার এবং সুনাম। ব্র্যাক ব্যাংক, মূল্যবোধ ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংগঠন গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ব্যাংকিং অন ভ্যালুস (জিএবিভি) এবং গ্লোবাল ব্যাংকিং এলায়েন্স ফর ওমেন (জিবিএ) -এর সক্রিয় সদস্য।

সিএমএসএমই কার্যক্রম:

আমরা বিশ্বাস করি যে, এসএমই খাতই দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। দেশের বৃহত্তম এসএমই ব্যাংক হিসেবে আমরা মাইক্রো, কটেজ, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ব্যবসায় ঋণ সেবা প্রদান করি। ২০১৯ সাল পর্যন্ত আমাদের এসএমই-র ঋণ গ্রাহক সংখ্যা ১২৮,০৪৭ যার মোট ঋণের স্থিতি ১১,৫৭০.২৯ কোটি টাকা। আমাদের নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন সেলের গ্রাহক সংখ্যা ৩,৩৫৯ জন যাদের মোট ঋণের স্থিতি ৩২৫.৯৪ কোটি টাকা। দেশব্যাপী ৬৪ জেলায় অবস্থিত ৪৫৬টি ইউনিট অফিসের মাধ্যমে আমাদের এসএমই ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

এসএমই অর্থায়নে এসএমই ফাউন্ডেশনের সাথে দীর্ঘমেয়াদি পার্টনারশিপ:

দেশের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে অংশীদারিত্বের চুক্তি স্বাক্ষর করছে ব্র্যাক ব্যাংক লি. ও এসএমই ফাউন্ডেশন। চুক্তির আওতায় ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের সর্বোচ্চ ৯% সুদে ঋণ প্রদান করবে ব্র্যাক ব্যাংক লি.। ইতোমধ্যে চারটি ক্লাস্টারের প্রায় ৩০০ জন উদ্যোক্তাকে ১০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

১. ভৈরব, ঢাকা ও অন্যান্য অঞ্চলে চামড়া ও জুতা শিল্প ক্লাস্টার
২. গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে হোসিয়ারি শিল্প ক্লাস্টার
৩. পিরোজপুরে ক্রিকেট ব্যাট শিল্প ক্লাস্টার
৪. মৌলভীবাজারে আগর আতর ক্লাস্টার

এসএমই নারী উদ্যোক্তা সহায়ক প্রোডাক্ট ও এর বৈশিষ্ট্য:

দেশের উন্নয়নে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রগতিকে গতিশীল করার জন্য ও নারী উদ্যোক্তাদের সকল ব্যাংকিং চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ২০১৭ সালের মে মাস থেকে আমরা 'TARA' নামের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাংকিং সল্যুশন চালু করেছি।

'TARA' সঞ্চয় পরিকল্পনা, সহজ ঋণদান প্রক্রিয়া এবং পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। এটি নারীদের সঠিক অর্থায়ন পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন ও জীবনের লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করছে। 'TARA' কেবল একটি সল্যুশন নয়, এটি একজন নারীর অমিত সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার একটি কার্যকর সমাধান।

'TARA' সঞ্চয়ী হিসাবের ক্ষেত্রে উচ্চ মুনাফা প্রদান, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য চলতি হিসাব, স্বল্পসুদে ব্যবসায় ও রিটেইল লোন প্রদান সহ গ্রাহকদের নানা সুবিধা প্রদান করছে। 'TARA' গ্রাহকেরা শাখাগুলোতে বিশেষ ডেস্ক ও ক্যাশ কাউন্টার, প্রিমিয়াম ব্যাংকিং সেবা এবং কল সেন্টার ও পার্টনার আউটলেটসমূহে বিশেষ সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন। এর পাশাপাশি 'TARA' নারী গ্রাহকদের পেশাদারি দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আমরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করেছি। 'TARA'র নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম মহিলাদের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অমিত সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

'TARA' এসএমই লোনে নারী উদ্যোক্তারা ব্যবসার প্রয়োজন অনুযায়ী টার্ম লোন, ওভার ড্রাফ্ট, সিংগেল ইন্সটলমেন্ট লোন ও রিভলভিং লোন সুবিধা পাবেন। এছাড়াও পাবেন এসএমই উদ্যোক্তা সাপোর্ট সার্ভিসেস। নারী গ্রাহকদের জন্য আরও রয়েছে পার্সোনাল লোন, অটো লোন, 'TARA' মর্টগেজ লোন সুবিধা। নারী গ্রাহকদের জন্য 'TARA' ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড ছাড়া আরও রয়েছে 'TARA' টিবিএস একাউন্ট, 'TARA' ফ্লেক্সি ডিপিএস, ও 'TARA' বিজনেস একাউন্ট।

নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তায় গৃহীত আমাদের পদক্ষেপসমূহ:

- নারী উদ্যোক্তাদের জন্য মেলা আয়োজন
- নারী উদ্যোক্তাদের জন্য স্বাস্থ্য সচেতনতা
- এসএমই উদ্যোক্তা সাপোর্ট সার্ভিসেস
- নারী উদ্যোক্তাদের ট্রেড লাইসেন্স ও ব্যবসার দলিলাদি বিষয়ক পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ
- 'TARA' হোম ব্যাংকিং সার্ভিস
  নারী গ্রাহকদের সুবিধা প্রদানের জন্য বিভিন্ন পার্টনারদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর
  বাংলাদেশ ব্যাংক আয়োজিত নারী উদ্যোক্তা সম্মেলন ও মেলায় অংশগ্রহণ
  ব্যাংকের কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন

নারী উদ্যোক্তার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ:

যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাবসন কলেজের সহযোগিতায় নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আমরা এ বছর জুলাই মাসে দেশে প্রথম আন্তর্জাতিক উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রোগ্রাম সফলভাবে সম্পন্ন করেছি। ব্যাবসন কলেজ, যা উদ্যোক্তাদের পাওয়ারহাউজ এবং যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ উদ্যোক্তা কলেজ হিসেবে পরিচিত, একদল দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা আমাদের ৩৫ জন নারী ব্যবসায়ীর জন্য চারদিনব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম সম্পন্ন করেছে।

নারী উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্র্যাক ব্যাংক থেকে আমরা নিয়মিত এ ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকি। সম্প্রতি নারী উদ্যোক্তাদের দ্বারা পরিচালিত রপ্তানিমুখী ব্যবসার জন্য TARA'র সৌজন্যে একটি বিশেষ প্রশিক্ষণে প্রায় ৩০ জন নারী উদ্যোক্তা বিনামূল্যে অংশগ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণে শি ট্রেড (https://www.shetrades.com/) আমাদের সহায়তা প্রদান করেছে।

'TARA' নতুন প্রোডাক্ট:
'TARA' গোল্ডেন সেভিংস অ্যাকাউন্ট
'TARA' হ্যাপি সেভারস অ্যাকাউন্ট

'TARA' আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি:
জিবিএ উইমেন'স মার্কেট চ্যাম্পিয়ন এনগেইজমেন্ট এশিয়া অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ - প্যারিস
জিবিএ উইমেন'স মার্কেট চ্যাম্পিয়ন এনগেইজমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ২০১৮ - জর্ডান
জিবিএ উইমেন'স মার্কেট চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড ২০১৭ - লন্ডন

জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০২০

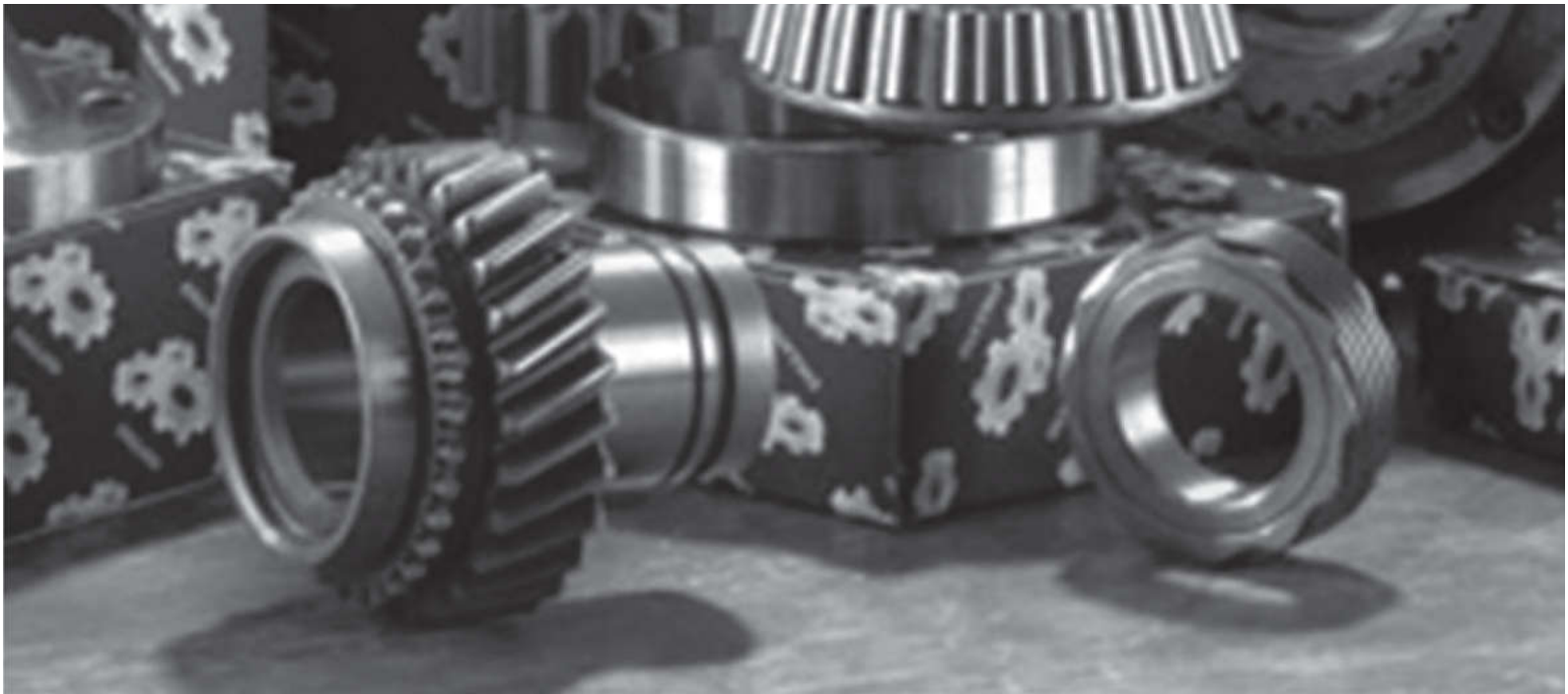

জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কারের রূপরেখা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে রূপকল্প-২০২১ এবং রূপকল্প-২০৪১ গ্রহণ করেছে। এর আওতায় একটি শক্তিশালী শিল্পখাত বিনির্মাণের লক্ষ্যে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বিত পদক্ষেপের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন। শিল্পখাতের ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও উৎপাদনশীলতা অর্জনে উপযুক্ত প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি ও দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে অধিকতর জনগোষ্ঠীকে এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত করে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মানের টেকসই উন্নয়নে সরকার বদ্ধপরিকর।

বাজার অর্থনীতি ব্যবস্থায় ব্যক্তিখাতকে শিল্প তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান চালিকা শক্তিরূপে গণ্য করা হয়। এ লক্ষ্যে সরকার ব্যক্তিখাতের মাধ্যমে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করতে আগ্রহী। দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাকে সচল রেখে নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকল শিল্প উদ্যোক্তাই তাদের সৃজনশীলতা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছেন। বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও দেশে ব্যাপক উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য সফল উদ্যোক্তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান অপরিহার্য। এসএমই উদ্যোক্তাদের অবদান ও অংশগ্রহণকে সর্বজনীনভাবে স্বীকৃতি প্রদান এবং তাঁদের উৎসাহ প্রদানকরণে এসএমই ফাউন্ডেশন নারী ও পুরুষ উদ্যোক্তা ক্যাটাগরিতে 'জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার' প্রদান করছে।

জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার-এর পূর্বকথা

অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারী এবং পুরুষ উভয়ের সম্পৃক্ততা ব্যতীত একটি দেশের সুষম উন্নয়ন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের মতো একটি মধ্যম আয়ের দেশে অর্ধেক নারী হওয়া সত্ত্বেও অর্থনীতির মূল স্রোতধারায় তাদের সম্পৃক্ততা তুলনামূলকভাবে কম। এসএমই ফাউন্ডেশন নারী-উদ্যোক্তাদের মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি স্বরূপ তাদের অর্থনীতির মূলধারায় সম্পৃক্তকরনে বদ্ধপরিকর। এসএমই ফাউন্ডেশন নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন অণুবিভাগের মাধ্যমে ২০০৮ সালে 'জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার' প্রদান করে। যার ধারাবাহিকতায় ২০১০ এবং ২০১২ সালেও জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার প্রদান করা হয়। এসব পুরস্কারে ১৫জন নারীকে সম্মানিত করা হয়।

জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার - এর প্রবর্তন

জাতীয় অর্থনীতিতে নারী ও পুরুষ-উদ্যোক্তাদের অবদানের মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি স্বরূপ 'জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার'-এর প্রবর্তন করতে এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদ ২০১৫ সালে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১৬ সাল থেকেই এসএমই ফাউন্ডেশন নারী ও পুরুষ-উদ্যোক্তা ক্যাটাগরিতে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের পুরস্কৃত করছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

'জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার'-এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের বিভিন্ন শহর ও গ্রামের সকল এসএমই উদ্যোক্তার সৃজনশীলতা, দক্ষতা ও মননশীলতার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের দ্বার উন্মোচনপূর্বক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, আর্থিক নৈপুণ্য প্রদর্শন, পরিবেশবান্ধব পণ্য উৎপাদন ও সেবা প্রদান এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদানকারী সকল এসএমই উদ্যোক্তার সাফল্যের চিত্র উপস্থাপন এবং সর্বজনীন স্বীকৃতি প্রদান করা।

পুরস্কারের ধরন

দেশের পুরুষ ও নারী-উদ্যোক্তাদের বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনটি স্তরে/ক্যাটাগরিতে মোট ছয়টি পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। স্তর/ক্যাটাগরিগুলো হলো:

ক. বর্ষসেরা মাইক্রো উদ্যোক্তা (পুরুষ-১, নারী-১)
খ. বর্ষসেরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (পুরুষ-১, নারী-১)
গ. বর্ষসেরা মাঝারি উদ্যোক্তা (পুরুষ-১, নারী-১)

এছাড়া, উদ্যোক্তাদের উৎসাহিতকরণে যোগ্য বিবেচিত হলে বিশেষ পুরস্কারের (শুধু ট্রফি/ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট) ব্যবস্থা থাকবে।

প্রার্থী উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য

ক. উদ্যোক্তাকে অবশ্যই বাংলাদেশি নাগরিক হতে হবে।

খ. শিল্পনীতি-২০১৬-এর অধ্যায় ৩-এর অনুচ্ছেদ ৩.৩.৩, ৩.৩.৪, ৩.৩.৫, ৩.৩.৬, ৩.৩.৭, ৩.৩.৮, ৩.৩.৯, ৩.৩.১০ ও ৩.৩.১১-এ সংজ্ঞায়িত ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবামূলক শিল্পখাতের মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে সুনির্দিষ্ট মূল্যায়নের মাধ্যমে বিজয়ী নির্বাচিত হবেন।

গ. ট্রেড লাইসেন্স অনুযায়ী, মাঝারি শিল্পের বয়স ন্যূনতম ৫ বছর, ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য ৪ বছর এবং মাইক্রো শিল্পের জন্য ন্যূনতম ৩ বছর হতে হবে।

ঘ. ঋণখেলাপী কোনো উদ্যোক্তা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

আবেদনপত্র বিতরণ ও সংগ্রহ পদ্ধতি

ক. আবেদনপত্র সংগ্রহের জন্য জাতীয় দৈনিক পত্রিকা ও বিভাগীয় আঞ্চলিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র আহ্বান করা হবে।

খ. বিজ্ঞাপন প্রচারের অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অথবা ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদনপত্র প্রেরণ করতে হবে।

গ. এসএমই ফাউন্ডেশনের ওয়েব পোর্টালে এ সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন এবং আবেদনপত্র সংযুক্ত থাকবে। অনলাইনে আবেদনের সুযোগ রয়েছে।

ঘ. ট্রেডবডি, অ্যাসোসিয়েশন, চেম্বার, সমস্ত ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সকল বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট পত্র প্রেরণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য উদ্যোক্তাদের অনুরোধ করা হয়।

ঙ. যেসব উদ্যোক্তা কোনো ট্রেডবডি বা অন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট কিংবা সম্পৃক্ত নয় সেসব উদ্যোক্তা ও আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই ও বিজয়ী নির্বাচন পদ্ধতি

জমাকৃত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইয়ের জন্য প্রোফেশনাল ও এক্সপার্ট এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে '৭-৯' সদস্যবিশিষ্ট প্রাথমিক যাচাই-বাছাই কমিটি গঠন করা হয়। ঐ কমিটি অসম্পূর্ণ/ ত্রুটিপূর্ণ আবেদনপত্রসমূহ নির্বাচন করে অন্যান্য আবেদন সুনির্দিষ্ট মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার আলোকে বিজনেস প্রোফাইলসহ তাদের নামের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করেন। উক্ত তালিকার ভিত্তিতে আবেদনকারীর প্রদত্ত তথ্যাদি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একটি প্রতিবেদন তৈরি করা হয় যা চূড়ান্ত বিজয়ী নির্বাচনের জন্য '৭-১০' সদস্যবিশিষ্ট একটি জুরি বোর্ডের নিকট উপস্থাপন করা হয়। জুরি বোর্ড ইন্টারভিউ অথবা অন্য কোনো পদ্ধতিতে যোগ্যতা অনুসারে চূড়ান্তভাবে বিজয়ী নির্বাচিত করেন।

ক. প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ের জন্য উল্লিখিত কমিটি ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক গঠন করেন।

খ. আবেদনপত্রে উল্লিখিত তথ্য যাচাই: আবেদনপত্রে উল্লিখিত তথ্য সরেজমিন যাচাইয়ের জন্য ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও প্রয়োজনে সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রোফেশনাল টিম গঠন করা হয়।

জুরি বোর্ড

এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদ ৭-১০ সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের জুরি বোর্ড গঠনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জুরি বোর্ড যোগ্যতা অনুসারে চূড়ান্তভাবে বিজয়ী নির্বাচিত করেন।

পুরস্কারের ধরন

বিজয়ীদের নগদ পুরস্কার, ট্রফি ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। নগদ পুরস্কারের হার নিম্নরূপ:

পুরুষ-উদ্যোক্তা ক্যাটাগরি

ক. বর্ষসেরা মাইক্রো উদ্যোক্তা (পুরুষ) : ১,০০,০০০ (এক লক্ষ টাকা)
খ. বর্ষসেরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (পুরুষ) : ১,০০,০০০ (এক লক্ষ টাকা)
গ. বর্ষসেরা মাঝারি উদ্যোক্তা (পুরুষ) : ১,০০,০০০ (এক লক্ষ টাকা)

এছাড়া, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা ক্যাটাগরিসমূহে যোগ্য বিবেচিত হলে বিশেষ পুরস্কার (শুধু ট্রফি ও সার্টিফিকেট) প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

নারী-উদ্যোক্তা ক্যাটাগরি

ক. বর্ষসেরা মাইক্রো উদ্যোক্তা (নারী) : ১,০০,০০০ (এক লক্ষ টাকা)
খ. বর্ষসেরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (নারী) : ১,০০,০০০ (এক লক্ষ টাকা)
গ. বর্ষসেরা মাঝারি উদ্যোক্তা (নারী) : ১,০০,০০০ (এক লক্ষ টাকা)

এছাড়া, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তা ক্যাটাগরিতে যোগ্য বিবেচিত হলে বিশেষ পুরস্কার (শুধু ট্রফি ও সার্টিফিকেট) প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০২০

'জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০২০' -এ দেশের সকল এসএমই উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণের সুবিধার্থে ১৭ অক্টোবর ২০১৯ -এর মধ্যে নির্ধারিত ফরমে আবেদন আহ্বানপূর্বক, জাতীয় ও আঞ্চলিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। এছাড়া নির্ধারিত ফরমে আবেদন আহ্বান করে সকল জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল শাখা কার্যালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সকল জেলা কার্যালয়, বিসিকের সকল শিল্প সহায়ক কেন্দ্র, নাসিবের জেলা কার্যালয়, সকল ব্যাংকের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও বিভিন্ন শাখা কার্যালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৯০০টি পত্র প্রেরণ করা হয়। এসএমই ফাউন্ডেশনের ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে তথ্য প্রচার ও ফরম আপলোড করাসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইসবুকে বুস্টিং করা হয়। এছাড়া ই-মার্কেটিং-এর বিভিন্ন টুলস্ (ইমেইল, ওয়েবসাইট, এসএমএস ইত্যাদি) ব্যবহৃত হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন ও প্রতিষ্ঠানের অনুরোধের প্রেক্ষিতে আবেদনপত্র প্রেরণের শেষ তারিখ ০৩ নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। এ বিষয়ে জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় ও এসএমই ফাউন্ডেশনের ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে তথ্য প্রদান করা হয়।

আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই ও বিজয়ী নির্বাচন পদ্ধতি

জমাকৃত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাইয়ের জন্য এসএমই ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে একটি প্রাথমিক যাচাই-বাছাই কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি অসম্পূর্ণ আবেদনপত্রগুলোকে বাতিল করে অন্যান্য আবেদনসমূহ সুনির্দিষ্ট মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার আলোকে বিজনেস প্রোফাইলসহ তাদের নামের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করেন। উক্ত তালিকার ভিত্তিতে আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যাদি সরেজমিন পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। এরপর চূড়ান্ত বিজয়ী নির্বাচনের জন্য জুরি বোর্ডের নিকট উপস্থাপন করা হয়। জুরি বোর্ড উপস্থাপিত তথ্যাদি যাচাই-বাছাইপূর্বক সুনির্দিষ্ট মূল্যায়নের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে বিজয়ী নির্বাচিত করে।

'জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০২০' -এর জন্য ৫২টি আবেদনপত্র জমা পড়ে। যথাযথভাবে আবেদন ফরম পূরণ না করা, এসএমই ক্যাটাগরিভুক্ত না হওয়া, ট্রেড লাইসেন্স ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় প্রাথমিক যাচাই-বাছাই কমিটি ত্রুটিপূর্ণ আবেদনপত্রসমূহ নির্বাচন করেন। সঠিকভাবে পূরণকৃত আবেদনের সংখ্যা ছিল ২৯টি। তন্মধ্যে প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত ১৮জন উদ্যোক্তার প্রতিষ্ঠানের তথ্য অনুসন্ধানপূর্বক যাচাই-বাছাইয়ের জন্য এসএমই ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাগণ মোট ১০টি টিমে ১০টি জেলায় সরেজমিন পরিদর্শন করে।

ক্র.	পুরস্কারের ক্যাটাগরি	সর্বমোট আবেদনপত্র	সংক্ষিপ্ত তালিকা	প্রাথমিক বাছাই	সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত আবেদনপত্রসমূহের অঞ্চলভিত্তিক বিভাজন
১.	বর্ষসেরা মাইক্রো উদ্যোক্তা (নারী)	১৮	০১	০১	ঢাকা-০১
২.	বর্ষসেরা মাইক্রো উদ্যোক্তা (পুরুষ)	১২	০৫	০২	নারায়ণগঞ্জ-০১, ঢাকা-০২, খুলনা-০১, বগুড়া-০১
৩.	বর্ষসেরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (নারী)	০৭	০৩	০১	ঢাকা-০২, চট্টগ্রাম-০১
৪.	বর্ষসেরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (পুরুষ)	১০	০৫	০২	রংপুর-০১, ঢাকা-০৩, চট্টগ্রাম-০১
৫.	বর্ষসেরা মাঝারি উদ্যোক্তা (নারী)	--	--	--	--
৬.	বর্ষসেরা মাঝারি উদ্যোক্তা (পুরুষ)	০৫	০৪	০২	নীলফামারী-০১, কুমিল্লা-০১, চট্টগ্রাম-০১, নরসিংদী-০১
মোট		৫২	১৮	০৮	

প্রাথমিক বাছাই কমিটি

'জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০২০'-এর প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাইয়ের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে নিম্নের প্রাথমিক কমিটি গঠন করা হয়:

১. জনাব ফারজানা খান	মহাব্যবস্থাপক	আহ্বায়ক
২. জনাব মোঃ আব্দুস সালাম সরদার	উপমহাব্যবস্থাপক	সদস্য
৩. জনাব ফাহিম-বিন-আসমাত	সহকারী মহাব্যবস্থাপক	সদস্য
৪. জনাব মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান	ব্যবস্থাপক	সদস্য
৫. জনাব অপূর্ব কুমার সাহা	সহকারী ব্যবস্থাপক	সদস্য
৬. জনাব সৈয়দা সুলতানা ইয়াসমিন	ব্যবস্থাপক	সদস্য সচিব

সরেজমিন তথ্যের ভিত্তিতে প্রাথমিক যাচাই-বাচাই কমিটি কর্তৃক পাঁচটি ক্যাটাগরিতে মোট ১৮জন উদ্যোক্তা নির্বাচন করা হয়। চূড়ান্তভাবে বিজয়ী নির্বাচনে উদ্যোক্তার তথ্য জুরি বোর্ডে উপস্থাপন করা হয়।

জুরি বোর্ড

প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত আবেদনপত্রের মধ্য থেকে চূড়ান্তভাবে বিজয়ী নির্বাচনের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদ ৯ সদস্যের একটি জুরি বোর্ড গঠন করে। 'জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০২০'-এর জুরি বোর্ডটি নিম্নরূপ:

১.	ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক ও চেয়ারপারসন, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি	আহবায়ক
২.	মোহাম্মদ মঈনউদ্দিন আব্দুল্লাহ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন	সদস্য
৩.	পরাগ, অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	অধ্যাপক ড. মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৫.	প্রফেসর শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, ডিন, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৬.	গাজীউদ্দিন মোহাম্মদ মুনীর, যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	মোঃ রোকন উদ্দিন জাহেদ, উপ-মহাব্যবস্থাপক, এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক সদস্য	সদস্য
৮.	মোঃ রেজাউল করিম রেজনু, ভাইস প্রেসিডেন্ট, এফবিসিসিআই	সদস্য
৯.	শ্যামল দত্ত, সম্পাদক, দৈনিক ভোরের কাগজ	সদস্য
১০.	মোঃ সফিকুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য সচিব

জুরি বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত বিজয়ী উদ্যোক্তাদের তালিকা

১২ জানুয়ারি ২০২০ জুরি বোর্ডের সভায় তিনটি ক্যাটাগরিতে ৫জন উদ্যোক্তাকে 'জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০২০' -এর জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত করা হয়। জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার-এ চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত উদ্যোক্তাগণ হলেন:

১.	বর্ষসেরা মাইক্রো উদ্যোক্তা (নারী)	: রেজবিন বেগম, পিপলস ফুটওয়্যার এন্ড লেদার গুডস
২.	বর্ষসেরা মাইক্রো উদ্যোক্তা (পুরুষ)	: মোঃ জালাল হোসেন, মোসার্স রিয়াদ ট্রেডিং এন্ড বোন মিল
৩.	বর্ষসেরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (নারী)	: রেহানা আক্তার, ক্লে-ইমেজ
৪.	বর্ষসেরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (পুরুষ)	: মোঃ সফিকুল ইসলাম, সাজিনাজ এক্সিমপ্যাক লি.
৫.	বর্ষসেরা মাঝারি উদ্যোক্তা (পুরুষ)	: মোঃ তৌহিদ বিন আব্দুস সালাম, ক্লাসিক্যাল হ্যান্ডমেইড প্রডাক্টস বিডি

জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০২০

জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০২০

রেজবিন বেগম, পিপলস্ ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস

মোঃ জালাল হোসেন, মেসার্স রিয়াদ ট্রেডিং এন্ড বোন মিল

রেহানা আক্তার, ক্লে ইমেজ

মোঃ সফিকুল ইসলাম, সাজিনাজ এক্সিমপ্যাক লিমিটেড

মোঃ তৌহিদ বিন আব্দুস সালাম, ক্লাসিক্যাল হ্যান্ডমেইড প্রোডাক্টস বিডি

প্রাথমিক অবস্থায় স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য ৭০ টাকা দামের লেডিস স্যান্ডেল তৈরি করে টেবিলে সাজিয়ে প্রতিদিন কারখানার সামনেই বিক্রয় করতেন

বর্ষসেরা মাইক্রো উদ্যোক্তা

নারী

রেজবিন বেগম

পিপলস্ ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস

নারী তুমি এগিয়ে চলো সম্মুখ পানে, সফলতা তোমার অপেক্ষায়। এই মন্ত্রে উজ্জীবিত এক সফল উদ্যোক্তার নাম রেজবিন বেগম। নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 'পিপলস ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস'-এর তৈরি চামড়াজাত পণ্য দেশের বাজার পেরিয়ে আজ আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছেছে। দেশে এসএমই উদ্যোক্তা তৈরি, চামড়াজাতপণ্য শিল্পের জন্য দক্ষ জনবল তৈরি, সর্বোপরি জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত করার মাধ্যমে রেজবিন বেগম আজ এক সফল ও অনুকরণীয় উদ্যোক্তা। গাইবান্ধার ফুলছড়ি থানার কাতলামারী খাঁ পাড়া গ্রামে ১৯৮২ সালে জন্ম নেয়া রেজবিন বেগম সফলতা অর্জনে অতিক্রম করেছেন দীর্ঘ পথ। চাকুরিজীবী বাবা মোঃ জুলফিকার খান ও পল্লী চিকিৎসক মা মোছাঃ মমতাজ খানমের দ্বিতীয় সন্তান রেজবিন বেগম। ছোটবেলা থেকেই দুরন্ত ও মেধাবী রেজবিন পরিবার ও প্রতিবেশীদের নজর কাড়েন তাঁর স্বতন্ত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য। নিজ গ্রামের নবাবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা-পর্ব শেষ করে তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন সাত মাইল দূরের বাদিয়াখালী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে। পরবর্তীকালে ফুলছড়ি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং গাইবান্ধা সরকারি কলেজ থেকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ ও ইস্ট-ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেদার ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং বিষয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন। ২০০৬ সালে ঢাকার বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ-এ শিক্ষক হিসেবে রেজবিন কর্মজীবন শুরু করেন। দুই বছর পর সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন ঢাকার উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে। ২০০৮ সালে স্কুল শিক্ষক রেজবিন বেগম লেদার ইঞ্জিনিয়ার মোঃ হাফিজুর রহমান (হাফিজ)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই সুবাদে চামড়াজাতপণ্য তৈরি ও বিক্রয় ব্যবসার প্রতি ভালোবাসা ও আগ্রহ তৈরি হয়। লেদার ইঞ্জিনিয়ার স্বামীর সাথে বিভিন্ন ফুটওয়্যার এবং লেদার গুডস তৈরির কারখানা পরিদর্শন করতে থাকেন। তারা নিজেদের মেধা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

২০১২ সালে রেজবিন স্বামীকে সাথে নিয়ে 'পিপলস নাইফ ইঞ্জিনিয়ারিং' নামে ফুটওয়্যার ও লেদার গুডস এক্সেসরিজ-এর কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ২০১৪ সালে একজন কর্মী, একজন সহযোগী, দুইটি মেশিন এবং ৩ লক্ষ টাকার পুঁজি নিয়ে ঢাকার আশুলিয়ায় ৫০০ বর্গফুটের একটি ঘর ভাড়া করে পিপলস ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস নামে জুতা তৈরির কারখানা গড়ে তোলেন। প্রাথমিক অবস্থায় স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য ৭০ টাকা দামের লেডিস স্যান্ডেল তৈরি করে টেবিলে সাজিয়ে প্রতিদিন কারখানার সামনেই বিক্রয় করতেন। অল্প সময়ের মধ্যেই এলাকায় পিপলস ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডসের জুতার পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে। চাহিদা ভালো থাকায় স্থানীয় হকার থেকে শুরু করে ছোট দোকানিরা পাইকারি অর্ডার দিতে শুরু করেন। ঢাকার উত্তরায় আয়োজিত একটি বৈশাখী মেলায় অংশগ্রহণ করে ব্যাপক সাড়া পায় রেজবিনের তৈরি নান্দনিক ডিজাইনের জুতা ও স্যান্ডেল। উত্তরায় পরিচিত শিক্ষিকা এই উদ্যোক্তার নিকট নতুন নতুন ডিজাইন এবং আরও উন্নত জুতার জন্য নারী ক্রেতাদের চাহিদা দিন দিন বাড়তে থাকে। সমানতালে বাড়তে থাকে পাইকারি ক্রেতার সংখ্যাও। ক্রমবর্ধমান এই চাহিদার সাথে খাপ খাইয়ে রেজবিন সামনে এগুতে থাকেন। বাড়তে থাকে কারখানা ও উৎপাদনের পরিসর। একটি বহুজাতিক সু-কোম্পানির সাবেক এক কর্মকর্তার একটি বড় অর্ডার রেজবিনের কারখানার উৎপাদনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এই অর্ডার এবং যথাসময়ে ডেলিভারি রেজবিনের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। বর্তমানে রেজবিনের পিপলস ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস বাটা সু কোম্পানি ও এপেক্স ফুটওয়্যারসহ বিভিন্ন কোম্পানিতে জুতা সরবরাহ করছে।

রেজবিনের আজকের এই অবস্থানে উপনীত হতে কঠিন পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। আরও দশজন নারী উদ্যোক্তার মতো রেজবিনও সমালোচকদের কটূক্তি, অবহেলা, যথাসময়ে ডেলিভারি না পাওয়া, পণ্যের সঠিক মূল্য না পাওয়া, পুঁজি স্বল্পতা, পণ্য পরিবহণ, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য, নিজের হাতে গড়ে তোলা দক্ষ কর্মীর অন্য প্রতিষ্ঠানে চলে যাওয়াসহ নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। ব্যবসার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীকে জনশক্তিতে রূপান্তরের প্রয়াসে গড়ে তুলেছেন 'পিএলজি লেদার ট্রেনিং সেন্টার'।

রেজবিনের ৩০০০ বর্গফুটের পিপলস ফুটওয়্যার কারখানায় বর্তমানে ৪০জন কর্মী কাজ করছে। তৈরি করছে চামড়ার জুতা, স্যান্ডেল, বেল্ট, মানিব্যাগ, লেডিস পার্স, হ্যান্ডব্যাগ, এক্সিকিউটিভ ব্যাগ ও জ্যাকেট। শীঘ্রই গাইবান্ধার বিসিক শিল্প নগরীতে রেজবিন বেগমের ৯০০০ বর্গফুটের কারখানা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। তার প্রতিষ্ঠান পিপলসের পণ্য বাংলাদেশ, জাপান ও মালয়েশিয়ার বাজারে সুনামের সঙ্গে বিক্রি হচ্ছে। রেজবিন স্বপ্ন দেখেন তাঁর নিজের তৈরি ব্রান্ড 'পিপলস' দেশের বাজার জয় করে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। স্বপ্ন জয়ের পথে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলছেন রেজবিন ও তাঁর প্রতিষ্ঠান পিপলস ফুটওয়্যার লিমিটেড।

সাহস, আত্মবিশ্বাস
ও অভিজ্ঞতাকে
পুঁজি করে জমানো
৫২ হাজার ও বাবার
দেয়া ১ লক্ষ টাকা
নিয়ে ব্যবসা শুরু

বর্ষসেরা মাইক্রো উদ্যোক্তা

পুরুষ

মোঃ জালাল হোসেন
মেসার্স রিয়াদ ট্রেডিং এন্ড বোন মিল

কতটা অদম্য সাহস, পরিশ্রম আর আত্মবিশ্বাস থাকলে প্রচলিত ব্যবসার বাইরে গিয়ে একেবারে ব্যতিক্রমধর্মী ব্যবসার মাধ্যমে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছা যায়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা মোঃ জালাল হোসেন। মাত্র এসএসসি পাশ করা জালাল উদ্দিন প্রমাণ করেছেন, শিক্ষাই কেবল সফলতার মূলশক্তি নয়, দরকার উদ্যম আর নতুন কিছু করার সাহস। মোহাম্মদ জালাল হোসেনের জন্ম ১৯৭০ সালের ১৮ই জানুয়ারি বাগেরহাট জেলার মোড়লগঞ্জে। কৃষক বাবা মোঃ হাশেম হাওলাদার আর মা রহিমা বেগমের আট সন্তানের মধ্যে সপ্তম জালাল উদ্দিনের শৈশব ও কৈশোর কেটেছে মোড়লগঞ্জেই।

স্থানীয় স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করার পর উপার্জনের একটি ভালো উপায় খুঁজছিলেন মোঃ জালাল হোসেন। বড় ভাইকে জানালেন তাঁর ইচ্ছের কথা। বড়ভাই তখন বিভিন্ন প্রাণীর হাড় সংগ্রহ করে, প্রক্রিয়াজাতকরণ করে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিতে সরবরাহ করতেন। বেশ লাভও হচ্ছিল। জালাল হোসেন বুঝতে পারলেন যে, জীবজন্তুর হাড়ে থাকে মানবজীবন রক্ষাকারী বিভিন্ন ওষুধের অপরিহার্য কাঁচামাল এবং প্রতিযোগিতাও তুলনামূলক কম। স্বল্পপুঁজির ব্যতিক্রমধর্মী এই ব্যবসায় আগ্রহী হয়ে উঠলেন জালাল হোসেন। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান জালাল সাহস, আত্মবিশ্বাস ও অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে জমানো ৫২ হাজার ও বাবার দেয়া ১ লক্ষ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরুর সিদ্ধান্ত নেন। ২০০৪ সালে খুলনার বটিয়াঘাটায় মেসার্স রিয়াদ ট্রেডিং অ্যান্ড বোন মিল নামে প্রতিষ্ঠান গড়ে উদ্যোক্তা হিসেবে তার পথচলা শুরু করে।

ব্যবসার উন্নতির জন্য জালাল হোসেন কঠোর পরিশ্রম করতে লাগলেন। ফলে অধিকাংশ সময় কাটে তার কারখানাতেই। কর্মীদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করা, হিসাবনিকাশ ঠিক রাখা, কাঁচামাল সংগ্রহ হতে পণ্য সরবরাহ সবই তাকে করতে হয়। অল্প সময়েই বাংলাদেশের স্বনামধন্য ওষুধ তৈরির প্রতিষ্ঠান অপসোনিন ফার্মাসিউটিক্যাল-এ পণ্য সরবরাহের অর্ডার পান। জীবজন্তুর হাড়ে থাকা মানবজীবন রক্ষাকারী বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত উপাদান ক্যাপসুলের খোল তৈরির কাঁচামাল হিসেবে জালাল হোসেন অপসোনিন ফার্মাসিউটিক্যালে সরবরাহ করে থাকেন। ক্রমেই তার প্রতিষ্ঠানে প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্যের চাহিদা বাড়তে লাগল। পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ছাড়পত্র নিয়ে পরিবেশবান্ধব ব্যবসার অগ্রযাত্রার ফলে তিনি ২০০৮ সালে ঢাকার যাত্রাবাড়িতে আরেকটি কারখানা গড়ে তোলেন।

কারখানা নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের প্রয়োজনীয় অর্থ ঋণ দিতে কোনো প্রতিষ্ঠান আগ্রহ দেখায়নি। তিনিও হাল ছাড়ার পাত্র নন। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর পরিবেশবান্ধব ব্যতিক্রমী এ ব্যবসাকে স্বাগত জানিয়ে এগিয়ে এলো প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড। জালালের একাগ্রতা, দক্ষতা ও ব্যবসার সফলতায় ব্যাংক ৭০ লক্ষ টাকার প্রাথমিক ঋণ প্রদান করে। বর্তমানে এই ঋণ সুবিধা চার কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে।

তিনি ঢাকা ও খুলনা এলাকায় হতদরিদ্র এবং ভাসমান মানুষের জন্য শুধু বিকল্প আয়ের পথ সৃষ্টি করেননি, তিনি পরিবেশ রক্ষায়ও বড় ধরণের অবদান রেখে চলেছেন। ব্যবসার পরিধি আরো সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করেছেন এ উদ্যোক্তা। হাড় প্রক্রিয়াজাতকরণের পাশাপাশি এসব বর্জ্য থেকে জৈব সার প্রস্তুত করে কৃষিতে অবদান রাখার স্বপ্ন বুনছেন জালাল হোসেন।

আর্ট স্কুল থেকে মাসে তিন হাজার এবং ছবি বিক্রির পাঁচ-ছয় হাজার টাকাই ছিল তার সম্বল

বর্ষসেরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা

নারী

রেহানা আক্তার
ক্লে ইমেজ

সিরামিক পণ্যের ক্যানভাসে সমৃদ্ধির স্বপ্ন আঁকেন রেহানা আক্তার। তার নিপুণ হাতের শিল্পকর্মের ছোঁয়ায় সাদামাটা সিরামিক পণ্য হয়ে ওঠে অভিজাত আর বহুমাত্রিক পটচিত্রে ভরপুর। পরিবারের প্রায় সদস্যই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা চাকুরিজীবী। তাই ছোটবেলা থেকেই রেহানা আক্তারের স্বপ্ন ছিল তিনি ডাক্তার হবেন। এইচএসসি পাশের করে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে ভর্তিও হয়েছিলেন। তবে জীবনের সব হিসাব পাল্টে গেল পরের বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়ে। চারুকলার সিরামিকস বিভাগে ভর্তির প্রথম বছরেই নিজের সৃজনশীল প্রতিভার স্বীকৃতি হিসেবে একটি পুরস্কার জিতে নেন। চিন্তায় মননে একজন উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার স্বপ্ন রেহানার হাতে আজ তুলে দিয়েছে এসএমই ফাউন্ডেশনের বর্ষসেরা ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তার পুরস্কার। ১৯৭৬ সালে ঢাকায় জন্ম নেয়া রেহানা আক্তার ৬ ভাই-বোনের মধ্যে চতুর্থ। স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগেই নার্সারি, কেজি ও ওয়ানের সব পড়া শিখে ফেলায় অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বাবা রেহানাকে সরাসরি ক্লাস টু'তে ভর্তি করিয়ে দেন। মাত্র ১৩ বছর বয়সে এসএসসি এবং ১৫ বছর বয়সে এইচএসসি পাশ করেন রেহানা। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সিরামিক্স বিষয়ে ভর্তি হলেন অনেকটা শখের বশে।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রতিবছরের মতো আয়োজিত প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতায় সিনিয়রদের সাথে অংশগ্রহণ করে Media Best Award জিতে নেন রেহানা। পরবর্তীকালে প্রতি বছরই এই অ্যাওয়ার্ড তার দখলে থাকে। ৪র্থ বর্ষের ছাত্রী থাকা অবস্থায় মুন্নু সিরামিক্সের এক কর্মকর্তা রেহানার কাজে মুগ্ধ হয়ে চাকুরির প্রস্তাব দেন। ডিপার্টমেন্টের প্রদর্শনীতে এক ফার্নিচার কোম্পানীর কর্মকর্তা রেহানার তৈরি একটি ফ্লাওয়ার ভাস পঞ্চাশ হাজার টাকায় কিনে গুলশানের শোরুমে রাখেন। ফ্লাওয়ার ভাসটি দেখে মুগ্ধ হয়ে এক নারী ক্রেতা রেহানাকে তার বাড়ির দেয়াল সিরামিক্স দিয়ে সাজানোর দায়িত্ব দেন।

তাঁর পরিচালিত 'পেন্সিল' নামের আর্ট স্কুল থেকে মাসে তিন হাজার এবং ছবি বিক্রির পাঁচ-ছয়' হাজার টাকাই ছিল তার সম্বল। সেই টাকা থেকে রং, পেন্সিল ও বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল কিনে প্রোডাক্ট বানাতেন। মাটি পোড়ানোর জন্য নিজস্ব কোন চুল্লি না থাকায় নারায়ণগঞ্জ ও রায়েরবাজারে চুল্লি আছে এরকম কারখানা থেকে প্রোডাক্টগুলো ফায়ারিং করতেন রেহানা। তখন তিনি একাই সব কাজ করতেন।

শিল্পী রেহানার কাছে ধীরে ধীরে সিরামিকই হয়ে উঠল জীবন-জীবিকার ক্যানভাস। অফিসার্স ক্লাবে আয়োজিত মেলায় প্রথম অংশগ্রহণ করেই দু'দিনে তাঁর সমস্ত শিল্পকর্ম বিক্রি হলে উৎসাহ আরো বেড়ে যায়। শৈল্পিক ও দৃষ্টিনন্দন পণ্যের চাহিদা ক্রমশ বাড়তে থাকল। ক্রেতার পছন্দ এবং পণ্যের চাহিদা রেহানাকে এবার কারখানা স্থাপনে অনুপ্রাণিত করে। সিরামিক্স কারখানার জন্য জায়গা, চুল্লি, দক্ষ শ্রমিকের জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন হয়। এ পর্যায়ে প্রথম বাধা এলো পরিবার থেকে। কিন্তু রেহানার অদম্য আগ্রহের কাছে তাঁরা হার মানলেন। ব্যবসার জন্য পরিবার থেকে ১০ লক্ষ টাকা সহযোগিতাও পেলেন। প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে মিরপুরে কারখানা ও ধানমন্ডিতে একটি আউটলেট খুললেন।

রেহানা কঠোর পরিশ্রম করে ও কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তুলেছেন। পাশাপাশি অনেক কর্মচারীর সন্তানদের লেখাপড়ার দায়িত্বও নিয়েছেন। বর্তমানে ৭০ জন কর্মী নিয়ে 'ক্লে ইমেজ' একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান।

মাত্র তিন লক্ষ টাকা দিয়ে উদ্যম, কর্মদক্ষ ও প্রত্যয়ী সফিকুল ইসলামের শুরু করা সাজিনাজ এক্সিমপ্যাক লিমিটেড আজ একটি সফল প্রতিষ্ঠান

বর্ষসেরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা

পুরুষ

মোঃ সফিকুল ইসলাম
সাজিনাজ এক্সিমপ্যাক লিমিটেড

দেশের লাখো ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তার মতোই মোঃ সফিকুল ইসলামের এগিয়ে যাবার গল্প কুসুমাস্তীর্ণ ছিলনা কখনোই। ছিল মধ্যবিত্তের চিরায়ত আর্থিক টানাপোড়েনও। তারপরও থেমে যাননি মোঃ সফিকুল ইসলাম। জীবনের শুরুতে প্যাকেজিং কোম্পানিতে চাকরি করেই তিনি আজ একটি প্রতিষ্ঠিত প্যাকেজিং কোম্পানির মালিক।

নোয়াখালীর ছেলে মোঃ সফিকুল ইসলামের জন্ম ১৯৬৪ সালের ২ জানুয়ারি। ৮ ভাই-বোনের মধ্যে তৃতীয় মোঃ সফিকুল ইসলাম। ১৯৮০ সালে মাধ্যমিক, ১৯৮২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ১৯৮৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনায় সম্মান ২য় স্থানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮৮ সালে প্যাকেজিং বায়ার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন লিভার ব্রাদার্স অর্থাৎ বর্তমান ইউনিলিভারে। ১৫ বছরের প্যাকেজিংয়ের অভিজ্ঞতা, দেশে-বিদেশে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি ভিজিট ও প্রোফাইল স্টাডির অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ২০০৩ সালে চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর সরাইপাড়া এলাকায় মাত্র তিন লক্ষ টাকা দিয়ে মহানগর প্যাকেজেস্ নামে একটি কার্টুন ফ্যাক্টরি গড়ে তোলেন এই উদ্যোক্তা।

ব্যবসা বাড়লে ২০০৪ সালে তাঁর মহানগর প্যাকেজিং ফ্যাক্টরি সরাইপাড়া থেকে ষোলশহর বিসিক শিল্প এলাকায় স্থানান্তর করেন। ২০০৬ সালে সেখানেই আরো একটি ইউনিট স্থাপন করেন তিনি। এই সময় ইউনিলিভার কর্তৃপক্ষ সফিকুল ইসলামকে ফ্লেক্সিবল প্যাকেজিং শুরু করার প্রস্তাব দেন। তবে এজন্য দরকার অনেক বিনিয়োগ, যা চাকুরিজীবী সফিকুল ইসলামের পক্ষে জোগাড় করা ছিল প্রায় অসম্ভব। তবে দমে যাবার পাত্র নন তিনি।

২০০৯ সালে ২৫ কোটি টাকা ব্যাংক লোন নিয়ে নাসিরাবাদ শিল্প এলাকায় গড়ে তুললেন সাজিনাজ এক্সিমপ্যাক লিমিটেড। তাঁর করোগেটেড কার্টুনের প্রধান গ্রাহক হলো লিভার ব্রাদার্স বা ইউনিলিভার। তারপর রেকিট, আবুল খায়ের গ্রুপসহ বড় বড় কোম্পানির কাছ থেকেও অর্ডার পেতে শুরু করেন সফিকুল ইসলাম। মূলত নমনীয় পলিমার প্যাকেজিং পণ্যগুলোর প্রাথমিক প্যাকেজিং যেমন ব্যাগ, পাউচ, ফিল্মস, ল্যামিনেটস, স্লিভস এবং লেবেল এসব তিনি তার প্রতিষ্ঠানে তৈরি করতে লাগলেন।

ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াল সাজিনাজ এক্সিমপ্যাক লিমিটেড। বছর বছর তার প্রতিষ্ঠানে যোগ হতে লাগল নতুন নতুন সাফল্যেও পালক। তার প্যাকেজিং পণ্যগুলো খাদ্য, শিল্প, পানীয়, ডিটারজেন্ট, টয়লেট্রিজ এবং চিকিৎসাশিল্পসহ বিভিন্ন ধরনের শিল্পে ব্যবহৃত হয়। সফিকুলের প্রতিষ্ঠানটি এখন ISO Standard: 22000, 22000:2005, 22002-4:2013 ইত্যাদি মান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসরণ করতে সক্ষম।

মাত্র তিন লক্ষ টাকা দিয়ে উদ্যম, কর্মদক্ষ ও প্রত্যয়ী সফিকুল ইসলামের শুরু করা সাজিনাজ এক্সিমপ্যাক লিমিটেড আজ একটি সফল প্রতিষ্ঠান। তাঁর কর্মস্পৃহা এবং কর্মদক্ষতা সবসময় অনুপ্রাণিত করবে নতুন উদ্যোক্তাদের।

দেশের বিপুল কর্মহীন জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান করার অদম্য ইচ্ছার কথা জানান উদ্যোক্তা মোঃ সফিকুল ইসলাম। চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ শিল্প এলাকায় আরো একটি প্যাকেজিং কারখানা তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। এছাড়া সাজিনাজ এক্সিমপ্যাকের কারখানা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি, যেখানে আরো ১৫০ জন লোকের কর্মসংস্থান হবে।

উৎপাদিত পণ্য
ইউরোপ ও
আমেরিকার
৪০টি দেশে প্রায়
৪৭ লাখ ডলারের
পণ্য রপ্তানি
করছে

বর্ষসেরা মাঝারি উদ্যোক্তা

পুরুষ

মোঃ তৌহিদ বিন আব্দুস সালাম
ক্লাসিক্যাল হ্যান্ডমেইড প্রোডাক্টস বিডি

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে চারপাশে তাকালেই দেখা মিলবে ছন, তালপাতা, খেজুরপাতা কিংবা হোগলা পাতা। এসবের মধ্যেই উন্নয়ন আর সম্ভাবনা দেখেছেন মোঃ তৌহিদ বিন আব্দুস সালাম। চাকরি ও শিক্ষকতা দিয়ে পেশাগত জীবন শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছেন উদ্যোক্তা। পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া থানার সরকারি কর্মকর্তা মোঃ আব্দুস সালাম ও মা কামরুন নাহারের চার সন্তানের মধ্যে সবার বড় মোঃ তৌহিদ বিন আব্দুস সালামের জন্ম ১৯৮১ সালে।

নেদারল্যান্ডের একটি কোম্পানিতে কর্মজীবন শুরু করেন তৌহিদ বিন আব্দুস সালাম। সেই সুবাদে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিংটা শেখা হয়। এরপর পার্টটাইম শিক্ষকতা শুরু করেন আহসানউল্লাহ্ ইউনিভার্সিটিতে। এক পর্যায়ে উত্তরাঞ্চলে 'কারুপণ্য' -এর পাটের তৈরি সতরঞ্জি ফ্যাক্টরি পরিদর্শনে গিয়ে পাটজাত পণ্য রপ্তানির স্বপ্ন দেখেন। তিনি বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি ফর ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউএফটি) থেকে 'ডিজাইন এবং পণ্যের মান উন্নয়ন' বিষয়ে ডিগ্রি নিয়ে ২০০৮ সালে 'ক্লাসিক্যাল হ্যান্ডমেইড প্রোডাক্ট বিডি' গড়ে তোলেন চাকরি ও শিক্ষকতা জীবনের ১৪ লক্ষ টাকা আর পিতার কাছ থেকে পাওয়া ৪০ লক্ষ টাকার পুঁজি নিয়ে। শুরুতে ৯০টা তাঁতকল স্থাপন করলেন তিনি।

প্রতিষ্ঠার পর নয় মাস পর্যন্ত কোনো অর্ডার পেলো না। ১০০ভাগ রপ্তানিমুখী এ পণ্যের অর্ডার না পাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। অবশেষে 'কিক্ টেক্সটাইল' নামের জার্মান এক কোম্পানির কাছ থেকে সতরঞ্জি তৈরির একটি বড় অর্ডার পেলে সফলতার যাত্রা শুরু করলো ক্লাসিক্যাল হ্যান্ডমেইড প্রোডাক্টস বিডি। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। তার ক্লাসিক্যাল হ্যান্ডমেইড প্রোডাক্টস বিডি'র পণ্য নিয়ে রাশিয়ার মস্কোতে 'টেক্সটাইল ও জুট ফেয়ার', জাপানের টোকিওতে 'ইন্টেরিয়র লাইফ স্টাইল ফেয়ার', ভারতে 'ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল মেগা ট্রেড ফেয়ার', জার্মানির 'এম্বিয়েন্ট ফেয়ার' এবং বাংলাদেশে 'ন্যাশনাল জুট ফেয়ার', 'ন্যাশনাল ফার্নিচার ফেয়ার'সহ দেশে-বিদেশে বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করে প্রচুর সুনাম কুড়িয়েছে। বর্তমানে ক্লাসিক্যাল হ্যান্ডমেইড প্রোডাক্টস বিডি তাদের উৎপাদিত পণ্য ইউরোপ ও আমেরিকার ৪০টি দেশে ৪৭ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি করছে। বর্তমানে তৌহিদ বিন আব্দুস সালাম কলা গাছ ও আনারস গাছের আঁশ প্রক্রিয়াজাত করার মাধ্যমে নতুন পণ্য তৈরি ও রপ্তানি করছেন। পাট, সুতা, হোগলা পাতা, কাশিয়া, ছন, তালপাতা, খেজুর পাতা আর গার্মেন্টসের ঝুট থেকে তৈরি করেন পরিবেশবান্ধব পাপোস, ঝুড়ি, ডোর ম্যাট ও ফ্লোর ম্যাট। তার কারখানায় প্রতি মাসে তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের ৫০,০০০ পিস রাগস (পাপোস), ২৫,০০০ পিস ঝুড়ি, ৫,০০০ পিস ডোর ম্যাট ও ২,৫০০ ফ্লোর ম্যাট। প্রায় এক যুগের পরিশ্রমে মোঃ তৌহিদ বিন আব্দুস সালাম বিশ্বের বৃহত্তম পোর্টাল 'অ্যামাজন' -এর মাধ্যমে অন্তত ৪০টি দেশে ৪৭ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি করেন। তার ১০০% কমপ্লায়েন্ট ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের কারখানায় বর্তমানে প্রায় আড়াইশো কর্মী কাজ করছেন, যাদের বেশিরভাগই মহিলা। দেশের উত্তরাঞ্চলের গ্রামীন মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে বিশেষ অবদান রাখছে তার এই উদ্যোগ।

এসব উদ্ভাবনী ও উন্নয়নমূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ উদ্যোক্তা হিসেবে তিনি জাতীয় পাট দিবস পুরস্কার ২০১৭ 'সেরা বহুমুখী পাটপণ্য রপ্তানিকারক', জাতীয় পাট দিবস পুরস্কার ২০১৮ 'বহুমুখী পাটপণ্য রপ্তানিকারক-সেরা উদ্যোক্তা', হস্তশিল্পজাত পণ্য ক্যাটাগরিতে ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পরপর তিনবার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি/সনদ, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক অ্যাগ্রো অ্যাওয়ার্ড ২০১৭ এবং ৭ম এইচএসবিসি এক্সপোর্ট এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৭ অর্জন করেন উদ্যোক্তা মোঃ তৌহিদ বিন আব্দুস সালাম। ২০২০ সালে নীলফামারীতে ৮০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ বর্গফুট আয়তনের বড় একটি কারখানা নির্মাণের মাধ্যমে আরো বেশি মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা রয়েছে এই উদ্যোক্তার। তার আশা, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ক্লাসিক্যাল হ্যান্ডমেইড প্রোডাক্টস বিডি'র পক্ষ থেকে বছরে ৯০ লাখ থেকে ১ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করা সম্ভব হবে।

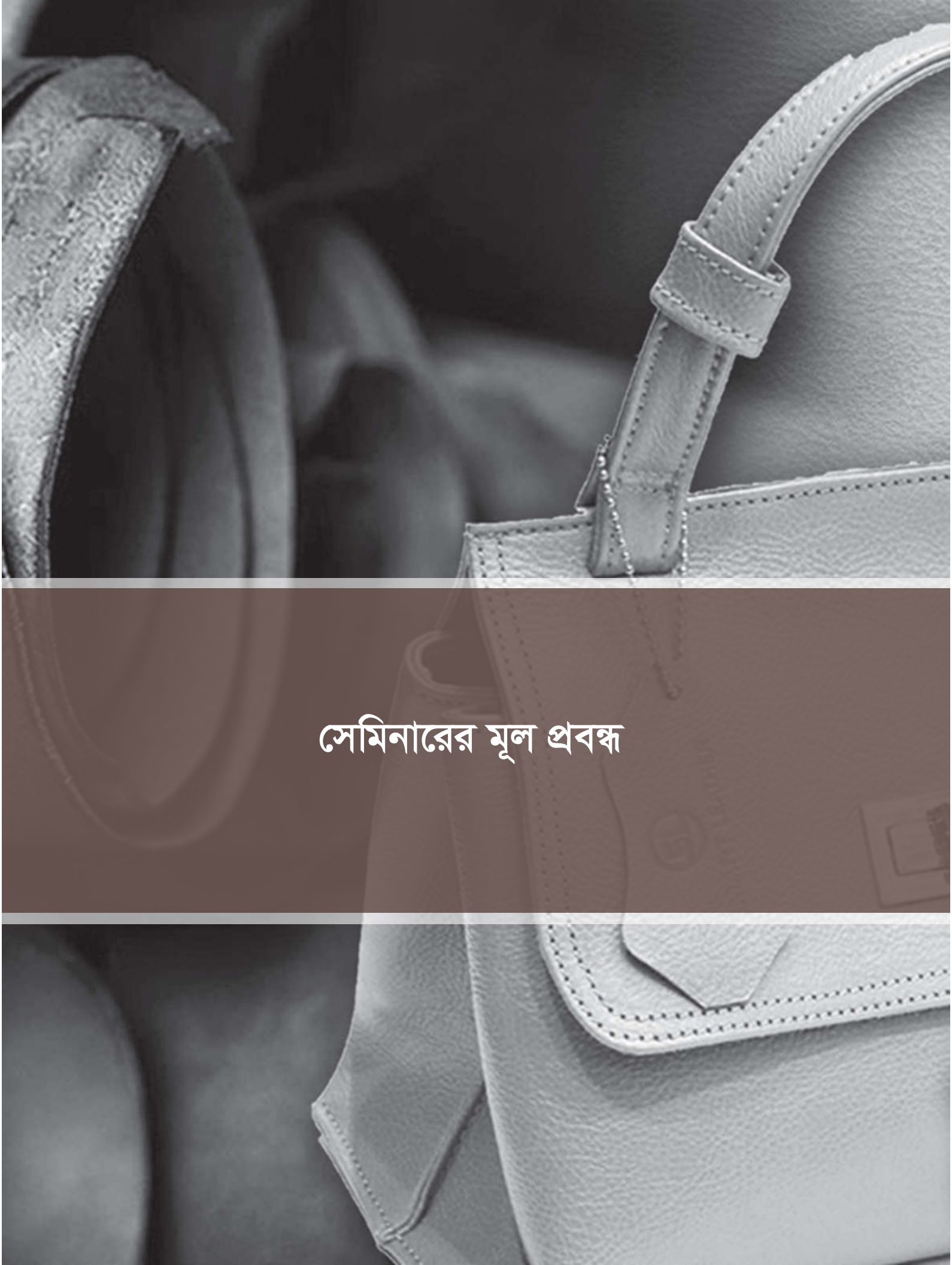

সেমিনারের মূল প্রবন্ধ

‘Light Engineering Goods’ as ‘Product of the Year’ for 2020: Potential for National Development

Background

Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated the 25th Dhaka International Trade Fair (DITF), announcing the ‘Light Engineering goods’ as ‘Product of the Year’ for 2020.

‘As a part of export policy, we are declaring Light Engineering [goods] as the product of 2020 aimed at encouraging the product based export while we are calling for more investment,’ she said.

To achieve the Vision 2021, SDG and 2041 the development program of the 7th fifth year plan is being designed having Tk.31.9 lac crore investment, out of which 77.3 percent of the investment will have to come from private sector. Exports will have to increase to $ 54 billion. Foreign direct investment will have to increase to $ 9.6 billion dollars. For this, the contribution of the industrial sector to national production expected to be increased to 39.88 percent. In this context, the role of industrialization is very important.

Light Engineering Sector (LES) is called the mother of all industrial sectors, because it provides back up support to cement, paper, jute, textile, sugar, food processing, railway, shipping, garments capital machineries by repairing and maintaining those. As Bangladesh is now seeing the emergence of a new promising sector other than apparels which can further enhance the country’s export diversity, Light Engineering goods is being declared the year of the product 2020.

Pictures of the light engineering sector of Bangladesh

- About 40,000 entrepreneurs and about 8,00,000 people are engaged in the light engineering sector. (Research conducted by the Bangladesh University of Engineering and Technology)
- Annual turnover is $ 1600 million where import substitute products are around $ 200 million (Study by IFC-SDF)
- Investment in light engineering sector in Bangladesh is about 14.8 billion US dollars. (Financial Express August 29, 2015)
- Exports Growth Approximately 30% (EPB Website)
- Internal market of engineering products and services (own production + imported fifty thousand crore taka). In this, the value of the imported instruments and equipment is Tk. 29 thousand crore. About 68 percent of the country's agricultural machinery is being imported. (Source: The Financial Express, February 11, 2018)
- Light engineering sector prospects

Light engineering sector prospects

- The world market is about 7 trillion US Dollars.
- Export income from the sector has reached $ 510 million in 2011-16 and is expected to reach $ 9 billion by 2021 and $ 15 billion by 2041. It shows that there is a good opportunity for exporting LES products. (Presentation of New Economic Ideas of Dhaka Chamber of Commerce and Industry: Bangladesh 2030 and above)
- There are no restrictions on duty and duty-free access to Bangladeshi light engineering products in Europe and America markets.
- The government is providing 10% cash incentive on export of light engineering products and 25 percent subsidy on the purchase of agricultural machinery by the government.

Survey conducted by Tool & Technology Institute, BITAC regarding LES workshop around Dhaka having at least one CNC machine

- No. of workshop = 67
- No. of machines = 144
- No. of operator = 176
- No. of foreigner = 02

Observations:

1. Shortage of Job
2. Shortage of skill designer, programmer and operator
3. Shortage of maintenance expert

Holistic efforts needed for LES development

- Technology improvement: 1. R & D
  2. Introduce modern machinery
  3. Industry academia linkage
  4. Local expert connectivity
  5. NRB network
- Manpower training: 1. Master trainer training
  2. Hi tech training
  3. Hi tech local training machine manufacture
- Job procurement: 1. Capital machine manufacture: CNC machine , Lift, diesel engine, Fork lift
  2. Part of foreign depended project work: Sugar mill
  3. Foreign depended refurbishment, maintenance work: GK project
- Technical support to LES: 1. Testing
  2. Common Facility
  3. Raw material and tool & cutter bank
  4. Customize tool manufacture for CNC entrepreneur
- Policy support: diesel engine, motor cycle
- Fund
- Cluster facility
- New entrepreneur development: Incubation Centre

Action to be taken

Short term:

1. Common facilities of hi tech machine
2. Testing facilities
3. Raw material and tool & cutter bank
4. Master trainer training
6. Hi tech training
7. Low cost Fund
8. Hi tech local training machine manufacture
9. Introduce modern machinery
10. Industry academia linkage
11. New entrepreneur development program

Midterm:

1. R & D
2. Capital machine manufacture: Example - CNC machine, Lift, diesel engine, Fork lift
3. Part of foreign depended project work: Example - Sugar mill
4. Foreign depended refurbishment, maintenance work: Example - GK project
5. Policy support: Example - Diesel engine, Motor cycle
6. Low cost Fund
7. Local expert connectivity
8. NRB network
9. Customize tool manufacture for CNC entrepreneur
10. Industrial plot

Long term:

1. Cluster facility
2. Incubation Centre
3. Raw material manufacture
4. Cutting tool manufacture

Special Contributions of BITAC,
Looking Ahead-Tool & Technology Institute
A model for Holistic Approach for LES development

1. High-tech CNC base manufacturing technology a comprehensive infrastructure including one 10(eight) storied building will be built as part of the project.
2. The building will house fully equipped Workshop, Laboratory Office, Classroom, Incubation Centre, library room & dormitory. The facilities will be of international standards

Common facility for SME

- Different types of CNC machines having 5 axis
- Heat Treatment and Surface Treatment Facility
- Physical Vapor Deposition (Hi-tech surface coating facility)
- Co-ordinate Measuring Machine (CMM)
- 3D lab with metal printing
- 7 axis Tool making machine for Customized tool
- Alloy steel bank
- CNC Cutting tool local manufacture
- R & D Facility

Testing Facilities

- Metal testing Spectrometer
- Hardness tester
- Ultrasonic coating thickness gauge
- Metallurgical microscope
- Metrology lab
- Pneumatic workstation
- Hydraulic workstation
- Control and mechatronic workstation

Special Contribution in developing private sector - Entrepreneurs Dev
Incubation Facilities

- Startup utilizing the common facilities of Modern
  1. Machining
  2. Heat treatment
  3. Mechatronics
  4. Physical vapor deposition (surface coating)
  5. 3D metal printing
  6. Cutting tool making
  7. Coordinate Measuring Machine
  8. Training
- Furnished office space
- Mentor support
- Business and technical training
- Investor arrangement
- Product model making facilities at subsidized price
- R & D facilities at subsidized price
- Technical consultancy service
- Bank/Venture Capital linkage
- Marketing linkage
- Business publicity facilities through u tube channel
- Facilitation for business paper processing
- Dormitory facility
- Health club
- Seminar, conference facility
- Forward and Backward linkage by LES
- Provide job order according to their capacity for part work of Tool & Technology Institute innovated machine, equipment and spare parts
- High tech common facility at subsidized price
- Testing facility at subsidized price
- Availability of trained manpower

U-tube, Facebook studio - Program covering the following main items:

- Technology development
- Talent hunt
- Success story
- Market information
- Triangular linkage between institute, industry and university
- Training information

Recent Remarkable Local Contribution

- Reactor maintenance by plugging leak at reactor pipe line
- Hydraulic lift for disable people design and manufacture
- Cylinder block of hydraulic pump for high toxic chemical of fertilizer factory. (Local cost 10 lac against import price 6 crore)

CNC machine manufactured by Tool & Technology Institute, BITAC

New Technology in Bangladesh

- 1. Physical Vapor Deposition
- 2. 3D Metal Printing
- 3. 7 axis Tool Grinder
- 4. Computer controlled Automatic Heat Treatment
- 5. Coordinate Measuring Machine (CMM)

MoU between Tool & Te c hnology Institute, BITAC and BEIOA

- Testing at reasonable price.
- Common facilities of Heat Treatment, 3 and 5 axis CNC machine, Physical Vapor coating machine (PVD), Coordinate Measuring Machine (CMM), Tool and Cutter making machine, Metrology and others.
- Collection booth at BEIOA office to do heat treatment, testing and other related job at Institute premises
- Training in traditional and advanced technologies including CAD, CAM, Mechatronics, Hydraulics, Pneumatics etc.
- Provide job order to BEIOA members according to their capacity for part work of Tool & Technology Institute innovated machine, equipment and spare parts
- Capacity assessment Data base for potential members of BEIOA to provide job
- 5S support for potential members of BEIOA for productivity improvement
- Raw material bank
- Cutting Tool bank
- Provide digital e-learning material in Bangla
- Mobile testing and training team to provide service at BEIOA member`s site.

Latest Heat Treatment Furnace

Dr. Syed Md. Ihsanul Karim
Director, Head Quarter & Project Director, Tools and Technology Institute
Bangladesh Industrial Technical Assistance Center (BITAC)

Participation of SME Women Entrepreneurs in Export Oriented Business in Bangladesh –Problems and Prospects

Introduction

Bangladesh has a large population of nearly 165 million, among which 49.39% are women. According to the International Labor Organization's (ILO) flagship report titled "World Employment and Social Outlook: Trends 2018," female employment in Bangladesh has seen a 35% increase, reaching 18.1 million from 2008 to 2017, while male employment has seen an 11% increase, reaching 45.7 million. Higher growth in female employment was fueled by the industrial sector, especially the apparel industry and services sector. But the agriculture sector still employs the highest number of women, employing 10.9 million workers. However, there is a huge gap between male-female employment ratio and the lion's share of working women are being employed in agriculture. Despite a steep 35% growth in female employment in the last decade in the industrial sector, the number of women overall in the job force remains low compared to their male counterparts in Bangladesh.

Women in Bangladesh have proven to have great potentiality in business. The emergence of women entrepreneurs and their contribution to the national economy is quite visible in Bangladesh these days. The number of women in income generating activities has grown over a period of time. They have proved their efficiency in undertaking big enterprises and export oriented business also.

A brief Profile of Women Entrepreneurs

Women Entrepreneurship refers to ownership and leasing of businesses by women. According to the definition given in the Industrial Policy 2016, a female is an entrepreneur if she is the owner or proprietor of a privately-run business, organization or owns at least 51% share in a joint venture or company listed with the Registrar of Joint Stock Companies and Firms . The Bangladesh Bank (BB) also follows the same definition. At present 7.22 percent of 7.8 million Industrial enterprises in the country including cottage industries are run by female entrepreneurs . According to the Economic Census of 2019, total number of enterprises are 7.8 million of which 7.2 million are male entrepreneurs and 0.56 million or7.21% is women entrepreneurs.

Women entrepreneurs in Bangladesh are involved in different kinds of businesses, such as manufacturing, trading, service in software development, leather, pharmaceuticals, education, consultancy and health sectors and others. Enterprises run by women are generating employment for many others, including a large number of women. A significant number of Women Entrepreneurs (WEs) are seen in the agriculture and textile sectors. They are now coming up in the non-traditional sectors such as ICT, e-Commerce, Health care and other sectors. Number of women entrepreneurs in both export and import has been on the rise. The number of female exporters and importers is increasing since 2005 and continued till 2015 and in 2019 it increased tremendously (Ref. SME Foundation) . This is because of a number of policies and programs favoring women entrepreneurs by the Government and International Agencies.

Policies and Programs Encouraging and Supporting SME Women Entrepreneurs in Export Business

Ministry of Commerce plays a key role in facilitating internal and foreign trade, expansion of export trade, increasing capacity and stabilizing the prices of essential commodities and thus working to further involve women in trade expansion activities and reduce the disparity between males and females in commercial activities .

The projects of Ministry of Commerce are "Promotion of Social and Environmental Standards in the Industry-III (PSES-III) providing training of women working in the RMG sector, creating appropriate work environment and health awareness ; e-Banijjo korbo , Nijer Babosha Gorbo",creating entrepreneurship by providing training on e-Commerce; "Bangladesh Regional Connectivity Project-1 MOC Component , providing capacity building training to WEs regarding Internal and International Trade and WTO; the project "Economic opportunities and Sexual and Reproductive Health and Rights –A Pathway to Empowering Girls and Women in Bangladesh" providing comprehensive support to operate business in the domestic and international markets. Another project "Agribusiness for Trade Competitiveness (ATCP) gives priority to women entrepreneurs.

Challenges faced by the SME Women Entrepreneurs in Export Business: Both women and men face problems in exporting or importing goods, but women face more challenges than men in this respect. Here are some major problems of export trade for women entrepreneurs in Bangladesh. A brief description of the problems is given below.

i) Restricted mobility and lack of confidence: Women are usually impeded to enter export market by their lack of mobility and restrictions imposed by the family. They also lack confidence to enter export market. They face social, financial and market access challenges, they tend to stay in the informal sectors and there are insufficient capacity building trainings.

ii) Limited access to information regarding women entrepreneurship development programs: Many promising female entrepreneurs are unaware of the facilities, support and incentives regarding export business provided by Government, non-Government and International Agencies. This is why they cannot avail the available facilities and opportunities.

iii) Cost and difficulties of procuring required documents: Women importers need more time, bear higher intermediary costs, pay more undocumented charges to avail or renew different legal export-import documents .

iv) Inadequate knowledge on Export Marketing: Women cannot enter in export due to their inadequate knowledge of marketing; non-availability of marketing information; inability to estimate demand for export oriented products; limited storage facilities; inability to hold stocks of the product due to a poor financial base; unfavorable payment procedures on the part of intermediaries; inferior product quality; and inadequate support services; supplying their products to other export business people (mostly men) on credit which blocks a good amount of their capital, getting low return and usually facing harassment to get the payment which is difficult and delayed.

v) Lack of technical knowhow: WEs are less competitive in the context of using digital mechanism of obtaining licenses and certificates related to export and import. The use of fully online mode is very low especially for women exporters. They lag behind in using digitalized mode of the process . Educational background and lack of efficiency in English language are also barriers to enter in the digital world.

vi) Inadequate exportable goods: Bangladesh export trade mainly depends on some traditional goods like jute and jute goods, leather, shrimps, garments fish, etc. Government and concerned authorities are emphasizing on traditional items, but the scope and prospect of the same are limited. They also face tremendous competition among themselves since they are concentrated in a few sectors.

vii) Shortage of capital: Export oriented business needs a huge capital. Commercial banks are generally reluctant to extend loans for their fixed or working capital requirements. If a bank does decide to do so, guarantees from fathers or husbands are demanded who are generally unwilling to oblige. These attitudes restrict the access of independent female entrepreneurs to credit.

viii) Product quality and packaging: For export goods, entrepreneurs face severe competition. Here not only price but also the quality of product gets prominence. Products of Bangladesh are recognized being poor in quality and subject to adulteration. Moreover, to attract customers and maintain quality the importance of packing cannot be over emphasized. In this regard, WEs are reportedly far back than their competitors.

ix) Procedures of exporting products: Red tape and unfriendly bureaucracy is a common problem in Bangladesh in export trade. Exporters allege that the complex formalities, the demand of speed money by some concerned offices and time-consuming procedure discourage them to go for export business.

It has been found in the study “Survey on Cross Border Trade Challenges for WEs” that most of the women entrepreneurs are not satisfied with the services provided by the different sections/offices of customs. Desk Officials are found unavailable. They face problems in customs assessment, custom examination, BSTI examination and PQW Examination.

x) Transport and ware housing problem: Transport system is not satisfactory and cost is high in Bangladesh. Ware house facilities are also limited. As a result, exporters specially women exporters, face problems both to transport and ware house goods.

Recommendations and Proposed Interventions

i) Support services from the financial and legal institutions: Credit must include pre-investment and post-investment counselling; technical assistance, monitoring and management; close supervision during implementation; and sustaining support. Lending procedures must be simplified, with minimum documentation formalities. Special provisions and financial incentives should be made for female SME entrepreneurs in export oriented business, allowing them to get credit up to higher limits on easier terms and conditions. As a result, they will be more interested in trade and commerce.

   WEs need simplified and time-bound L/C and Cash Incentive providing process from the Banks and Financial Institutions. Seasonal financing should be accelerated and number of guarantor requirement for WEs should be reduced .

iii) Special Training for Export Business: Initiatives may be taken to enhance the professional efficiency and managerial capability of women entrepreneurs through appropriate management training. Training programs to start export oriented business can be organized for selected promising female entrepreneurs. Ongoing relevant Government Projects may be widely circulated to the WEs to avail the opportunities for them and new projects may be taken to train them on domestic and international trade.

iv) Infrastructure and Marketing Support. To promote the sale of products of entrepreneurs, the Government can motivate entrepreneurs to maintain product quality in the interest of continued success in exporting products. Female entrepreneurs might be allowed to introduce their products through mass media and fairs or exhibitions at a concessionary rate.

   To make the businesswomen interested in participating in export fairs, 10 percent of the total stalls in a fair, according to its category, may be kept reserved for women entrepreneurs and they may be charged 25 percent less fees for the reserved stalls. Women quota for dealerships may be reserved by the Trading Corporation of Bangladesh (TCB) on the basis of experience, efficiency and qualification at all district headquarters of 'A' category districts and at least in the metropolitan cities. Steps should be taken to make a women friendly environment at all levels of export-import business. Supporting Behavior is needed from the concerned Officials in the help desk. New HS code should be introduced to eliminate HS Code related problems and there is a need for simplification of the process of acquiring Bond license .Women Entrepreneurs' Associations/Women Chambers must assist WEs to acquiring Chambers/Associations membership certificates.

   Bangladesh Embassy abroad and Export Promotion Bureau should provide facilities to exports and help to capture world market. BBS should take initiative to prepare sex disaggregated data on WEs and women in trading business.

v) Seminar/Workshop/ Dialogue on relevant issues. A mechanism should be developed to organize dialogue, seminars and workshops by which female entrepreneurs will be able to discuss on contemporary issues. Relevant literature should be distributed to them. Women Entrepreneurs' Associations or Women Chambers should be involved in those initiatives.

Conclusion

Government has adopted some policies regarding women entrepreneurship development but due to administrative complication all these policies may fail at the time of implementation. Rules and policy formulation should support the women entrepreneurs so that they can develop themselves and can perform accordingly. It will lead to the development of country's sustainable economic growth as well as make contribution towards the women entrepreneurs' family. So both exporters and Government should extensively work on it and the scope must be widened.

Nilufer Ahmed Karim
Gender and Management Specialist
President, Women Entrepreneurship Association (WEA) Bangladesh
National Consultant MoWCA and UN Women
Executive Director, faith Bangladesh

Role of SMEs in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs)

Introduction

Small and Medium enterprises (SMEs) account for the majority of private sector businesses and economic activities both in developed and developing countries. SMEs are well recognized for their contribution to employment, income distribution, economic dynamism, innovation and in poverty alleviation. They are regarded as the engine of economic growth as they stimulate entrepreneurial spirit, facilitate innovation, diffuse skills and so forth. They eliminate the unemployment problems by using lower capital per employment, minimize the investment risks, ensure equitable distributions of income and products and maximize the use of locally available raw materials. SMEs foster economic cohesion by linking up with, and supporting larger enterprises by serving niche markets and building systemic productive capacities. Further, they foster social cohesion by limiting the development gaps. The Government of Bangladesh considers SMEs as the driving sector in terms of contributions to economic development, creation of decent jobs, social wellbeing including removing gender inequality as well as alleviating poverty. It has also priority in the Industrial Policies, Five Year Plans and other government policy documents over the years. According to Economic Census 2013, there are about 7.8 million SMEs (including the micro & cottage) that employ about 70-80% of the total industrial employment (24 million). The contribution of SMEs to GDP is 25% (industrial contribution is 33%).

Small and Medium Enterprises (SMEs) are widely recognized for the important contributions they make in achieving sustainable development goals (SDGs). (Kamal-Chaoui, 2017) asserted that SDGs could only be achieved if the countries build strong SMEs. Discussing the importance of SMEs in innovation, employment generation, gender equality, inclusive development etc. the researcher emphasized that policies are needed to create a good business environment to make SMEs more productive. He raised concerns over financing and participation of SMEs in global value chains, banking sector reforms and new approaches to financing.

In Bangladesh the demographic dividend has created a proportionately large working age segment. There are 28 million youth between the ages of 14 and 25 and 26 million between the ages of 25 and 34 in Bangladesh (Population and housing census 2011). This young population has vitality, dreams, aspirations, and potential. SMEs can play a pivotal role for employing these youth segments and at the same time creating the platform for them to become entrepreneurs.

The Growth of Small and Medium Enterprises: Opportunities and Challenges

Though SMEs have potential for economic development, particularly in developing countries, they face challenges that limit their sustainability and contributions towards achieving SDGs. Some of the challenges are as follows:

- Competitiveness, networking and connectivity;
- Coherent policy and regulatory frameworks;
- Access to Market, eradicating the lack of adequate market information, innovating standard and quality
- products, product diversification, and market linkage avenues;
- Access to Finance removing conservative mindset, and absence of risk reducing tools;
- Access to sustainable domestic and modern technology;
- Removing uneven competition with large enterprises;
- Entrepreneurship development, especially women entrepreneurship development
- Shrink widening urban-rural gaps (e.g. migration).

Sustainable Development Goals: Background and Realities for SME Development

The SDGs aim to provide a global framework for cooperation to address the three dimensions of sustainable development within an ethical framework based on:

- Right to development for every country;
- Human rights and social inclusion;
- Convergence of living standards across countries, and shared responsibilities

The three dimensions of SDGs are social, economic and environmental dimensions.

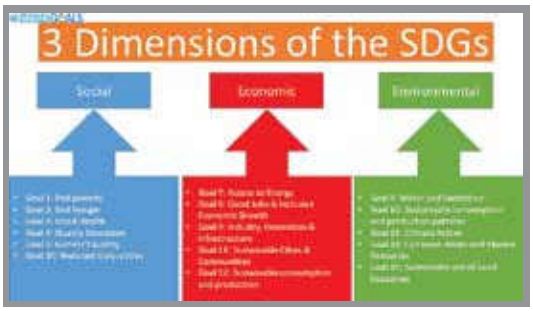

SDGs have come out as means to sustainably develop any nation's socio-economic condition by improving key areas of development. Reduction of poverty has been one of the goals of Millennium Development Goals (MDGs) that transformed into SDGs to eradicate extreme poverty and hunger and appeared as the first and second goals of SDGs. Poverty affects age groups differently, with the most devastating effects experienced by children. It affects their education, health, nutrition, and security impacting on emotional and spiritual development. Though achieving Goal 1 and 2 are hampered by lack of economic growth, growing inequality, increasingly fragile statehood, and the impacts of climate change, Bangladesh is appreciably working to progress. SDGs are no exception to the vision of the current Government of Bangladesh (GoB). In fact our GoB is excelling SDG as a tool to improve the living standard by reducing poverty, making equal opportunities for all, facilitating the youth and the energetic with employment and empowering women. It is worth mentioning here that SMEs plays significant roles in empowering women.

According to the World Bank and the OECD, multiple reasons explain why Small and Medium Enterprises (SMEs) development is crucial for achieving the SDGs:

1. SMEs play an important role in most national economies, particularly in developing countries. Formal SMEs contribute up to 45% of total employment and up to 33% of Gross Domestic Product (GDP) in emerging market economies.
2. SMEs are major creator of jobs. In emerging markets, 4 out of 5 new positions in the formal sectors were created by MSMEs, which is about 90% of total employment. The World Bank reports that 600 million jobs will be needed in the next 15 years to absorb the growing global workforce, mainly in Asia and sub-Saharan Africa.
3. SMEs are particularly important for poverty reduction, especially in rural areas and amongst women and other socially disadvantaged groups. Because of their role and place in national economies, SMEs are taking a lead to help meet most of the economic-centric SDGs, including promoting inclusive and sustainable economic growth, increasing employment opportunities and decent work especially for the poor, advancing sustainable industrialization and innovation, and creating a positive push for a better quality of life, values education and good health for all. In short, SMEs are crucial for implementing 'Leaving No One Behind' principle that is central to the 2030 Agenda.

As indicated elsewhere the SMEs have potential for wide reaching impacts on achieving SDGs. The following SDGs are more relevant with SME development:

Goals	Targets
Goal 1: End poverty in all its forms everywhere	1.1. By 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently measured as people living on less than $1.25 a day
SDG 2: End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture	2.3. By 2030 double the agricultural productivity and the incomes of small-scale food producers, particularly women, indigenous peoples, family farmers, pastoralists and fishers, including through secure and equal access to land, other productive resources and inputs, knowledge, financial services, markets and opportunities for value addition and non-farm employment
SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls	5.5. Ensure women's full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life 5(b). Enhance the use of enabling technology, in particular information and communications technology, to promote the empowerment of women
SDG 8: Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all	8.1. Sustain per capita economic growth in accordance with national circumstances and, in particular, at least 7 percent gross domestic product growth per annum in the least developed countries 8.3. Promote development-oriented policies that support productive activities, decent job creation, entrepreneurship, creativity and innovation and encourage the formalization and growth of micro, small and medium sized enterprises, including through access to financial services
SDG 9: Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation	9.2. Promote inclusive and sustainable industrialization and, by 2030, significantly raise industry's share of employment and gross domestic product, in line with national circumstances, and double its share in least developed countries 9.3. Increase the access of small-scale industrial and other enterprises, in particular in developing countries, to financial services, including affordable credit, and their integration into value chains and markets

Discussion agenda: Goal 5, 8 and 9

SDG-5: Achieve gender equality and empower all women and girls

SMEs could also assist in promoting gender equality and women's empowerment by providing entrepreneurship opportunities to women's (Kamal-Chaoui, 2017). In Bangladesh, a huge number of microenterprises are led by women. According to Economic census 2013, more than 6 lakh proprietary enterprises are owned by female entrepreneurs. Women have become successful in their entrepreneurial endeavours. Various training programmes have trained them in their skill development and have made them at par with men in terms of employability. Goal-5 describes the gender equality and empowerment of girls and women in all spheres of development in both developed and developing economies. SDG 5.1 and

5b explain how economic and social inequality between women and men can be addressed sustainably. SMEs already constitute the majority of the world economic activity in both developed and developing nations. The role of SMEs in the achievement of the new set of global goals is significantly large as SMEs provide employment to both high- and low-skilled people from various geographic areas besides addressing societal needs through various market mechanisms.

Thus, the currently perceived gender inequality is the product of human ignorance i.e. lack of appropriate religio-spiritual education. Religiously speaking, the stakeholders of women's empowerment movement are "clinically alive, yet, despite all appearances, spiritually dead (Shah,1987)".

SDG-8: Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all

The goal 8 is devised to "Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all." The major objectives of the goal (sustainable economic growth i.e. at least 7% per annum GDP growth in the least-developed countries, full and productive employment, and decent work for all) require contextual interpretation and judgment for achieving them in terms of social and ecological sustainability development realities of Bangladesh.

The goal is to provide full and productive employment to all. Although the number of unemployed people has reduced significantly over the years, people in many developing countries like Bangladesh are still unemployed in large number. The role of the SME sector in employment generation in Bangladesh is indisputable. It employs over 20 million people in nearly 7.8 million economic establishments (Economic census, 2013), thereby providing employment and decent work opportunities to a large number of people. The sector helps in increasing labour productivity and decreasing the unemployment rate. This, in turn, helps reduce the quantum of migration of rural poor. Goal 8 assumes significance in the context of SMEs having the potential to 'promote sustainable growth and ensure decent work for all'. SDG 8 lays emphasis on entrepreneurship, job creation, innovation and small and medium-sized enterprises (SMEs).

SDG 9: Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation.

The objectives of Sustainable Development Goal 9 are: i. Build resilient infrastructure; ii. promote inclusive and sustainable industrialization; and iii. foster innovation. The objectives can be articulated in a word as 'Foster innovation to build inclusive and resilient infrastructure for promoting sustainable industrialization'. Achieving the above objectives are basic for infrastructural sustainable development in the topographically and ecologically diverse Bangladesh. SMEs have large share in industrialization progress of Bangladesh and have helped in raising the industries share in employment, export and Gross Domestic Product (GDP). The rise in the number of manufacturing units is showing good signs for the economy in the current scenario. Due to a lack of resources, SME entrepreneurs continue to find new ways of doing complicated things in simple ways, which ultimately leads to low-cost innovations. This is why SMEs are considered as innovation hubs. William Baumol asserts that new and small firms have been the major source of disruptive innovation in last decade's because new and small firms work outside prevailing paradigms and without strong links to current products and technologies((Kamal-Chaoui, 2017). The SME entrepreneurs are helpful in making good infrastructures in the area where they exist. As a part of social responsibility, they are also engaged in making schools, roads, hospitals etc.

Goal 9 that undeniably requires the action of businesses including SMEs for its effective implementation. The great economist William Baumol, firmly argues that SMEs have played a leading role in driving innovations over the recent decades. This has been possible because, unlike large enterprises, small businesses can operate beyond dominant paradigms and existing products and technologies. In order to achieve SDG 9, Bangladesh government is required to give infrastructural priority to the development of the countries waterways network first. Development of railway network should be the second priority. As highway development is largely unsustainable in many respects, so it should be avoided as much as possible. In the case of industrialization, localization of small-scale industrialization for meeting essential consumption needs is the only sustainable way forward.

Opportunities of SME growth and decent job

Private sector development is recognized as a means to create high quality employment opportunities in developing countries. SMEs in these countries demonstrate the following features :

(i) The presence of SMEs is typically concentrated in low skilled and labor intensive sectors such as manufacturing and the service sector.

(ii) There is less cooperation and collaboration among SMEs, often due to the lack of trust and market information. Many SMEs, particularly, micro enterprises, are family owned businesses with a strong tendency to hire family members without careful consideration of the suitability of their skill sets. This impact on operational efficiency, the quality and consistency in both products and processes and the competitiveness of SMEs, which could turn jobs created by SME into being lower paid and more insecure, compared to those provided by large enterprises.

(iii) Informality is another important feature of SMEs, particularly, in developing and LDC countries. A vast majority of SMEs, especially the micro and small enterprises are informal business entities without registration in these countries. Informal SMEs are important job providers.

Way Forward

The Government of Bangladesh has given utmost priority to achieve the targets of Sustainable Development Goals (SDGs). Bangladesh has great success history in regard to the implementation of Millennium Development Goals (MDGs). Good governance, human resource development, resource mobilization, research and innovation, increasing manufacturing contribution are very much important for achieving SDGs. Due to its labor intensive nature, small and medium enterprises could be the indispensable player for achieving the SDGs in Bangladesh. The Government of Bangladesh considers SMEs as the dynamic sector for employment creation, income generation, social progress and poverty alleviation. Government has formulated the SME Policy-2019 for fostering the growth of SMEs in Bangladesh. However, the following issues should be ensured for the effective development of SMEs in Bangladesh as well as achieving sustainability:

- Ensure conducive business environment and policy supports;
- Patronizing industrial transition (technology adoption, diversification);
- Establishment of SME focused TVET (Technical & Vocational Education Training);
- Supporting digitization & innovation;
- Establishing linkages, networking and regional connectivity;
- Promoting financial inclusion (inclusive development);
- Focusing & integrating development model (cluster approach);
- Basic infrastructure;

Encouraging entrepreneurship;

Bringing informal units into the formal sector;

Source: Information has been collected from various secondary sources (articles, internet etc.) and author's own research findings.

Dr. Amzad Hossain
Curtin University, Perth, Australia
E-mail: A.Hossain@curtin.edu.au

Digital Transformation for MSMEs

MSMEs: Engine of Economic Growth in Bangladesh

MSMEs bring a synergistic and significant role in the economic and social development of Bangladesh. Reliable and adequate data restricts the quantification of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) contribution to the national economy. Popular estimates project the contribution of the MSME sector to GDP to the tune of 25% of GDP. However, Bangladesh Economic Review, an annual publication of the Ministry of Finance, shows the Industry sector GDP in FY 2018-19 to around 36% . MSMEs' contribution to the economy ranges from industrial output, employment, and generation of export income. As per Industrial Policy 2016, MSMEs have been segmented into two categories viz. Manufacturing Enterprise and Service Enterprise . Bangladesh Bank recognizes another kind of enterprise as 'trading enterprise.' Trading enterprises are those businesses that are engaged in selling imported goods, distributors, dealers, and retailers of local or international manufacturing entities .

However, despite limited data, MSMEs are undoubtedly the engine of economic growth, wheels of Bangladesh's economy, and significant contributor in the job creation. MSME sector plays a vital role in providing large scale employment opportunities at lower capital costs compared to large scale industries. In Bangladesh, MSMEs help in the industrialization of rural & backward areas, thereby reducing regional imbalances, assuring a more equitable distribution of national income and wealth. Such enterprises also, in many cases, serve as ancillary units/value chain partners to large scale industries and support the socio-economic development of the country. However, the scale of such symbiotic relations would further flourish in an unconnected value chain partner through digitization.

The majority of the cottage, micro, and small enterprises are informal or semi-formal. The average size of these enterprises is minimal, at 2 employees in urban areas, and even lower in rural areas. These enterprises are not integrated into the value chain of the industry they are operating in.

Table - 2: Size and Employment of Enterprises in Bangladesh, 2013

Enterprise Type	Number of enterprises	% of the total	Number of persons employed	% of the total	Average employment
Cottage and Micro	6,942,891	88.8	13,727,197	56.0	2.0
Small	859,318	11.0	6,600,685	26.9	7.7
Medium	7,106	0.1	706,112	2.9	99.4
Large	5,250	0.1	3,466,856	14.1	660.4
Total	7,818,565	100	24,500,850	100.0	3.1

Source: BBS, Economic Census 2013

Digital Economy and Industry 4.0

'Digital economy' refers to economic activities that use digitized information and knowledge, otherwise called 'digital data' as crucial factors of production in an interconnected system. The Internet, cloud computing, machine learning, Artificial Intelligence, Blockchain, big data, fintech, digital currencies, and other digital technologies are utilized to collect, store, analyze, and share information digitally and transform social and economic interactions. The digital economy creates benefits and efficiencies through driving innovations and creating new types of jobs and fueling economic growth.

Our world is continually changing, and one of the fundamental drivers of such changes is digital transformation. In essence, digital transformation refers to the use of technology and to perform what we already do – but in a more efficient way. The global economy is undergoing a digital transformation as well through the introduction of emerging technologies like bitcoin, fintechs, machine learning, artificial intelligence, and digital currencies, and it's happening at breakneck speed.

There are lots of ways the digital economy can be defined. It's the economic activity that results from billions of daily online connections among people, businesses, devices, and processes. The core of the

digital economy is connectivity, which means the growing interconnectedness of people, organizations, and systems through the Internet, mobile technology, and the Internet of things (IoT). The digital economy is taking shape, disrupting, and gradually changing the conventional notions about how businesses are structured, how firms interact, and how consumers obtain services, information, and goods.

Humanity is at the doorstep of a technological revolution that will fundamentally change the way we interact. The change is expected to be unique in its scale, scope, and complexity, which humanity has never witnessed before.

So far, the world has witnessed 3 industrial revolutions. Industry 1.0 used water and steam power to mechanize production—industry 2.0 leveraged electrical power to bring mass production technology. Industry 3.0 utilized IT and electronics to automate production. And now a Fourth Industrial Revolution- the digital revolution is on unfolding since the middle of the last century. It is characterized by the use of technologies that is blurring the lines between the physical, digital, and biological spheres.

Bangladesh's Digital Economy Foundation

Bangladesh's economy relies overly on the RMG sector, and Bangladesh needs to diversify its export, and digital entrepreneurship can offer the best alternative for Bangladesh. Diversifying Bangladesh's economy is critical, and that would be to create a vibrant entrepreneurial ecosystem that can harness the country's growing IT expertise to meet the rising demand for digital products and services, both in Bangladesh and abroad. Entrepreneurs can be powerful engines of economic growth. The digital applications that emerge from an innovative ecosystem can boost the economy by developing jobs and skills, and help Bangladesh address critical social and environmental challenges—improving efficiency, reducing waste, and enhancing healthcare, education, and other public services while helping to serve difficult-to-reach segments of the population.

Figure-6 : Digital Transformation Hub for MSMEs

The government of Bangladesh has entered the journey to this digital transformation through the declaration of the 'Digital Bangladesh' campaign in 2008. Four broad outcomes of 'Digital Bangladesh' were identified.

Since then, over the decades' Government of Bangladesh has implemented the various focused intervention in this four priority outcome domain, and Bangladesh has achieved laudable success in driving the digital agenda in the society and businesses.

"Connecting citizens in ways most meaningful to them" is one of the main goals of Digital Bangladesh. As with most emerging markets, internet connectivity in Bangladesh tends to be mobile-based. Mobile connectivity can play a critical role in the development of an inclusive digital society, with access to mobile services, devices and content helping to promote digital inclusion and to bridge the digital divide, which in turn would contribute to achieving the goal of making Bangladesh a middle-income country by 2021 and attain sustainable Development Goals.

The Government of Bangladesh, under its Digital Bangladesh campaign, has been proactively implementing measures like framing strategies, regulation, policies, building capacities, and creating digital infrastructures in embracing and leveraging digital platforms to transform and organize offline offerings, be it government or businesses to digital to promote the SMEs. Under the Access to Information (a2i) Programme and through ICT division, it has launched several breakthrough initiatives. Besides these, flagship initiatives such as the National portal which offer a harmonized system of public websites that reduce the hassle, time, and costs incurred by citizens in accessing and availing government information and services. Besides, Innovation lab, Innovation Fund, Digital Financial Services Lab, skills for decent employment, the establishment of Union Digital Centre, and Startup Bangladesh initiatives are also supporting citizens in building capacity and digital access services.

Since 2009, Bangladesh has been transforming service provision, education, and alternative employment creation for its vast youth population. With the promise to build a Digital Bangladesh by 2021, the current government has already made transformative strides in the ICT sector. Digital Bangladesh has been ensuring every citizen to get prompt public services. It has eliminated primary red tapes in most of the public service procedures. In light of the progress, Digital Bangladesh has brought services to people's

doorsteps. With 5,275 digital centers on the country, 160 million mobile users, and millions of state-trained ICT professionals, technological advancement has put Bangladesh on the world map. Digital Bangladesh, Start-up Bangladeshi, Innovation Fund, Skill for decent employment, etc. are contributing to the growth of MSMEs and the e-commerce industry.

The government has taken voluminous programs to build digital infrastructure, capacity building, and engaging with the private sector towards achieving the digital economy moving forward. Bangladesh has made notable progress in the areas of startup ecosystem development, supporting ICT and ITES industry. Some of the critical indicators towards the march to digital Bangladesh is given in the following table-3.

Table-3: Digital development indicators

Digital	Total Population	Unique Mobile Phone User	Internet User	Active Social Media user
World	7.75	5.19	4.54	3.80
	Billion	Billion	Billion	Billion
	Urbanization	Penetration	Penetration	Penetration
	55%	67%	59%	49%
Bangladesh	163.9	163	66.44	36
	Million	Million	Million	Million
	Urbanization	Penetration	Penetration	Penetration
	37%	99%	41%	22%

By now, both public sector support and proactive role of digital entrepreneurs and private corporations, investors, and VCs Bangladesh have built a strong digital foundation. A report by BanglaLink titled "Digital Entrepreneurial Ecosystem in Bangladesh" summarized the foundation in the following factors:

- An ample supply of low cost IT professional
- A growing base of digital Startups
- An expanding consumer market
- A fragmented yet promising market
- An improving regulatory and legal environment
- A growing young urban population with preference and demands for digital
- A growing network of corporations, academia, incubators, accelerators, and networks
- Industry academia collaborations

Digital Transformation

'Salesforce,' the leading CRM solutions companies define 'Digital transformation' as the process of using digital technologies to create new — or modify existing — business processes, culture, and customer experiences to meet changing business and market requirements. This reimagining of business of serving your clients in the digital age is digital transformation. It transcends traditional roles like sales, marketing, and customer service. Instead, the digital transformation begins and ends with how you think about, and engage with, customers.

Digitization, Digitalization, and Digital Transformation are often misunderstood. Scanning means to move away from analog to digital. Digitization is creating digital (bits and bytes) versions of analog/physical things such as paper documents, microfilm images, photographs, sounds, and more. So, it means capturing and/or presenting non-digital information in digital format, which later is used by a computing system for various reasons, including business decision making.

Digitalization, on the other hand, refers to enabling, improving and/or transforming business operations and/or business functions and/or business models/processes and/or activities, by leveraging digital technologies and a broader use and context of digitized data, turned into intelligence and actionable knowledge with a specific benefit in mind.

Any change requires considerable efforts both in terms of financial and managerial. So enterprises wishing to jump into the bandwagon of digital transformation, it is vital for everyone to know the requirements. Digital transformation is a broad topic, and it covers several different types of initiatives. But, it boils down to changing how a business interacts with customers using technology; and also using technology to improve internal processes, by making them more efficient significantly. Digital transformation in business has two necessary parts: there is the customer-facing part to it, and then there is a subjective aspect to it.

The digital transformation brings enhanced value to every customer interaction. Digital transformation changes the mode of business operations, in some cases, creating entirely new classes of product offerings. In the digital transformation journey, companies take a step back and revisit the entire business process they follow, from internal systems to customer interactions both online and in person. They're asking big questions like, "Can we change our processes in a way that will enable better decision-making, game-changing efficiencies, or better customer experience with more personalization?"

Figure-1: Digitization, Digitalization, and Digital Transformation

Need for Digital Transformation

Bangladesh, the southeast Asian growth puzzle, is marching ahead with a market of 164 million+ people in a small land roughly one-quarter the size of Thailand, which is the 5th most dense and the 8th largest country in terms of population. A growing consumer base with annual consumer spending is around USD 192 billion+ in 2019 . Bangladesh has been able to attract the spotlight on her in this part of South Asia, with the rising consumers' affluence and steady economic growth.

Figure-2: Consumer spending trend in Bangladesh

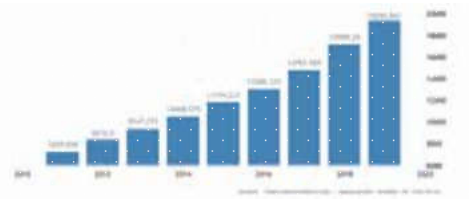

In a study report, Light castle partners reported that the young Bangladeshi consumers are technologically adaptable, and exhibits high engagement through the mobile Internet. As an emerging economy, Bangladesh has embraced technology at a rapid pace. The penetration of the telecom sector, mobile commerce, and the advent of web-based applications designed by businesses and supported by the tech-friendly government validate the growth story that is going to unfold in the digital economy space of Bangladesh.

Bangladesh's telecom penetration has been impressive and is growing with increasing per capita income. With increasing internet connectivity, the availability of cheaper smartphones, rapid rise in use of social networking by the young and people and entrepreneurs (10 million + Facebook users), and e-commerce firms in Bangladesh, the consumers are getting more and more digitally attuned, which eventually ends up having a profound impact on their consumption pattern and preferences.

In a study conducted by BCG in 2015 identified Bangladesh as one of the fastest-growing markets where Middle-class and Affluent Consumers (MAC) remains small compared with those of other big emerging markets in Asia, the study estimated that for the next decade, 2 million Bangladeshi would enter the $5000 annual income each year. Enhanced household income would mean more buying power, and demand for luxury. Around 50% of Bangladeshi still live at the bottom of the pyramid bracket, economists predict that 30 to 40 million enter the middle class by 2025(Ref). The Boston Consulting Group's (BCG) Center for Customer Insight surveyed around 2,000 households across the country. They asked consumers about their sense of financial well-being, their purchasing habits, and their consumption priorities. They also analyzed changes in Bangladeshi household consumption of specific goods and services relative to rising incomes. BCG survey outlined several insights about the changing consumers of Bangladesh. We are listing two which are relevant for digital transformation:

- Consumers in Bangladesh are increasing in size, and also this increase is geographically dispersing in other major cities. The projection indicates that by 2025 consumers will spread over 63 regional towns. Current Middle and Affluent Consumers (MAC) in Bangladesh is only 7%, and the study predicts that it will increase to 17 percent of the population by 2025.
- Consumers increasingly use the mobile Internet—41 percent of overall, and 68 percent of MAC consumers surveyed use a smartphone. Currently, more than 90% of transactions are made in cash, but the popularity of smartphones suggests that more consumers will be leaping mobile payment, creating

an opportunity for reaching households through wireless mobile services.

Visa, the global leader in digital payments technology, today, announced an independent study, conducted in collaboration with YouGov, examining the consumer sentiment around digital payments in Bangladesh. The study observed high inclination amongst consumers (65%) in favor of digital payments, which indicate awareness and adoption of digital payments.

From the studies and trends, it is evident that the country is moving towards the digital revolution and the MSMEs also need to catch the train.

Digital Transformation in MSMEs in Bangladesh

Bangladesh has made notable progress in its digital journey. However, although we heard of a lot of digital newcomers in the startup community, they are only native to two significant cities Dhaka and Chattragram. Among the service sector enterprises, basic level digitization and in some of the firms' digitalization has also happened. Very few examples of digital transformation examples can also be seen in the Bangladesh MSME market. However, the trend is very rare in the case of manufacturing MSEs. Number of Fintechs and digital disruptors are active in the Bangladesh market with their solutions for the last mile MSEs to ride on their solutions; however, lack of knowledge, promotion, and support systems are some of the puzzles yet to be solved. The digital transformation of businesses calls for informed and committed steps towards a new journey. Although the results are believed to be transformational if strategic execution is possible; however, for MSEs, such transformation needs handholding, knowledge partnership, financial and technical support system. The following Figure- and – shows what it means by digitally transformed businesses.

Figure- 3: Digital Transformation

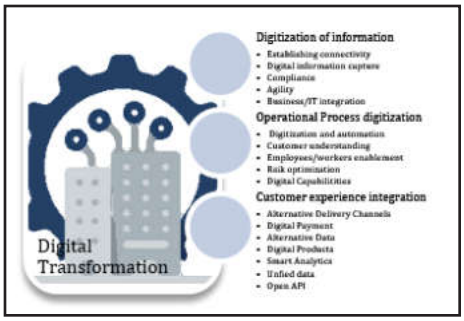

Figure-4: Digital Transformation Trajectory

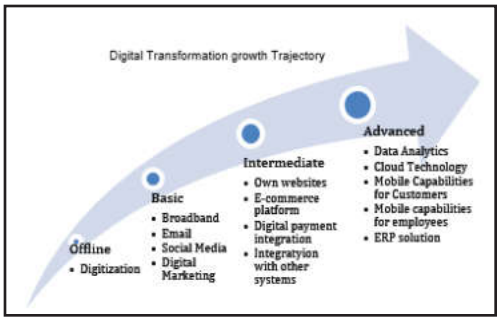

From Figure- and Figure- we can see that digital financial services and particularly digital payment options are one of many priorities businesses need to achieve to transform the business for the modern days. Digital Financial Services has many fold implications for MSMEs. If integrated to the transformation journey, it will seamlessly integrate financial services (payments, savings, investment, credit, insurance and remittances, and other ancillary financial services) into the business and will generate digital information on financial flows in and out of the business which might become treasure Trobe over the time in leveraging the digital data for accessing formal financial services from the financial market and alternative sources.

Digital Financial Services (DFS)

Digital Financial Services (DFS) is the other critical areas for digital economy development in any country. AFI Defines Digital Financial Services (DFS) as “The broad range of financial services accessed and delivered through 'digital channels,' including payments, credit, savings, remittances, and insurance. The digital financial services (DFS) concept includes mobile financial services (MFS). In this context, the term' digital channels' refers to the Internet, mobile phones (both smartphones and digital feature phones), ATMs, POS terminals, NFC-enabled devices, chips, electronically enabled cards, biometric devices, tablets, phablets, and any other digital system. DFS models usually employ agents and the networks of other third-party intermediaries to improve accessibility and lower the overall service delivery cost”.

DFS Landscape of Bangladesh

As per the definition, internet banking, mobile banking, agent banking, branchless banking in Bangladesh are all under the common name of DFS. Over the years, Bangladesh has achieved notable progress in the overall DFS growth, while mobile money growth is phenomenal. Bangladesh has one of the most significant mobile money and the fastest-growing agent banking network. Financial inclusion in Bangladesh is also progressing, leveraging the mobile financial services and agent banking channels.

DFS Infrastructure

Bangladesh Bank has spearheaded the development of a robust infrastructure for running the DFSW ecosystem by introducing automated clearing house (BACH), Bangladesh Automated Cheque Processing Systems (BACPS), Bangladesh Electronic Funds Transfer Network (BEFTN), Mobile Financial Services (MFS), National Payment Switch Bangladesh (NPSB), Real-Time Gross Settlement (RTGS), Payment Systems Operator (PSO), and Online Payment Gateway Service Providers (OPGSPs). Very recently, Bangladesh Bank has issued eKYC guidelines, and the interoperability guidelines are waiting to be released soon.

Figure-5: DFS Ecosystem of Bangladesh

The government is also taken a proactive role in the development of the Financial Sector. The National Identity system of Bangladesh has enabled a secured, authentic identity verification system. Financial Services providers are now leveraging this in onboarding customers with much fewer efforts than earlier.

Introduction of MFS, agent banking, and technology-based banking services, and the robust soft and hard infrastructure for digital financial services sector has enabled the financial sector to serve the last mile clients.

DFS Integration and benefits to MSMEs

Digital Financial Services integration can be the first step towards the digital journey of MSMEs in Bangladesh. It has two-fold impact one for the MSMEs and the other for the digital payment system as a whole. Digital payment options integrated into all transactions offer two benefits

(i) it increases customers and hence revenue, and

(ii) on the other hand, it creates authentic business records or otherwise 'data,' which is now days called the new oil. This 'data' can offer the enterprise with credibility for easy access to financial services like credit, investment, and linkages to bigger businesses.

However, Digital Financial Services alone may not offer the full benefit of the data revolution in the digital age. To fully reap the data benefit, MSMEs need to either build their solutions or ride on existing platforms solutions, which will offer them immense opportunities to develop a new business model and reach more comprehensive customer networks and serve them better.

Digital Transformation-Impacts for MSMEs

The digital transformation of business is the phenomena centered on technological development and the associated change in customer preferences and choices. Tech-savvy consumers are growingly taking center stage, and they will dictate future strategy for long term survival and growth of businesses. Digital technology-based processes will drive the future strategy and growth of enterprise and growth, enabling it to extract more insightful information for informed decision making. This may even force some businesses to revamp their business models also to change their path altogether. Digitally empowered MSMEs will be able to increase revenue, lower risks, decrease cost, and diversify consumer segments over a short period.

More revenue

Physical only operational mode limits an enterprise's market outreach. An online operation can provide significant opportunities for SMEs to grow and increase their income. Client engagement via a company website or shifting to an e-commerce platform or leveraging social media sites like Facebook, WhatsApp, and Instagram can increase sales by allowing SMEs to access new customers in local and overseas markets. It also will enable flexibility of time, geographical location, and delivery to conduct business. A study by Snapdeal in India titled "Impact of e-commerce on SMEs in India," states that an enterprise can potentially improve its revenues by about 51%, thus, today, the growth of SMEs is driven by e-commerce. The study also states that 46% of the SMEs have witnessed significant growth by adopting an online sales channel. Diversified customers also help divide business risk across different locations. The fast-paced growth of the e-commerce and Facebook commerce industry is offering unmatched opportunities for the SME community.

Accessibility to broader customer base

Digital engagements offer MSMEs to explore new market segments, locations, and even other markets overseas, enabling them to compete with the bigger competitors in the industry. Digital marketing via social media like Facebook, WhatsApp, and YouTube and platform economy via e-commerce platforms are bringing cost-effective solutions for the companies in large cities and rural areas alike to connect and trade with customers around the world. E-commerce platforms outspread geographical boundaries, engage in improving customer experience, and provide support for better supply chain solutions. This allows companies to sell 24X7 and increase their customer base rapidly with a limited or negligible increase in operational cost.

Operational efficiencies

Digitization and digitalization allow MSMEs to decrease overall expenditure by streamlining operational and marketing costs. The study by Snapdeal found that MSMEs can optimize marketing spending by 60% to 80% of the total cost.

Improved customer engagement

Issues like Data Analytics and Business Intelligence have brought opportunities for the MSMEs to make better decisions by bringing deeper insights into the customers. Use of customer intelligence and insights to predict their needs, design new products that meet their requirements, and delivering the right products at the right time and a cost-effective price has equipped MSMEs to create new value offerings with next-generation customer engagement capabilities.

Higher employee satisfaction

The digitally transformed business model brings further benefits for employees of Micro small and medium-sized businesses. Companies that have relatively high levels of digital technology-use are more likely to have higher levels of employee engagement and job satisfaction compared to businesses that only have offline operations.

More Innovative

Technology can provide significant innovation opportunities for MSMEs. Innovation is the process of developing and implementing new or improved products, services, procedures, business models, or organizational practices. MSMEs who can seize the opportunity to innovate is likely to thrive, grow, and prosper in the digital era.

More employment

MSMEs are significant sources of Non-farm jobs in Bangladesh. MSMEs can be an essential driver of overall job growth, particularly at the local level through expanding businesses, and Bangladeshi MSMEs, therefore, play a vital role in grassroots economic development within the country.

According to a report by Google conducted in India: "Connected Small Business: Unlocking India's Digital Potential," SMEs moving from being offline to an advanced digital engagement program could generate revenue growth of up to 27%. Around two-third of Indian SMEs that are not digitally engaged are facing a revenue decline of around 8%. Table –3 show how digital transformation supports businesses

Table-3: Impacts of Digital Transformation

	Cost Savings	Productivity	Impact on Business
Technological Transformation (Digitization)	High	Medium	Low
Process Transformation (Digitalization)	Medium	Medium	medium
Digital Transformation (Business Transformation)	Low	High	High

Challenges in implementing Digital Transformation

The latest technology can help enterprises reduce cost & time taken to innovate and offer sophisticated products and services. This allows SMEs to differentiate from peers, optimize costs, and compete on a global level with other corporate giants. However, SMEs in Bangladesh face multiple struggles on account of accessing and using the latest technological advancements. While knowledge and funds continue to hamper the implementation of technology, the absence of a technology-enabled ecosystem technology transfer and interaction with experts is a critical reason for limited adoption.

Lack of awareness about digital transformation

A large number of MSMEs are still unaware of the benefits offered by tech-enabled services like e-commerce and social networking platforms ERP, API, and other emerging issues like AI, Machine learning, cloud computing, Fintechs other technology that enable them to ride on the digital transformation wave.

Weak infrastructure and lack of funds

Lack of capital and collaterals are major deterrents and may force owners to look for funding from informal sources at higher interest rates. Moreover organized support system for technology selection, capacity building, and financial support is absent.

Inefficient regulatory framework

Underdeveloped digital economy infrastructure raises the fear of data security. Data security is defined as the protection of data from unauthorized access, i.e., modification, destruction, or disclosure to others without permission. The most significant security issues arise from malware and cyber-attacks.

Lack of knowledge of inherent technological capabilities

MSMEs development is constrained by insufficient managerial skills and access to specialized talent. Employees lacking digital expertise or who are not familiar with digital technology are often opposed to technology-enhanced subjective decision-making. Providing training can help many small-sized enterprises to digitalize their businesses effectively. To support these enterprises, Small Medium Enterprises Foundation can play a pivotal role.

Governance challenges

All businesses aim to be more efficient & responsive by having better control over finances, access to accurate data, and acquiring new customers. These changes come through robust governance, better communication, efficient coordination, and a comprehensive vision of the organization.

For micro and small enterprises, the sheer size of these enterprises is not suitable for aggressive digital transformation. Such enterprises need to be brought into digital transformation through the platform economy model, where tech-enabled platform companies will invest in building solutions where the MSEs can ride for their digital transformation journey.

MSME Digital Transformation Framework.

MSME sector consists of diversified firms in terms of business process, sizes, and nature of the business, and as such digital transformation of different kinds of enterprise would also be different. National level coordinated efforts are critical for driving such initiative. Singapore has a specific agency for driving the digital transformation of MSMEs. In Malaysia, SME Corporation has particular programs. In Bangladesh, the SME Foundation, as a national SME promotion agency, should lead this initiative by taking specific interventions. For successfully driving digital transformation and integrating digital financial services with the MSME businesses, it is critical to building a network of public and private sector stakeholders and development assistance communities to mobilize technical, technological, and economic resources with a wealth of support from different sources. A master plan is also required to chalk out strategies and engagement mapping with stakeholders. A schema for the proposed “Digital Transformation Hub for MSMEs” could be one in Figure-6. The government of Bangladesh can declare a “Digital MSME” campaign.

mendations:

Bangladesh has built a robust digital economy foundation, and it needs to leverage this to achieve the full potential of the digital economy through the integration of its MSMEs with not only the local consumers but also to the broader world consumers. Given this context, there are many different steps that Bangladesh's digital ecosystem players and various stakeholders of the MSME sector can take to support the digital transformation of MSMEs and new entrepreneurial activities.

(1) MSMEs: Existing MSMEs can evaluate their current business model to identify opportunities for digitization and integration with the digital economy. They should reach out to organizations like SME Foundation, Bangladesh Bank SME & Special Programmes Department, BSCIC similar to other institutions for technical advice. They should think of gradual transformation from legacy systems to the new normal digital system. Entrepreneurs who want to start new ventures should, from the very beginning, evaluate the options for a digital startup.

(2) MSME Association: Associations of various sectors should also establish 'Digital Business development Services' helpdesk for their members and connect with multiple networks that can offer support to MSMEs in this regard. They should also do advocacy at policymakers and regulators level to bring favorable policy and regulatory interventions for supporting the digital transformation of MSMEs.

(3) Fintech/IT Enabled Services provider Association/network: Associations/networks of Fintech/ IT-enabled services providers should come forward with information on how they can offer secured, affordable, and easily understandable digital transformation services to micro and small businesses. Associations/network should encourage their member to come forward with platforms that can scale up to onboard millions of micro and small enterprises to transform their business and integrate into the digital economy.

(4) SME Foundation: SME Foundation has been established to be the center of excellence for MSME development in the country. SME Foundation has already taken the number of breakthrough initiatives for MSME development. SME Foundation should establish a Digital Transformation Hub for MSMEs in Bangladesh to steer the digital transformation of MSMEs. Such a hub can pull both public and private sector resources (technical, financial, network, and managerial) to coordinate a countrywide campaign for digital integration of MSMEs in the digital economy.

(5) Bangladesh small and cottage Industries Corporation (BSCIC): BSCIC has countrywide presence, and BSCIC can utilize their Industrial Park and other networks to spread the idea for digital transformation among the MSMEs.

(6) Bangladesh Bank: Bangladesh Bank have a dedicated department that looks after the MSME development, including entrepreneurship development in the country and other departments of Bangladesh, including Payment Systems, Department, Financial Inclusion Department, and Agricultural Credit Department works for various segments of the MSME enterprises. Bangladesh Bank, through its different initiative, can promote digital transformation among MSMEs. Bangladesh Bank can design specific funds for digital transformation at the subsidized interest rate and can dedicate a particular portion of the current refinances windows for digital transfor4mation lending. Bangladesh Bank should promote digital onboarding and should come up with simplified business accounts where trade licenses requirements for micro-enterprises can be waved for specific years.

(7) Access to Information Programme: a2i has taken lots of initiative for making government services available at the doorstep of citizens. Capacity development, Skill improvement, innovation incentives, and promoting digital financial services are some other areas a2i has made a significant contribution. A2I can take the initiative to support the countrywide campaign for the digital transformation of MSMEs in partnership with development partners, ITES industry, FSPs, ICT division, and SME Foundation.

(8) Ministry of Finance: Ministry of Finance should come up with fiscal support for digital; transformation of MSMEs by way of tax incentives for digital transformation investment. Ministry of Finance can also support innovation fund for innovators where solutions will be able to onboard millions of MSMEs into digital platforms for their digital transformation.

(9) Ministry of Industries: Ministry of Industries is the focal point for MSME development in the public sector. Ministry should come up with a digital transformation policy MSMEs where it can offer guidelines to all concerned entities for a concerted effort.

(10) ICT Division: ICT division is doing a great job in creating a strong foundation for the digital economy to take a firm launch in Bangladesh. Without a digital transformation of the millions of MSMEs in the country, the dream for a 'digital Bangladesh' might not be possible to realize fully. ICT division should take up steps to support SME Foundation in establishing a Digital Transformation Hub for MSMEs through technical, financial, and network support.

Md. Ashraful Alam
Country Project Coordinator
Shaping Inclusive Finance Transformation (SHIFT)
United Nations Capital Development Fund

চিত্রে এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি ৬ষ্ঠ জাতীয় এসএমই মেলা ২০১৮ -এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন

জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০১৮ -এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি

৭ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০১৯ -এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি মাননীয় শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি

৭ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০১৯ এ আয়োজিত এসএমই খাতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য অ-আর্থিক প্রতিবন্ধকতা এবং উত্তরণের উপায় বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য প্রদান করছেন এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন কে এম হাবিব উল্লাহ

এসএমই পণ্য মেলা আয়োজনের রূপরেখা চূড়ান্তকরণ বিষয়ক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিম

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন এবং শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় স্থান অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুরস্কার গ্রহণ করছেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম

ক্লাস্টার অর্থায়নের উদ্দেশ্যে ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড -এর সঙ্গে চুক্তিনামা স্বাক্ষর

Furniture Sector Study in Bangladesh বিষয়ে পরিচালিত গবেষণা প্রতিবেদনের ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ

চরকা ঘুরিয়ে হেরিটেজ হ্যান্ডলুম ফেস্টিভ্যাল ২০১৯ -এর উদ্বোধন করছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. এ. মান্নান এমপি ও অতিথিবৃন্দ

হেরিটেজ হ্যান্ডলুম ফেস্টিভ্যাল ২০১৯ -এর সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি

হেরিটেজ হ্যান্ডলুম ফেস্টিভ্যাল ২০১৯ -এ বয়ন ও কারুশিল্পের উন্নয়নে ইনোভেশন ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ক সেমিনার

Women Entrepreneurs in SMEs: Bangladesh Perspective 2017 গবেষণা গ্রন্থটির মোড়ক উন্মোচন করছেন
শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএমই উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সাফল্য উপস্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ আখতারুজ্জামান

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২০ -এ সেরা প্যাভিলিয়নের পুরস্কার হাতে এসএমই উদ্যোক্তাবৃন্দ

এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলন পরিদর্শন করছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি

নরসিংদী আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা ২০১৯ -এর উদ্বোধন করছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি

গাইবান্ধা আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা ২০১৯ -এর উদ্বোধন করছেন হুইপ মাহবুব আরা গিনি এমপি

নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ফ্যাশন জুয়েলারি প্রস্তুতকরণ প্রশিক্ষণের সমাপনী ও সনদ বিতরণ

বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্‌শি সিলেট আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা ২০১৯ শ্রেষ্ঠ স্টলের জন্য পুরস্কৃত করছেন

ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, গাজীপুর

হেরিটেজ হ্যান্ডলুম ফেস্টিভ্যাল ২০১৮ উদ্বোধন করছেন প্রধান অতিথি অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত এমপি ও বিশেষ অতিথি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি

ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য ই-কমার্স এবং ই-বিপণন সুবিধা নিয়ে পাবনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন জেলা প্রশাসক

বিউটিফিকেশন ও বিউটিপার্লার ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ সমাপনীতে সনদ বিতরণ

২০১৯-২০ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের জন্য এসএমই-বান্ধব বাজেট (ট্যাক্স, ভ্যাট ও ট্যারিফ সংক্রান্ত) প্রস্তাবনা তৈরির লক্ষ্যে যৌক্তিকীকরণ কর্মশালা আয়োজন

এসএমই খাতে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষার ভূমিকা এবং করণীয় নিরূপণের লক্ষ্যে 'Vocational Education for EmergingSMEs in Bangladesh' সংলাপ আয়োজন

চট্টগ্রামের পূর্ব মাদারবাড়ি পাদুকা ক্লাস্টারে ডিজাইনিং ও প্যাটার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং এর সঠিক কৌশল প্রয়োগে পাদুকা উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

Development of SMEs in Bangladesh: Lessons from German Experiences শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন কর্মশালা

চট্টগ্রামে আয়োজিত নতুন উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রাপ্তি বিষয়ক সেমিনার এবং ম্যাচমেকিং প্রোগ্রাম

ফাউন্ডেশনে আয়োজিত ই-কমার্স ফর এসএমই'জ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

চিত্রে এসএমই ফাউন্ডেশনের জাতীয়, আঞ্চলিক ও অন্যান্য মেলা

'৬ষ্ঠ জাতীয় এসএমই মেলা ২০১৮' -এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি '৬ষ্ঠ জাতীয় এসএমই মেলা ২০১৮' পরিদর্শন করছেন

'৭ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০১৯' এর শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী ও অতিথিবৃন্দ

মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি
জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০১৯ পরিদর্শন করছেন

৭ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলায় আয়োজিত 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের ই-কমার্সের সুবিধা' শীর্ষক সেমিনার

৭ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলায় আয়োজিত 'রিলেশনশিপ ব্যাংকিং এবং টেকসই অর্থায়ন: এসএমই ফাউন্ডেশনের অভিজ্ঞতা' শীর্ষক সেমিনার

৭ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলায় আয়োজিত Intellectual Property Rights for Growth of SMEs শীর্ষক সেমিনার

৭ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলায় আয়োজিত 'এসএমই খাতে নারী উদ্যোক্তাদের অ-আর্থিক প্রতিবন্ধকতা এবং উত্তরণের উপায়' শীর্ষক সেমিনার

হেরিটেজ হ্যান্ডলুম ফেস্টিভ্যাল ২০১৯ এ উদ্যোক্তা ও ডিজাইনারদের সাথে অতিথিবৃন্দ

হেরিটেজ হ্যান্ডলুম ফেস্টিভ্যাল ২০১৯ এ আগত সম্মানিত ক্রেতা-দর্শনার্থীদের সাথে মাননীয় শিল্প মন্ত্রী

বান্দরবান আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা ২০২০ উপলক্ষ্যে আয়োজিত শোভাযাত্রায় উপস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং

ঝিনাইদহ আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা ২০২০

চট্টগ্রাম আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা ২০২০

পটুয়াখালী আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা ২০২০ -এ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় সাংসদ ও সাবেক ধর্ম প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট শাহজাহান মিয়া এমপি

জয়পুরহাট আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা ২০২০

যশোর আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা ২০২০

শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিম নারায়নগঞ্জ আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা ২০২০ -এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন

পিরোজপুর আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা ২০২০

ভোলা আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা ২০২০

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২০ এ সংরক্ষিত প্যাভিলিয়ন ক্যাটাগরিতে তৃতীয় স্থান অর্জনে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশীর কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন ফাউন্ডেশনের সহকারী মহাব্যবস্থাপক ফাহিম-বিন-আসমাত

চীনের আন্তর্জাতিক মেলায় এসএমই ফাউন্ডেশনের অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদল

Frankfurt International Trade Fair (Ambiente) মেলায় এসএমই ফাউন্ডেশনের অংশগ্রহণ

৮ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২০
অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তা

১

প্রতিষ্ঠানের নাম : **এ্যাডভান্সড ইকুপমেন্ট লিমিটেড**
উদ্যোক্তার নাম : মোহাম্মদ সাঈদুল ইসলাম
ঠিকানা : ৫৩ করওয়ান বাজার বা/এ (৬ষ্ঠ তলা), তেজগাঁও, ঢাকা
ফোন : ৮১৪২১৪৩,
মোবাইল : ০১৮১৬৪৬১৫৬৯
ই-মেইল : info@ael-bd.net
ওয়েবসাইট : www. ael-bd.net
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য

২

প্রতিষ্ঠানের নাম : **এগ্রো মেশিনারী ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড**
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ শেখ সাদী
ঠিকানা : হাউজ-৩১, রোড-১৪, ডিআইটি প্রজেক্ট, মেরুল বাড্ডা
কারখানা : দামুড়হুদা, দর্শনা বাসস্ট্যান্ড, চুয়াডাঙ্গা
মোবাইল : ০১৭০৪১৭১৯৯০
ই-মেইল : amiltdbd@gmail.com, mehedi1923@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.amiltdbd.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : চপার মেশিন, ভুট্টা মাড়াই মেশিন, প্রেসার, পটেটো হারভেস্টার, ধান মাড়াই মেশিন, কেক মিক্সার, পল্সমেশিন, ফিসফিড ও আখ কাঁটার মেশিন ইত্যাদি

৩

প্রতিষ্ঠানের নাম : **ইমটেক্স প্যাকেজিং**
উদ্যোক্তার নাম : মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার
ঠিকানা : চ-৫৯, উত্তর বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা-১২১২
মোবাইল : ০১৯৮০০০৪৩০০
০১৭০৪১৭১৯৯০
ই-মেইল : sattar.imtex@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : প্যাকেজিং মেশিন

৪

প্রতিষ্ঠানের নাম : **জনতা ইঞ্জিনিয়ারিং**
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ গুলি উল্লাহ
ঠিকানা : সরোজগঞ্জ বাজার, চুয়াডাঙ্গা-৭০০
মোবাইল : ০১৭১১৯৬০৮৬১
কারখানা : দামুড়হুদা, দর্শনা বাসস্ট্যান্ড, চুয়াডাঙ্গা
মোবাইল : ০১৭০৪১৭১৯৯০
ই-মেইল : janataengineering@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : কৃষি যন্ত্রপাতি গবেষণা, উন্নয়ন, প্রস্তুত ও সরবরাহকারী

৫

প্রতিষ্ঠানের নাম : **টপটেক এন্টারপ্রাইজ**
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ আরিফুল আলম
ঠিকানা : ৩৮৫/৬, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, হাতিরপুল, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫।
মোবাইল : ০১৭১১৯৬০৮৬১
০১৭১৭১৮০৮৫৭
ই-মেইল : toptechbd@yahoo.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, ওয়াটার পিউরিফিয়ার , ড্রিংকিং ওয়াটার ইত্যাদি

৬

প্রতিষ্ঠানের নাম : **রংপুর ফাউন্ড্রী লিঃ**
উদ্যোক্তার নাম : আহসান খান চৌধুরী
ঠিকানা : ১০৫ মধ্য বাড্ডা, প্রাণ আর এফ এল সেন্টার, ঢাকা-১২১২।
মোবাইল : ০১৯১২২৫৭০৫৫
ইমেইল : mkty102@pasyomp.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : টিউবওয়েল, সেন্ট্রিফিউগেল পাম্প, এগ্রি কালচার ইকুপমেন্ট

৭

প্রতিষ্ঠানের নাম : **ব্রাদার্স ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিজ**
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ মফিজুল ইসলাম
ঠিকানা : শাঙ্গা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭১২৬৭৯৬৩৬
ইমেইল : brothersewbd@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : প্লাস্টিক ডাইস

৮

প্রতিষ্ঠানের নাম : **আর, ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ**
উদ্যোক্তার নাম : আশরাফ ইবনে নূর
ঠিকানা : হাউজ-৯, বি/৩, রোড-৪, ধানমন্ডি, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৬২০৪১৮৯২৬
ইমেইল : ashraf.noor09@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : ইঞ্জিন ফিল্টার

৯

প্রতিষ্ঠানের নাম : **আবির এন্টারপ্রাইজ**
উদ্যোক্তার নাম : মোহাম্মদ ইফতেখার রহমান
ঠিকানা : বি-২৩৭, খিলগাঁও চৌধুরীপাড়া, ঢাকা-১২১৯
ফোন : ৭২৫১৭০১
মোবাইল : ০১৭১৫২১২৪৯৯
ই-মেইল : ae.groupbd@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : Incubator Machine, Digital Remote Control Screen, Auto Mist (Water Spray) Machine for Garden & Farm, Drip Irrigation System.

১০

প্রতিষ্ঠানের নাম : **হালিমা টেলিকম ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ**
উদ্যোক্তার নাম : আবুল কালাম হাসান টগর
ঠিকানা : হালিমা সিরাজ টাওয়ার, পশ্চিম চাঁদপুর, কুমিল্লা
মোবাইল : ০১৭১১৮০৬১২৩
ইমেইল : akhasan@halimagroup.com
ওয়েবসাইট : www.halimagroup.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : ইলেকট্রিক্যাল পণ্য (মোবাইল চার্জার, ব্যাটারি ও পাওয়ার ব্যাংক)

১১

প্রতিষ্ঠানের নাম : **পিস এন্ড লেমন ক্রাফটসম্যানশিপ লিমিটেড**
উদ্যোক্তার নাম : মশিউর রহমান
ঠিকানা : ৫৬৫/এ, উত্তর কাফরুল (২য়তলা), ঢাকা
মোবাইল : ০১৮২৩৪৫৮৪৮২, ০১৭৪৫৬৯৫৪৫২
ই-মেইল : mashiurrahman74@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : চামড়া দ্বারা তৈরিকৃত মানিব্যাগ, বেল্ট (ম্যান ও উইমেন), ল্যাপটপ ব্যাগ, লেডিস ব্যাগ ও ট্রাভেল ব্যাগ ইত্যাদি

১২

প্রতিষ্ঠানের নাম : **পিপলস ফুটওয়ার এন্ড লেদার গুডস**
উদ্যোক্তার নাম : মোহাঃ রেজবিন বেগম
ঠিকানা : জিরাবো, অস্তলিয়া, সাভার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭৩৪৭৮৯৬৭৫
ই-মেইল : plg.pk2015@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.peoplesplg.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : লেদার সুজ, স্যান্ডেল, বেল্ট, মানিব্যাগ, ওয়ালেট, লেডিস ব্যাগ

১৩

প্রতিষ্ঠানের নাম : **টিএএম ক্রিয়েশন**
উদ্যোক্তার নাম : তানহা আক্তার মুক্তা
ঠিকানা : ২৩৫ উত্তর গোড়ান, সিপাহীবাগ, খিলগাঁও,ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১৪৬১১৮৫৯
ই-মেইল : anhaakther77@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন ও বিপণন

১৪

প্রতিষ্ঠানের নাম : **এম এম এন্টারপ্রাইজ**
উদ্যোক্তার নাম : কাজী মহসিন মোমিন
ঠিকানা : ৪/৬৮, ইস্টার্ণ প্লাজা, হাতিরপুল, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯১২২৬৫৫২২
ই-মেইল : kmohsin.momin@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ

১৫

প্রতিষ্ঠানের নাম : **শাবাব লেদার**
উদ্যোক্তার নাম : মাকসুদা খাতুন
ঠিকানা : ৬৩/১১, গজমহল, হাজারিবাগ,ঢাকা-১২০৯
মোবাইল : ০১৮২১০২০১০০, ০১৬১০৮৯২৩৪৩
ইমেইল : Shabableather3012@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনকারী ও বিক্রেতা

১৬

প্রতিষ্ঠানের নাম : **কমফোর্ট লেদার**
উদ্যোক্তার নাম : মমতাজ ইয়াছমিন, তাহমিনা আক্তার
ঠিকানা : ৫১, শেরে বাংলা রোড, হাজারিবাগ, ঢাকা-১২০৯।
মোবাইল : ০১৬২৭৩২২৩৭৪, ০১৭৭৬৭৮৩৩৩১
ইমেইল : comfortleatherbd@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : লেদার জেনস অফিস ব্যাগ, লেদার সাইড ব্যাগ, লেদার মেসেঞ্জার ক্রস ব্যাগ, লেদার লেডিস ব্যাগ, লেদার লেডিস পার্স, লেদার ল্যাপটপ ব্যাগ, মানিব্যাগ, লেদার বেল্ট ইত্যাদি

১৭

প্রতিষ্ঠানের নাম : **এম এন্ড বি ইন্টারন্যাশনাল**
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ বজলুল আলী খান
ঠিকানা : দোকান নং-১৪, (২য় তলা),রজনীগন্ধ্যা-টাওয়ার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬
মোবাইল : ০১৭৪৪১৪৫২২২, ০১৫২১৩৯২২২৬
ইমেইল : bazlurrahmanfe9001@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য

১৮

প্রতিষ্ঠানের নাম : **এনেক্স বাংলাদেশ**
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ মোস্তফা (দিপু)
ঠিকানা : ৬২/১, শেরে বাংলা রোড, রায়ের বাজার, (মদিনা মসজিদের উল্টো পাশে) ঢাকা-১২০৯।
মোবাইল : ০১৮৪২৮০০৪৯১
ইমেইল : annexbdltd@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : লেদার অফিস ব্যাগ, ল্যাপটপ ব্যাগ, লেডিস ব্যাগ, মানিব্যাগ, বেল্ট, লেদার জ্যাকেট, লেদার জায়নামাজ, লেদার সু, স্যান্ডেল, অফিসিয়াল আইটেম, কি রিং ইত্যাদি

১৯

প্রতিষ্ঠানের নাম : **নওশীন মাল্টি ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল**
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ নুর ইসলাম বাবু
ঠিকানা : গোলাম নবী সুপার মার্কেট, জিরানী বাজার, কাশিমপুর,গাজীপুর।
মোবাইল : ০১৭১৬৭৬৯৬৭২
ইমেইল : babu.btunghaigroup@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়ার

২০

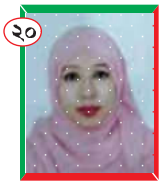

প্রতিষ্ঠানের নাম : **উষা হ্যান্ডিক্র্যাফটস**
উদ্যোক্তার নাম : সামিরা আহসান
ঠিকানা : বাড়ি-৩৬/৯, ব্লক-১, জহুরী মহল্লা, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর,ঢাকা-১২০৭।
মোবাইল : ০১৭৬২৫০৬০৯০
ইমেইল : ushacrafts2014@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : চামড়াজাত পণ্য, টেরাকোটা, মৃৎ শিল্প, জুট, কাঠের পণ্য ইত্যাদি

২১

প্রতিষ্ঠানের নাম : **ভাইপার লেদার**
উদ্যোক্তার নাম : এস, এম, মোস্তাফিজুর রহমান বায়েজীদ
ঠিকানা : ক-২৯, শাহজাদপুর, গুলশান, ঢাকা
মোবাইল : ০১৬১২১৪৩৭৬৭
ইমেইল : viperleather@yahoo.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : চামড়াজাত পণ্য, জুতা, ব্যাগ

২২

প্রতিষ্ঠানের নাম : **টপ লেদার**
উদ্যোক্তার নাম : মোছাঃ কানিজ ফাতেমা
ঠিকানা : ১০৭, হাজারিবাগ, টেনারি এরিয়া, ঢাকা-১২০৯।
মোবাইল : ০১৬৮৮১৫৩৭৩৩
ইমেইল : topleatherbd@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনকারী

২৩

প্রতিষ্ঠানের নাম : **ম্যাটস্ কটেজ লিমিটেড**
উদ্যোক্তার নাম : আকরাম হোসেন
ঠিকানা : ১৭/১/এ, কুনিপাড়া, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা-১২০৮
মোবাইল : ০১৭২০৯৯৯৫৭৯
ইমেইল : akram.maats@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : চামড়া ও পাটের পণ্য উৎপাদনকারী

২৪

প্রতিষ্ঠানের নাম : **প্যাক্স লদারস**
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ মাসুদ রানা
ঠিকানা : ২৮, বাগদাদ শপিং কমপেক্স, মিরপুর-১, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৯৭১০৭৫০৭৫
ইমেইল : paxleathers100@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : চামড়াজাত পণ্য

২৫

প্রতিষ্ঠানের নাম : **কালুহাটী পাদুকা শিল্প মালিক সমবায় সমিতি লিমিটেড**
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ সোহেল রানা
ঠিকানা : কালুহাটী, রুস্তমপুর-৬২৮০, চারঘাট, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭২৫৮৬০৭৫১
ইমেইল : sohelranapadukashilpo@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : সকল ধরনের চামড়ার স্যান্ডেল, ব্যাগ, মানিব্যাগ, বেল্ট, চাবি রিং, লেডিস পার্টস

২৬

প্রতিষ্ঠানের নাম : **ঢাকা লেদার এক্সপোর্ট**
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ মনিরুজ্জামান
ঠিকানা : ১২৪, হাজারীবাগ, টেনারি এরিয়া হাজারীবাগ, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৮১৯২৮৯০৫১
ইমেইল : dlex_moni@yahoo.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : চামড়াজাত পণ্য

২৭

প্রতিষ্ঠানের নাম : স্যামু লেদার
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ মমিন দেওয়ান
ঠিকানা : রোড-১, বাড়ি-৪৯, ব্লক-সি, ঢাকা উদ্যান, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
মোবাইল : ০১৭৭৮৭৮২৮৯৬
ইমেইল : samoleather0@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : চামড়াজাত পণ্য

২৮

প্রতিষ্ঠানের নাম : ডিজাইন বাই রুবিনা
উদ্যোক্তার নাম : রুবিনা আক্তার মুন্নি
ঠিকানা : ৬৬, মনিপুরি পাড়া, ফ্ল্যাট-এ/৩, তেজগাঁও, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭১৭১৫৪১৪৮
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : চামড়াজাত পণ্য

২৯

প্রতিষ্ঠানের নাম : ফটো লেদার
উদ্যোক্তার নাম : মাহবুবা বেগম
ঠিকানা : ৭৯৭, কাজীপড়া, মিরপুর, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৯৩৭৬৭২৪৯৯
ইমেইল : fotoleather@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : চামড়ার বেল্ট, জুতা, মানিব্যাগ, ব্যাগ

৩০

প্রতিষ্ঠানের নাম : ট্রপস্
উদ্যোক্তার নাম : আকরাম হোসেন
ঠিকানা : ৫৪৭/২, ইপিবি চত্বর, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬
মোবাইল : ০১৬৮২১৪১৬৭১
ইমেইল : tropsbd@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : লেদার ব্যাগ পণ্য

৩১

প্রতিষ্ঠানের নাম : লেদারিনা প্রাইভেট লিমিটেড
উদ্যোক্তার নাম : তাসলিমা মিজি
ঠিকানা : ৫৫/২, আল মদিনা ট্যানারি, হাজারিবাগ, ঢাকা-১২০৯।
মোবাইল : ০১৭৫০২৪২৬৮৫
ইমেইল : leatherina@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : লেদার, জুট, ফ্যাব্রিকের ব্যাগ, ওয়ালেট এবং অন্যান্য

৩২

প্রতিষ্ঠানের নাম : থ্রী টেক
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ তাছনিম আলম
ঠিকানা : ৩৮৬/৫, হাজারিবাগ, ঢাকা-১২০৯।
মোবাইল : ০১৬১৬৬৫৪৭৫৫
ইমেইল : tasnim.3tech@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : চামড়াজাত পণ্য, ব্যাগ, বেল্ট, মানিব্যাগ, জ্যাকেট ইত্যাদি

৩৩

প্রতিষ্ঠানের নাম : সি বি কে কর্পোরেশন
উদ্যোক্তার নাম : মোহাম্মদ আবিদ রহমান
ঠিকানা : প্লট নং-জেড-ই-৩০, চামড়া শিল্প নগরী, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৬৭০৯৫০৬৮২
ইমেইল : abidrahman01@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : চামড়াজাত পণ্য

৩৪

প্রতিষ্ঠানের নাম : কোজী লেদার লিঃ
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
ঠিকানা : জালাল টাওয়ার, নতুন পাড়া, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা-১৩৪০
মোবাইল : ০১৮১৭৫৮৩৫৫৮
ইমেইল : hasan00953@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য

৩৫

প্রতিষ্ঠানের নাম : সুপার ফিট
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ কামরুজ্জামান
ঠিকানা : আলম নগর, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৬২৫৩০৮২৫৬
ইমেইল : loyel.venture@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : চামড়াজাত পণ্য, সু, স্যান্ডেল, লেদার গুডস

৩৬

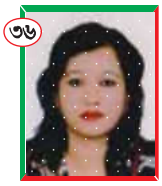

প্রতিষ্ঠানের নাম : স্মার্ট লেদার প্রডাক্টস্
উদ্যোক্তার নাম : মাসুদা ইয়াসমিন উর্মি
ঠিকানা : ৩৯/১/এ, হাজারিবাগ, ট্যানারি এলাকা, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৬৭৫৪৮২৬৬৬
ইমেইল : urmy@smartleather.com.bd
ওয়েবসাইট : www.smartleather.com.bd
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : চামড়ার তৈরি লেডিস ব্যাগ, অফিস ব্যাগ, মানি ব্যাগ, বেল্ট ইত্যাদি

৩৭

প্রতিষ্ঠানের নাম : ক্লাইফার ফ্যাশান
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ শাহেদুল হক ইয়াশ
ঠিকানা : ১১/১২ কাজীরবাগ লেন, হাজারীবাগ, ঢাকা
মোবাইল : ০১৬১২২৫৯৩২৭
ইমেইল : clyfarfashion@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : চামড়াজাত পণ্য

৩৮

প্রতিষ্ঠানের নাম : রেনে বাংলাদেশ
উদ্যোক্তার নাম : সানজানা জামান
ঠিকানা : মসজিদ-ই-নূর, ডগাইর পশ্চিম পাড়া, সারুলিয়া, ডেমড়া, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৯৯০৫৯৯৮২৯
ইমেইল : sanjanagamanadi@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : চামড়া ও কাপড় দিয়ে তৈরি নানাবিধ ব্যাগ ও হস্তশিল্প তৈরি ও সরবরাহকারী

৩৯

প্রতিষ্ঠানের নাম : আশরাফ লেদার গুডস্ এন্ড ফুটওয়্যার
উদ্যোক্তার নাম : আশরাফ উদ্দিন
ঠিকানা : ৩৩২/১ আশ্রাফাবাদ, মাদ্রাসা পাড়া, কামরাঙ্গীচর, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭৪৬৬৫৫৬৭৮
ইমেইল : asraf@dhakatech.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : চামড়ার জুতা, সেন্ডেল, ব্যালেরিনা, পিপটো, ব্যাগ, পাউচ, বেল্ট ইত্যাদি

৪০

প্রতিষ্ঠানের নাম : কুসুম কলি সু ফ্যাক্টরী
উদ্যোক্তার নাম : নাজমা খাতুন
ঠিকানা : ২৯০, লতিফপুর, দক্ষিণ পাড়া, কাশিমপুর, গাজীপুর।
মোবাইল : ০১৭১২৬৫৯৬৭৪
ইমেইল : kksf.id@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : জুতা, সেন্ডেল উৎপাদনকারী

৪১

প্রতিষ্ঠানের নাম : **বাংলাদেশ ট্রেড সেন্টার লিঃ**
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ তোজাম্মেল হোসেন
ঠিকানা : ৩৫৮ রায়ের বাজার, পশ্চিম ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।
মোবাইল : ০১৭৮৭৭২৪৫৭৩
ইমেইল : bdtcjapan@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : লেদার গুডস

৪২

প্রতিষ্ঠানের নাম : **বেঙ্গল ব্রেইডেড ব্যাগস লিঃ**
উদ্যোক্তার নাম : শাহেদুল ইসলাম
ঠিকানা : হাউজ ১৫, রোড-১২, ব্লক-এফ, নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা
ফোন : ৮৮৩৬০১৫-৭
মোবাইল : মোবাইল: ০১৭১১৫২৪৯০৫
ইমেইল : bbr1@dhaka.net
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : ব্রেইডেড ব্যাগস, জুট ব্যাগ, ফ্লোর কভার ম্যাটস, টেবিল ম্যাট।

৪৩

প্রতিষ্ঠানের নাম : **আনা ফ্যাশন**
উদ্যোক্তার নাম : নার্গিস আহম্মেদ
ঠিকানা : ফজর আলী গার্ডেন সিটি, চিটাগাং রোড, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
মোবাইল : ০১৯৭৩১৪৭০৩৫
ইমেইল : a.nargis2010@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : জুট প্রোডাক্টস বৈচিত্র্যময় পাটজাত পণ্যসমুহ

৪৪

প্রতিষ্ঠানের নাম : **তুলিকা**
উদ্যোক্তার নাম : ইসরাত জাহান চৌধুরী
ঠিকানা : হাউজ-২৮, রোড-১৬, সেক্টর-১২, উত্তরা ১২৩০,ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭৭৭৬৫৪১১৪
ইমেইল : esrat@tulika-eco.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বৈচিত্র্যময় পাটজাত পণ্য উৎপাদনকারী ও রপ্তানী কারক

৪৫

প্রতিষ্ঠানের নাম : **মেসার্স আমালী এক্সপোর্ট ইমপোর্ট**
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ আলী জাকির
ঠিকানা : হাউজ-২৪২, রোড-১৭ (লেক ভিউ), মহাখালী ডিওএইচএস, ঢাকা-১২০৬
মোবাইল : ০১৬১০০০৩৮৩৮
ইমেইল : mdalizakir@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বৈচিত্র্যময় পাটজাত পণ্য

৪৬

প্রতিষ্ঠানের নাম : **ফাইন ফেয়ার ক্রাফট**
উদ্যোক্তার নাম : মোছাঃ শাহানা বেগম
ঠিকানা : ক-৪৯/৪, নন্দা, গুলশান, ঢাকা-১২১২
মোবাইল : ০১৭৯৪৬২৭২৬১
ইমেইল : finefaircraft14@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : পাট পণ্য

৪৭

প্রতিষ্ঠানের নাম : **রংপুর ক্রাফট**
উদ্যোক্তার নাম : স্বপ্না রাণী সেন
ঠিকানা : জেল রোড, ধাপ, রংপুর।
মোবাইল : ০১৭১২৬১৬৩২৭
ইমেইল : rangpurcraft@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : শতরঞ্জি, টেবিল ব্যাট, ব্যাগ ইত্যাদি

৪৮

প্রতিষ্ঠানের নাম : **সুই ধাগা**
উদ্যোক্তার নাম : জাহানারা বেগম (পপি)
ঠিকানা : গাজী আকন্দ নীড় ১৪ক/৩, গোহাইল কান্দি (পূর্ব) ময়মনসিংহ।
মোবাইল : ০১৭১১০৪৯৩৫৬
ইমেইল : z35gaziliton@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : পাটজাত পণ্যসমূহ

৪৯

প্রতিষ্ঠানের নাম : **কোর দি জুট ওয়ার্কস**
উদ্যোক্তার নাম : বর্ষা গীতি বাড়ৈ
ঠিকানা : হাউজ-২৭, রোড-১১৯, ব্লক- সিইএস (বি), গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।
মোবাইল : ০১৯৮০০০৮৫৪১
ইমেইল : mail@cjwbd.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : পাটজাত পণ্য, পাতার পণ্য, সুতির পণ্য, রেশমজাত পণ্য, মাটির পণ্য প্রভৃতি

৫০

প্রতিষ্ঠানের নাম : **আইডিয়াল ক্রাফ্ট**
উদ্যোক্তার নাম : আলফ্রেড চৌধুরী
ঠিকানা : প্লট-১৬/৬, বাবর রোড, ব্লক-বি, ৫ম তলা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
মোবাইল : ০১৭১৫৮৯৫৫০৯
ইমেইল : issdmym@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : পাটজাত পণ্য, তাঁতের শাড়ি, শাল, ওড়না, মনিপুরী পণ্য, হস্তশিল্পজাত বুটিক পোশাক, হস্তশিল্পজাত চামড়ার স্যান্ডেল ইত্যাদি

৫১

প্রতিষ্ঠানের নাম : **শখ ক্রাফ্টস**
উদ্যোক্তার নাম : রাজিয়া সুলতানা
ঠিকানা : ১/১৪,দক্ষিণ পল্লবী, সেকশন-৭, মিরপুর, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭১১৫৪৪৫৯৬
ইমেইল : ushacrafts2014@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : জুট প্রডাক্টস

৫২

প্রতিষ্ঠানের নাম : **সিনটিলা**
উদ্যোক্তার নাম : মীর আশরাফ আলী
ঠিকানা : ৩৪৩-৩৪৪ তেজগাঁও, ১/এ, ঢাকা-১২০৮।
মোবাইল : ০১৮১৯২৬৮৯৭৭
ইমেইল : greenlivesbags@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : হ্যান্ডিক্র্যাফট, জুট এন্ড কটন ব্যাগ ইত্যাদি

৫৩

প্রতিষ্ঠানের নাম : **জুটমার্ট এন্ড ক্রাফ্ট ইন বাংলাদেশ**
উদ্যোক্তার নাম : খালেদা সুলতানা
ঠিকানা : ৬০/২/ক/১, মেরাদিয়া, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।
মোবাইল : ০১৮১১৪১৪৩৯১
ইমেইল : jutemartbd@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বিভিন্ন ধরনের ব্যাগ, হোম ডেকর ইত্যাদি

৫৪

প্রতিষ্ঠানের নাম : **ক্রিয়েটিভ জুট টেক্সটাইল প্রোডাক্টস**
উদ্যোক্তার নাম : অজিত কুমার দাস
ঠিকানা : কুকুরমারা, নারায়ণপুর, নরসিংদী।
মোবাইল : ০১৭১১৯৭৫৫৬৭
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বহুমুখী পাট পণ্য উৎপাদন ও বিপণন

৫৫

প্রতিষ্ঠানের নাম : গোল্ডেন রোপ
উদ্যোক্তার নাম : মোবাশ্বেরা রহমতউল্লাহ্
ঠিকানা : ১২৭ নতুন আরাম বাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
মোবাইল : ০১৬৭১০৫৭০০৮
ইমেইল : n.n.maruf@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : পাটজাত পণ্য উৎপাদন (চিংড়ী, পর্দা, ব্যাগ, ম্যাট, কচ্ছপ, গয়না ও বিভিন্ন ধরনের পণ্য)

৫৬

প্রতিষ্ঠানের নাম : ট্রিম টেক্স বাংলাদেশ
উদ্যোক্তার নাম : সাহিদা পারভীন
ঠিকানা : বি-এ, ব্ল-১১ , দক্ষিণ বাড্ডা, ঢাকা-১২১২
মোবাইল : ০১৭৩০৩১৩০৮৩
ইমেইল : shahida@bkbd.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : পাটজাত পণ্য উৎপাদনকারী ও রপ্তানীকারক

৫৭

প্রতিষ্ঠানের নাম : কারুকাজ
উদ্যোক্তার নাম : আবদুল খালেক
ঠিকানা : ২১ শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল : ০১৯১৯৩৮০৭৯৪, ০১৯১৩৩৮০৭৯৪
ইমেইল : karukaj.info@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বহুমুখী পাট ও পাটজাত দ্রব্য

৫৮

প্রতিষ্ঠানের নাম : শতরঞ্জি পল্লী রংপুর লিঃ
উদ্যোক্তার নাম : মনিরা বেগম
ঠিকানা : শতরঞ্জি পাড়া, নিশবেতগঞ্জ, উপশহর, রংপুর।
মোবাইল : ০১৭৫৫৫৭৪৫৫৫
ইমেইল : satranjipallirangpurltd@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : শতরঞ্জি, পাট পণ্য ও তাঁতের পণ্য

৫৯

প্রতিষ্ঠানের নাম : রাহেলা জুট ক্রাফট
উদ্যোক্তার নাম : শামীম আরা দীপা
ঠিকানা : ১৬৫/১, তেজকুনিপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭২৬০২০৬০৬
ইমেইল : shamimaradipa@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : পাটের তৈরি পণ্য

৬০

প্রতিষ্ঠানের নাম : ফারজানাস্ জুট এন্ড ক্রাফটস
উদ্যোক্তার নাম : সৈয়দা ফারজানা ইয়াসমীন
ঠিকানা : হাউজ-২৬/এ, রোড-১০, পি.সি কালচার হাউজিং মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৯৮১৩৭৭৬৮৮
ইমেইল : yesminfarjana78@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : পাট পণ্য

৬১

প্রতিষ্ঠানের নাম : জুট ক্রাফটস্ বাংলা
উদ্যোক্তার নাম : এ কে এম নেয়ামত উল্লাহ্ বাবু
ঠিকানা : ১৯৭, নয়াটোলা, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
মোবাইল : ০১৯৭৯০৩৯৪০৭
ইমেইল : nayamatbabu@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : সকল প্রকার পাট ও পাটজাত পণ্য

৬২

প্রতিষ্ঠানের নাম : গোল্ডেন ফাইবার এশিয়া
উদ্যোক্তার নাম : তৌহিদ হোসেন
ঠিকানা : ৪৬৫, ৪র্থ তলা, পূর্ব কাজীপাড়া, কাফরুল, ঢাকা-১২১৬।
মোবাইল : ০১৯২৭১১১০০০
ইমেইল : info@goldenfiberasia.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : পাটজাত পণ্য

৬৩

প্রতিষ্ঠানের নাম : কারুযোগ
উদ্যোক্তার নাম : আফরোজা সুলতানা
ঠিকানা : ৪৫/১, আর এ খান চৌধুরী সড়ক, ছয়রাস্তার মোড়, থানাপাড়া, কুষ্টিয়া ।
মোবাইল : ০১৩০৫৩৮৩৭৯৩
ইমেইল : fair_bd@yahoo.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : পাটপণ্য ও নকশী কাঁথা সামগ্রী

৬৪

প্রতিষ্ঠানের নাম : প্যাটার্ন জুট হ্যান্ডিক্র্যাফটস
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ আছিফুর রহমান
ঠিকানা : ২৮, শাহজালাল এভিনিউ, উত্তরা, সেক্টর-৪।
মোবাইল : ০১৯১৪৯০৮৩৪৮
ইমেইল : rahmanhandicrafts16@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : ব্যাগ, পাটের তৈরি স্যান্ডেল, পাটের ক্রাফট

৬৫

প্রতিষ্ঠানের নাম : আর্টিস্টিক জুট বাংলাদেশ
উদ্যোক্তার নাম : জীবন কৃষ্ণ বর্মন
ঠিকানা : ট-১০, আমতলী, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।
মোবাইল : ০১৭১২৭০৮২৫৯
ইমেইল : ouner@diverse-bd.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বৈচিত্র্যময় পাট পণ্য

৬৬
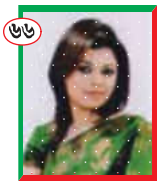

প্রতিষ্ঠানের নাম : জারমার্টজ লিমিটেড
উদ্যোক্তার নাম : ইসমাত জেরিন খাঁন
ঠিকানা : পদ্মা লাইফ টাওয়ার, ১১৫ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, বাংলা মটর, ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৭২৫২০৮৮৮৫
ইমেইল : jerin2224@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বহুমুখী পাটজাত পণ্য

৬৭

প্রতিষ্ঠানের নাম : কে টু কে ওয়্যারস ইন্টারন্যাশনাল
উদ্যোক্তার নাম : ইসরাত জাহান
ঠিকানা : ৪৯৭/৫/২, ইব্রাহীমপুর, কাফরুল, ঢাকা-১২০৬।
মোবাইল : ০১৯২৫৬২৯৮৩৯
ইমেইল : ishratjahan7221@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : পাট ও পাটজাত পণ্য

৬৮

প্রতিষ্ঠানের নাম : নুরিস জুট ক্রাফট
উদ্যোক্তার নাম : হাসিনা আক্তার
ঠিকানা : ১৯১/সি, বেজপাড়া, মেইন রোড, যশোর।
মোবাইল : ০১৭১১৩৩৪৫৭২
ইমেইল : islamsalma@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : জুটের সপিং ব্যাগ, লেডিস ব্যাগ, ট্রাভেল ব্যাগ ইত্যাদি

৬৯

প্রতিষ্ঠানের নাম : বি ও টি পল্লী ক্রাফট
উদ্যোক্তার নাম : মোহাম্মদ দিদারুল ইসলাম
ঠিকানা : ফ্লাট-এ/৫, বাসা-৩৮ (চতুর্থ তলা), শাহ মখদুম অ্যাভিনিউ, সেক্টর-১৩, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০
মোবাইল : ০১৭১৫৯৬৫০০৮
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : পাটজাত পণ্য, হস্তশিল্প ও বেতজাত পণ্য

৭০

প্রতিষ্ঠানের নাম : বানী'স ক্রিয়েশন
উদ্যোক্তার নাম : তাহমিনা আহমেদ
ঠিকানা : ১১৮ বশির উদ্দিন রোড, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫
মোবাইল : ০১৯৬৬৬৪৪৮৮৮
ই-মেইল : nippon.na@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.baneescreation.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বিভিন্ন প্রকার কেক আইটেমে, বিস্কুট, ফাস্টফুড, বেকারি, ডেজার্ট ও পেস্টি ইত্যাদি

৭১

প্রতিষ্ঠানের নাম : পিকলোমা আচার অ্যান্ড ফুড
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ তরিকুল ইসলাম
ঠিকানা : ১৭৯/৬, পশ্চিম দেওভোগ, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ,
মোবাইল : ০১৮২৪৬৬৬৭৫৮, ০১৮৬৭০৬১৯৯৫
ই-মেইল : mabarat210.foundation@yahoo.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : আম, চালতা, বরই, তেঁতুল, আমলকি, আমড়া, করমচা, আলু বাখারা, রসুন, বোম্বে মরিচ, মিক্সড আচারসহ নানাবিধ আচার।

৭২

প্রতিষ্ঠানের নাম : আহমেদ ফুড প্রডাক্টস (প্রাইভেট) লিমিটেড
উদ্যোক্তার নাম : মিনহাজ আহমেদ
ঠিকানা : আহমেদ ফুড ভবন, এম/৪/৪, রোড-৭, সেকসন-৭, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
মোবাইল : ০১৯৮৭৮৭৭৮৭৭
ই-মেইল : ahmedfd@dhaka.net
ওয়েবসাইট : www.ahmedfood.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : সস, পিকল, জ্যাম, জেলি, চিপস, বেকিং কাস্টার্ড কর্ন, পাউডার, ভিনেগার, সয়া সস, পাউডার, কেওড়া ও গোলাপ জল, হলুদ ও মরিচের গুড়া, মুড়ি, চানাচুর, চিপস ও সরিষার তেল ইত্যাদি।

৭৩

প্রতিষ্ঠানের নাম : মতি এন্ড সন্স
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ বেলায়েত হোসেন
ঠিকানা : ৪৯/৩, লুৎফর রহমান লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭২৮৩৮৫৮৮৪৩
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : আধুনিক বোতলজাতকরণের মাধ্যমে মধু

৭৪

প্রতিষ্ঠানের নাম : ঘরকন্যা
উদ্যোক্তার নাম : আফিফা হোসেন
ঠিকানা : ৬১ আরকে মিশন রোড, গোপীবাগ, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১১৭৩৪৪৭২
ই-মেইল : afifa.hossain64@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : দেশী পিঠা ও ফাস্টফুড আইটেম

৭৫

প্রতিষ্ঠানের নাম : সপ্তবর্ণা একাডেমি
উদ্যোক্তার নাম : আয়েশা জেসমিন
ঠিকানা : সেকসন-৭,মেইন রোড-৩, প্লট-২, মিরপুর, ঢাকা
ফোন : ৯০১১৮৯১
মোবাইল : ০১৭১৬৩৭৬৮০৬, ০১৯৭২২২৩০৬১
ই-মেইল : actor.sourav@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : প্রশিক্ষণার্থীদের উৎপাদিত খাবার,ফ্রোজেন ফুড, আচার জ্যাম জেলী ও ড্রাই ফুড ইত্যাদি

৭৬

প্রতিষ্ঠানের নাম : বি-ল্যান্ড
উদ্যোক্তার নাম : খোশনুর ইসলাম
ঠিকানা : বালিয়াডাঙ্গা, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ
মোবাইল : ০১৭১৫০০০৯০৩
ই-মেইল : beelandbd@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.beelandbd.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : মধু প্রক্রিয়াজাতকরণ

৭৭

প্রতিষ্ঠানের নাম : যমযম ফুড প্রোডাক্ট
উদ্যোক্তার নাম : খোরশেদ আলম
ঠিকানা : ১/ক, সানকিপাড়, নয়নমনি মার্কেট রোড, ময়মনসিংহ।
মোবাইল : ০১৯২০৭৩১৪২৯, ০১৮২৮১৬১৭৪৫
ই-মেইল : modinashop@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : সরিষার তেল, কালাজিরা তেল, তিলের তেল ও মধু প্রভৃতি

৭৮

প্রতিষ্ঠানের নাম : পিঠার আড্ডা
উদ্যোক্তার নাম : আবিদা সুলতানা
ঠিকানা : কালিতলা, সদর, দিনাজপুর
মোবাইল : ০১৭১২৬৩৬০৪২
ইমেইল : abida5922@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.bridalcreationbd.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : খাদ্য দ্রব্য ও পিঠা তৈরি

৭৯

প্রতিষ্ঠানের নাম : ওসান ফুড প্রোডাক্টস
উদ্যোক্তার নাম : ইয়াসমিন আক্তার
ঠিকানা : কাপ্তান বাজার, মাজার রোড, কুমিল্লা-৩৫০০
মোবাইল : ০১৯১২৭৬১৮৫৯
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : প্রক্রিয়াজাতকৃত খাবার

৮০

প্রতিষ্ঠানের নাম : রওজা পিওর ফুডস্ লিমিটেড
উদ্যোক্তার নাম : রাসেল-উজ-জামান
ঠিকানা : বাসা-০১, মেইন রোড, মোহাম্মাদিয়া হাউজিং লিমিটেড মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল : ০১৭১১৯২৭৮০৮
ইমেইল : rowzafood@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : প্রাকৃতিক খাদ্য ও খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেটজাত করণ এবং সরবরাহকারী

৮১

প্রতিষ্ঠানের নাম : নবান্নের ছোয়া
উদ্যোক্তার নাম : মীর তাসমিয়াহ্ (রহিমা)
ঠিকানা : দলুমীরের ডঙ্গী, বাকীগঞ্জ, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।
মোবাইল : ০১৭৫৩৬৪২২৮৭
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : হাতে ভাজা মুড়ি, খৈ, লাল আটা, লাল চাল, লাল চিড়া, খৈ মুড়কী, ছাতু, কুমড়া বড়ি, কালোজিরা ভর্তা ড্রাই ইত্যাদি

৮২

প্রতিষ্ঠানের নাম : অর্গানিক অনলাইন ডট কম ডট বিডি
উদ্যোক্তার নাম : আফরোজা হক
ঠিকানা : ২২/১ বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
মোবাইল : ০১৬৮২৬৩৫৯৩৯
ইমেইল : organiconlinebd@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : ঘি, মধু, আচার, তেল, চাল-ডাল, মশল্লা এবং বিভিন্ন ধরনের বাদাম

৮৩

প্রতিষ্ঠানের নাম : **শস্য প্রবর্তনা লিমিটেড**
উদ্যোক্তার নাম : শাহিদ হোসেন শামীম
ঠিকানা : ৬/৮, স্যার সৈয়দ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
মোবাইল : ০১৭১১৫২০৬০৫
ইমেইল : shahid.h.shamim@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : সরিষার তেল, মধু, ঘি, আচার, মুড়ি, ছাতু, অজি, খৈ, চাউল, ডাল, গুড়া মশলা, মুড়ির মোয়া, নারু, বাদাম, মুড়ালী, চানাচুর ইত্যাদি

৮৪

প্রতিষ্ঠানের নাম : **মৌ ফুড প্রোডাক্টস**
উদ্যোক্তার নাম : মৌসুমী আক্তার ঝর্ণা
ঠিকানা : খেজুর বাগ, সরমীরের বাগ, শুভাঢ্য, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭১২৪৫৪৪৫১
ইমেইল : infobd.jharna@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : হোম মেইড আচার, জেম, জেলি, চিপস, সস, গাওয়া ঘি, মসলা, ইই ঝলি, মধু, কালোজিরার তেল

৮৫

প্রতিষ্ঠানের নাম : **বাউন্টি ফুড এন্ড বেভারেজ লিঃ**
উদ্যোক্তার নাম : বকসী আলাউর রহমান
ঠিকানা : প্লট নং- বি-৫, বি-৬, বিএসসিআইসি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, মৌলভীবাজার।
মোবাইল : ০১৭৪৩৯২০৫৯৮
ইমেইল : bakshialaur@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : খাদ্য পণ্য, প্যাপাডাম, আচার, জ্যাম, সটনি,মশলা ইত্যাদি

৮৬

প্রতিষ্ঠানের নাম : **ফ্রেন্ডস্ ফুড এন্ড স্ন্যাক্স লিঃ**
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
ঠিকানা : ৫৬/এ, জামাল খান রোড, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৭১১৮৩২৪৬৫
ইমেইল : info@friendsfoodbd.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : ফ্রেন্ডস ক্ষীর মিক্স (রাইচ পুডিং), ফালুদা, জেলী, পাপড়, চায়না গ্রাম, নুডুলস, বিরিয়ানী মসলা,পোস্কাপ ইত্যাদি

৮৭

প্রতিষ্ঠানের নাম : **বিটিএমই ফুড প্রডাক্টস**
উদ্যোক্তার নাম : মাহমুদা সুলতানা
ঠিকানা : ১১০/১/সি, উলন রোড, রামপুরা, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৮৪২৭৩৭০৬৭, ০১৬৭০২২৫৮৫৮
ইমেইল : btmefoodproducts@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : সব রকমের গুড়া মশলা

৮৮

প্রতিষ্ঠানের নাম : **এমিনেন্ট এগ্রি ইন্ডাস্ট্রিজ**
উদ্যোক্তার নাম : নাগীনা নজনীন বানু
ঠিকানা : ২১/১৩ বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
মোবাইল : ০১৭১১৯০২৪৮৫
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : ফুড আইটেম চিজ

৮৯

প্রতিষ্ঠানের নাম : **মুগ্ধ ফুডস্**
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ নাসির উদ্দিন
ঠিকানা : ঢেঁকিপাড়া, পাংশা, রাজবাড়ি।
মোবাইল : ০১৭৮৭৭০৭০২০
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : মধু, মধুর আচার, কালোজিরার তৈল

৯০

প্রতিষ্ঠানের নাম : **ডি এইচ এস ডেইলী হেল্থ সাইন্স (প্রাঃ) লিঃ**
উদ্যোক্তার নাম : মিসেস মুক্তা
ঠিকানা : ৪৫/বি, আনার কলি সুপার মার্কেট, মৌচাক, মালিবাগ, ঢাকা-১২১৭।
মোবাইল : ০১৯৪৮৩৩৫২৮৭
ইমেইল : gmostafamukta@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : সয়াবিন পণ্য, সয়া হেলথ প্রোটিন, ডায়েট সি, সোপ আপ, ডাই কেয়ার সাহ প্রভৃতি, মাসরুম ও ফুড সাপ্লিমেন্ট পণ্য

৯১

প্রতিষ্ঠানের নাম : **ট্রাস্ট এগ্রো ফুড প্রডাক্টস**
উদ্যোক্তার নাম : মঞ্জুর আলম
ঠিকানা : বিসিক শিল্প এলাকা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৮১৯২৮১৬৬৯
ইমেইল : trustfoodbd@mail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : সরিষার তৈল, আচার, চাটনি, কাসুন্দি, সিরকা

৯২

প্রতিষ্ঠানের নাম : **বি. টি. এম ফুড**
উদ্যোক্তার নাম : খন্দকার মিজানুর রহমান
ঠিকানা : ১১০/১/সি, উলন রোড, রামপুরা, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৬৭৬৯১২২৭৬
ইমেইল : btm.mizan1000@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বিভিন্ন ধরনের মসলাজাত পণ্য

৯৩

প্রতিষ্ঠানের নাম : **সত্যিকার ফুড এন্ড বেভারেজ**
উদ্যোক্তার নাম : শফিউল আজম
ঠিকানা : ১৮০, মধ্য আজমপুর, দক্ষিনখান, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭৫৮৫৭৩৩৭৬
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : মধু, কালোজিরার তেল, সরিষার তেল, খেজুরের গুড়

৯৪

প্রতিষ্ঠানের নাম : **কোকা ল্যাব চকলেট**
উদ্যোক্তার নাম : মুনিরা জুবাইদা
ঠিকানা : ঈশাপুর দক্ষিণ বাজার, পশ্চি, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
মোবাইল : ০১৭১০৫৪০০৬৯
ইমেইল : cocoalabd@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : চকলেট প্রোডাক্টস

৯৫

প্রতিষ্ঠানের নাম : **চিত্রা অর্গানিক কৃষিবাজার**
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ শাহজাহান মোল্যা
ঠিকানা : ৩৬, মালিবাগ, ডি. আইটি রোড, এ, এম প্লাজা, নিচতলা, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭১১০৫২৯৭৫, ০১৯১০৫০০৮৮৭
ইমেইল : shahim31@yahoo.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : অর্গানিক কৃষি পণ্য, লালচাল, লাল আটা, ঘানি ভাঙা সরিষার তেল, মধু, মুড়ি, খৈ ইত্যাদি

৯৬

প্রতিষ্ঠানের নাম : **সেঞ্চুরী ফার্মস লিমিটেড**
উদ্যোক্তার নাম : এম. জি. আর নাসির মজুমদার
ঠিকানা : ক ৩০/১ এ, কালাচাদপুর, গুলশান, ঢাকা-১২১২।
মোবাইল : ০১৯১৫৪৭৬৬০০
ইমেইল : info@centurygroup.info
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : শুটকি মাছ

৯৭

প্রতিষ্ঠানের নাম : সি ফ্রেশ বাংলাদেশ
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ ইলিয়াছ
ঠিকানা : ক ৩৩/১ এ কালাচাঁদপুর, গুলশান, ঢাকা-১২১২
মোবাইল : ০১৩১৩০৫৫৪৩২
ইমেইল : seafresh.bd@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : শুটকি মাছ।

৯৮

প্রতিষ্ঠানের নাম : নাহল ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ হামিদুর রহমান
ঠিকানা : ডগাইর নতুন পাড়া, সারুলিয়া ডেমরা, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৯১১২২০৮২২
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : মধু প্রক্রিয়াজাতকরণ

৯৯

প্রতিষ্ঠানের নাম : বন্ধন সোসাইটি
উদ্যোক্তার নাম : সানজিদা খানম
ঠিকানা : বাড়ী-১০২/ক, রোড-৪, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি,আদাবর, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭১২১৪৩৯১৬
ইমেইল : bandhansociety@yahoo.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : ফুড

১০০

প্রতিষ্ঠানের নাম : মাহি এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ মোকাদ্দেসুর রহমান
ঠিকানা : দোকান নং-২৫, জেলা পরিষদ মার্কেট, লাবনী বিচ, কক্সবাজার-৪৭০০
মোবাইল : ০১৮৮১৩৭৪৪৮০
ইমেইল : organicdryfish@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : অর্গানিক শুটকি মাছ উৎপাদন ও বিপণন

১০১

প্রতিষ্ঠানের নাম : সুন্দরবন বি এন্ড হানি ফার্ম লিঃ
উদ্যোক্তার নাম : শেখ নুরুল হুদা
ঠিকানা : ব্যাংদহা বাজার, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।
মোবাইল : ০১৭৭৭৭৮৬৩৩০
ইমেইল : mumayunexpert@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : মধু, কালোজিরার তেল, সরিষা তেল ইত্যাদি।

১০২

প্রতিষ্ঠানের নাম : আশা ফুড
উদ্যোক্তার নাম : মোছাঃ আসমা খাতুন (আশা)
ঠিকানা : ১৪/এ রফিক হাউজিং আর-৯, শেখেরটেক, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭৯৪৫৯১৯১৮
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : পিঠা পুলি, নানা ধরনের আচার, শুকনা খাবার ইত্যাদি

১০৩

প্রতিষ্ঠানের নাম : এসো কিছু করি মহিলা সমিতি
উদ্যোক্তার নাম : আনোয়ারা বেগম
ঠিকানা : দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ
মোবাইল : ০১৯১৭৮৫১৮৪৮
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : কৃষিজাত পণ্য, আচার, মধু ইত্যাদি

১০৪

প্রতিষ্ঠানের নাম : প্রবাহ মহিলা উন্নয়ন সমিতি
উদ্যোক্তার নাম : সুলতানা জেসমিন
ঠিকানা : লক্ষ্মীপুর, রাজবাড়ী
মোবাইল : ০১৭৩৯১৩৬৩৪৪
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : কৃষিজাত পণ্য

১০৫

প্রতিষ্ঠানের নাম : আয়ুর্বেদীয় ফার্মাসী (ঢাকা) লিঃ
উদ্যোক্তার নাম : এ. এফ. এম ফখরুল ইসলাম মুন্সী
ঠিকানা : এপি হাউজ, ৪১৫ উত্তর নয়া নগর, ভাটারা, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯৫৩৫৯৫৪৬৬, ০১৮৪১০৫০৬০৬
ইমেইল : info@apdhaka.com
ওয়েবসাইট : www.apdhaka.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : আয়ুর্বেদ, ইউনানী, খাদ্য ও প্রসাধনী

১০৬

প্রতিষ্ঠানের নাম : এম.এক্স.এন মডার্ণ হারবাল ফুড লিঃ
উদ্যোক্তার নাম : ডাঃ আলমগীর মতি
ঠিকানা : ২/১ শহীদ তাজ উদ্দীন আহমেদ সরণি, রাজ্জাক প্লাজা, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
মোবাইল : ০১৯২৯৫৭৫৬৩৫
ইমেইল : alamgirmati@modernhesbalbd.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : হারবাল পণ্য ও ফুড আইটেম

১০৭

প্রতিষ্ঠানের নাম : এক্সিলেন্ট ওয়ার্ল্ড এগ্রোফুড এন্ড কসমেটিক্স লিঃ
উদ্যোক্তার নাম : আনোয়ার হোসেন রয়েল রানা
ঠিকানা : ৪৪/১ ফ্যামিলি শমসের ভ্যালি টাওয়ার মুগদা বিশ্বরোড, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৮১২২৬২৭১১
ইমেইল : royalrana@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : সুস্থতা ও সৌন্দর্য্য বিষয়ক ন্যাচারাল অর্গানিক পণ্য

১০৮

প্রতিষ্ঠানের নাম : ইভা এন্টার প্রাইজ
উদ্যোক্তার নাম : তাহমিনা আমিন ইভা
ঠিকানা : ২৯৫/ঝ/৬, সিকদার রয়েল স্টেট তলি অফিস রোড, রায়ের বাজার, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭৪৯০৬৮৯৭৯
ইমেইল : tahminaamineva@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : হারবাল পণ্য, ইভা হারবাল উপটান, ইভা হারবাল হেয়ার পণ্য, শ্যাম্পু ইত্যাদি

১০৯

প্রতিষ্ঠানের নাম : মিমোসা অর্গানিক সলিউশন
উদ্যোক্তার নাম : মনির রহমান
ঠিকানা : ফ্ল্যাট-১০-২০, প্রিয় প্রাঙ্গণ টাওয়ার, বনানী, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭১৫৮৩৫১৯০
ইমেইল : monirarahman7@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.mimosabd.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : প্রসাধনী সামগ্রী প্রস্তুতকারক।

১১০

প্রতিষ্ঠানের নাম : রিবানা অর্গানিক
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান
ঠিকানা : ৬৭ কলাবাগান, ২ লেন, ধানমন্ডি, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১৫১১৭১০০
ইমেইল : sadi027@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : হাতে তৈরিকৃত সাবান।

১১১

প্রতিষ্ঠানের নাম : বিক্রমপুর প্লাস্টিক
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ জসীম উদ্দিন
ঠিকানা : ১২, রায় ঈশ্বরচন্দ্রশীল বাহাদুর স্ট্রিট, নলগোলা, মিটফোর্ড রোড, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭০৫৪৭৬০০০
ইমেইল : bpplasticbd@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : প্লাস্টিক ফার্নিচার ও হাউজওয়ার প্রস্তুতকারী

১১২

প্রতিষ্ঠানের নাম : এফ এম প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ গাজী তৌহিদুর রহমান
ঠিকানা : পুরান দিয়া, শিবপুর, নরসিংদী।
মোবাইল : ০১৯৩৪৪৪৭৭২২
ইমেইল : gazitauhad26@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : প্লাস্টিক পণ্য

১১৩

প্রতিষ্ঠানের নাম : আর্টস এন্ড ক্রাফটস
উদ্যোক্তার নাম : আবুল কালাম আজাদ
ঠিকানা : বাসা-৩৫/২, রোড-৩, শ্যামলী, ঢাকা
ফোন : ৯১৩৪১৭০
মোবাইল : ০১৭১১৩৩৪৮১৩
ই-মেইল : arts9crafts@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.artscraftsonline.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : হাতের তৈরি কাগজের অলঙ্কার, কাঁদার অলঙ্কার, নোট বুক ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের অভিনন্দন কার্ড ইত্যাদি

১১৪

প্রতিষ্ঠানের নাম : বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ ইকবাল হোসেন পাটোয়ারী
ঠিকানা : তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮
ফোন : ৮৮৭০৫২৮
মোবাইল : ০১৭৩০০২৫৬০৯
ই-মেইল : bilac@dhaka.net
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : কাঠের শোপিস, পুঁথি ও বেতের বিভিন্ন পণ্য ও পাটজাত দ্রব্যাদি

১১৫

প্রতিষ্ঠানের নাম : সুতার কাব্য
উদ্যোক্তার নাম : সিরাজুম মুনিরা
ঠিকানা : রাজা বাসর, জাম্বু হাসপাতালের সামনে, পার্বতীপুর, দিনাজপুর
মোবাইল : ০১৭১৬১৭৮১৭৯, ০১৭১১৯৮২৬৮১
ই-মেইল : sutarkabbo@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : পাটের তৈরি হস্তশিল্প, কুঁড়ি শিল্প, উলের তৈরি হস্তশিল্প, কাঠের তৈরি হস্তশিল্প, নারীদের জন্য বিভিন্ন পোশাক গহনা ও ঘর সাজানোর বৃক্ষ প্রভৃতি

১১৬

প্রতিষ্ঠানের নাম : নুসাইবা
উদ্যোক্তার নাম : দিল আফরোজ হারুন
ঠিকানা : ১০১ রায়ের বাজার, রোড নম্বর: ৮/এ (নতুন), ১৫ পুরাতন, ধানমন্ডি, ঢাকা
মোবাইল : ০১৮১৮২৫৯০৭৩
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বনসাই, অর্কিড, অর্নামেন্টাল প্লান্ট, ইনডোর প্লান্ট ইত্যাদি

১১৭

প্রতিষ্ঠানের নাম : কে বি পটারী ইন্ডাস্ট্রি
উদ্যোক্তার নাম : সুবল পাল
ঠিকানা : কল্যাণপুর, হাসিমপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া
মোবাইল : ০১৭২৮৯৯২৪৭৩
ইমেইল : subolpaul68@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : মাটির পণ্য, পরিবেশ বান্ধব, ডিনার সেট, শো পিছ, টালী ইত্যাদি

১১৮

প্রতিষ্ঠানের নাম : 'ম' কালেকশন
উদ্যোক্তার নাম : মাকসুদা আক্তার
ঠিকানা : প্রিন্স রোড, পুলিশ লাইন, কুমিল্লা-৩৫০০
মোবাইল : ০১৯৫৬২৭৭৭০৩
ইমেইল : maizumoyna2008@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : হস্ত ও কারুশিল্প

১১৯

প্রতিষ্ঠানের নাম : মেসার্স মনিপুরী হস্তশিল্প
উদ্যোক্তার নাম : রেহেনা পারভিন
ঠিকানা : সাং-নিপবন আ/এ, খাদিম নগর, সিলেট সদর
মোবাইল : ০১৬২৯১৫৮৮৪৮
ইমেইল : happybd2021@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : হস্ত ও কারুশিল্প এবং অটিজম আক্রান্ত শিশুসহ শুভাকাঙ্ক্ষী সকলকে উৎসর্গকৃত মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত পণ্য

১২০

প্রতিষ্ঠানের নাম : মেসার্স রাকমিথ কোম্পানী
উদ্যোক্তার নাম : তাজরিন করিম মিথিলা
ঠিকানা : ৪৪০, হুজুর পাড়া, আশরাফাবাদ, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৬৭৭১৬৩৭৬৪
ইমেইল : skhossain778@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : মেনুফ্যাকচারার অফ মেটাল অর্নামেন্ট

১২১

প্রতিষ্ঠানের নাম : রাইজেল ট্রেড পার্ক
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ আনিছুর রহমান
ঠিকানা : গোলাম রসুল প্লাজা, ৪০৪ মগবাজার, দিলু রোড, নিউ ইস্কাটন,ঢাকা-১০০০।
মোবাইল : ০১৭৪৮৯৬৪৯৯০
ইমেইল : rigelatlt@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : লেডিস ব্যাগ, ট্রাভেল ব্যাগ, কসমেটিক, শপিং ব্যাগ ইত্যাদি

১২২

প্রতিষ্ঠানের নাম : সাজোয়া
উদ্যোক্তার নাম : পীযুষ ভদ্র
ঠিকানা : ১০৬/৪ এম আর ভবন, ইসলামপুর, ৮৯, শাখারী বাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১৫৩৪৭৬৩৯
ইমেইল : abfasionmaker@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : শঙ্খ, ঝিনুক ও রুপার হাতে তৈরি সামগ্রী

১২৩

প্রতিষ্ঠানের নাম : দয়ীতা
উদ্যোক্তার নাম : সাইদা সুলতানা
ঠিকানা : ১৫১/সি (৫ডি), শান্তি নগর বক্সর রোড, পল্টন, ঢাকা-১২১৭।
মোবাইল : ০১৭১৫৪০৬৬১৮
ইমেইল : sayda.sultana.1982@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : হাতে তৈরি টিপ, চুড়ি, মালা, ক্লিপ, গহনা ইত্যাদি

১২৪

প্রতিষ্ঠানের নাম : প্রকৃতি
উদ্যোক্তার নাম : টমাস ডি কস্তা
ঠিকানা : ১/১, ব্লক- এ, আসাদগেট রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭৩১১৪৭৯৪৭
ইমেইল : thomas@prokritee.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : জুট ব্যাগ, হ্যান্ডিক্রাফট পেপার, ফটোফ্রেম, কার্ডস, নোটবুক, অ্যালবাম, হোম ডেকোর, পার্স, ফাইল ইত্যাদি

১২৫

প্রতিষ্ঠানের নাম : দি ক্রাফটস কনসেপ্ট
উদ্যোক্তার নাম : সারাবান তহুরা
ঠিকানা : বাড়ী নং-৫৬, রোড- ৫, ব্লক-বি, মনসুরাবাদ হাউজিং আদাবর, ঢাকা-১২০৭।
মোবাইল : ০১৯২২০৩১২০৪
ইমেইল : sharaban0912@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : হস্তশিল্প, পাটপণ্য, বেত

১২৬

প্রতিষ্ঠানের নাম : পোড়া মাটির নকশা ঘর
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ আবুল কালাম মিয়া
ঠিকানা : ৩৭/১ পশ্চিম জাফরাবাদ, সাদেক খান সড়ক, রায়ের বাজার, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৬৭৫২৪৭৫১৯
ইমেইল : n.n.maruf@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : হস্ত ও কারুশিল্প, মৃৎ শিল্পের বিভিন্ন পণ্য

১২৭

প্রতিষ্ঠানের নাম : যথাশিল্প
উদ্যোক্তার নাম : শারমিন আফরোজ
ঠিকানা : বাসা-৭১৬, রোড-১০, বায়তুল আমান হাউজিং, আদাবর, ঢাকা-১২০৭।
মোবাইল : ০১৭৮০৩১৯৯৩৪
ইমেইল : jothashilpa@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : হস্তশিল্পজাত পণ্য

১২৮

প্রতিষ্ঠানের নাম : ক্লে-ইমেজ
উদ্যোক্তার নাম : রেহানা আক্তার
ঠিকানা : সেকশন-১১, ব্লক-সি, এভিঃ-৫, লাইন-১৫/১, বাসা-১৫, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
মোবাইল : ০১৮১৯১১৭৪০০
ইমেইল : image.rehana@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : টেবিল ওয়্যার, হ্যান্ড মেইড সিরামিক (মৃৎ শিল্প)

১২৯

প্রতিষ্ঠানের নাম : লুবনা ইন্টারন্যাশনাল
উদ্যোক্তার নাম : রুজি তালুকদার
ঠিকানা : ৪৪/১, কলেজ এরিয়া , দোকান-৪৪, সিটি কমপ্লেক্স , ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭০৬৬০৮০৭৪১
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : উপহার সামগ্রী

১৩০

প্রতিষ্ঠানের নাম : অন্য কিছু
উদ্যোক্তার নাম : দোলন চন্দ্র দাস
ঠিকানা : বসুন্ধরা সিটি, লেভেল-৬, ব্লক-এ, শপ-৮০, তেজগাঁও, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭১২০৭১১৪৪
ইমেইল : twinkleparlour4u@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : হস্তশিল্প

১৩১

প্রতিষ্ঠানের নাম : কাজী ফ্যাশন হাউস
উদ্যোক্তার নাম : কাজী মুহাম্মদ মাযহারুল হক
ঠিকানা : ৪৭১/ডি/১, মীরহাজারিবাগ, ঢাকা-১২০৪।
মোবাইল : ০১৯২৩২৩৩০১৩
ইমেইল : mazukazi786@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বাঁশজাত, পাট পণ্য, মাটি জিনিস ইত্যাদি

১৩২

প্রতিষ্ঠানের নাম : ইনভেন্ট ক্রাফটস
উদ্যোক্তার নাম : আব্দুর রহমান
ঠিকানা : ২২৬,ইব্রাহীম পুর, কাফরুল, ঢাকা-১২০৬
মোবাইল : ০১৭৫৫৫৫৯৮৮৮
ইমেইল : info.inventcraft@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : কুটির শিল্প কাঠ ও বোর্ডের উপহার সামগ্রী

১৩৩

প্রতিষ্ঠানের নাম : অর্গাসাস
উদ্যোক্তার নাম : সওগাত নাজবিন খান
ঠিকানা : তারাকান্দা বাজার, তারাকান্দা, ময়মনসিংহ।
মোবাইল : ০১৭১২০২০৭৮৯, ০১৩০৪০৭৩৪৯৭
ইমেইল : khanshougat@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : পরিবেশ বান্ধব হস্তজাত পণ্য

১৩৪

প্রতিষ্ঠানের নাম : ছায়াকর কমুনিকেশন
উদ্যোক্তার নাম : আশিকুল ইসলাম মিটু
ঠিকানা : ৬/এ, ৪/২২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
মোবাইল : ০১৬১৫৮০১৬০০
ইমেইল : mitu@chayakor.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : নান্দনিক আসবাব ও কারুশিল্প

১৩৫

প্রতিষ্ঠানের নাম : ক্লাসিক্যাল হ্যান্ডমেইড প্রোডাক্টস্ বিডি
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ তৌহিদ বিন আব্দুস সালাম
ঠিকানা : ২৬,বাইতুল আমান মসজিদ কমপ্লেক্স ইনার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭১৩০৩৬৯৪০,০২৮৪১৪৫২৪
ইমেইল : tauhid@rugsbd.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : পাট, হোগলা পাতা ইত্যাদি থেকে তৈরিকৃত হস্তজাত পণ্য

১৩৬

প্রতিষ্ঠানের নাম : অপসরা বুটিক এন্ড গিফট হাউস
উদ্যোক্তার নাম : মিসেস মরিয়ম কবির
ঠিকানা : ১৫২/ক/১০, শ্যামলী, ২নং রোড, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১৯৭১৪৮৭০
ই-মেইল : shahrearkabir11@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : শাড়ি, থ্রিপিস্, ফতুয়া, বেডসীট, পিলো কভার, ব্যাগ, হোম ডেকোরেটিভ আইটেম ইত্যাদি

১৩৭

প্রতিষ্ঠানের নাম : ফ্রি চয়েস বুটিকস
উদ্যোক্তার নাম : মোছাঃ সায়েরা খাতুন
ঠিকানা : ১৮৭ এলিফ্যান্ট রোড, রাজ কমপেক্স, হাতিরপুল বাজার, ঢাকা-১২০৫
মোবা : ০১৭১৫৭২৭৪৫৪
ই-মেইল : atiquemorshedemn@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : হাতের কাজের থ্রি পিস, ওয়ান পিস, চাঁদর, নকশী কাঁথা।

১৩৮

প্রতিষ্ঠানের নাম : টি গাঁও কারুশিল্প
উদ্যোক্তার নাম : জগদীশ চন্দ্র রায়
ঠিকানা : শান্তি নগর, ঠাকুরগাঁও
মোবাইল : ০১৭৩৮৫১১১৫৪
ই-মেইল : jagadishdu@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : কারুপণ্য পোশাক, বাটিক, টাইডাই, এপলিক, হ্যান্ডস্ট্রিট, চাদর,পর্দা, কুশন কভার, রানার, থ্রিপিস, শাড়ী পণ্য ইত্যাদি

১৩৯

প্রতিষ্ঠানের নাম : বৌঠান
উদ্যোক্তার নাম : ফাতেমা ইসলাম লতা
ঠিকানা : ১৪৬ আহম্মদবাগ, থানা: সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪
মোবাইল : ০১৯৭৯৯৯২২০১
ই-মেইল : info@bowthan.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : হাতের কাজের থ্রি পিছ, ওয়ান পিছ, শাড়ী, চাঁদর, ব্যাগসহ নানা ধরনের বুটিকস আইটেম।

১৪০

প্রতিষ্ঠানের নাম : লেডি লাভ
উদ্যোক্তার নাম : শামসুন নাহার শিলা
ঠিকানা : ২৯/২৪, ব্লক/সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭৯৯২৭৬৯০০
ই-মেইল : snahar.shela@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বিভিন্ন বুটিকস সামগ্রী, প্যান্ট, সিঙ্গেল টপস্, হিজাব, ওড়না ইত্যাদি

১৪১

প্রতিষ্ঠানের নাম : সাঁঝবাতি
উদ্যোক্তার নাম : তাজমুন নাহার (সুইটি)
ঠিকানা : বাসা-৪৩০/এ, রোড-৬, মিরপুর ডিওএইচএস, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১৭২২০২৫২
ই-মেইল : snahag.shela@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বিভিন্ন বুটিকস সামগ্রী, প্যান্ট, সিঙ্গেল টপস্, হিজাব, ওড়না ইত্যাদি

১৪২

প্রতিষ্ঠানের নাম : তাজ আবায়া বুটিক
উদ্যোক্তার নাম : নূরা তাছলিমা তাজ
ঠিকানা : ৫০ নর্থ সার্কুলার রোড, হাতির পুল, ভুতের গলি, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫ ফোন: ৯৬৬০৪৩২,
মোবাইল : ০১৯২৪৪৪৬৫৩১, ০১৭৮৯৩৮১৩৭১
ই-মেইল : tajtania3@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বিভিন্ন বুটিকস সামগ্রী, প্যান্ট, সিঙ্গেল টপস্, হিজাব, ওড়না ইত্যাদি

১৪৩

প্রতিষ্ঠানের নাম : হাল ফ্যাশন
উদ্যোক্তার নাম : খাদিজা মজুমদার
ঠিকানা : লেভেল-৩, সপ নং-৩৬৯, মিরপুর সপিং সেন্টার, মিরপুর-২, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭০৩৬০৭৪৪৪,০১৮১৯৪২০৭২৫
ই-মেইল : k.mozumder42560@yahoo.com
ওয়েবসাইট : halfashion.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : ওয়ান পিস, টুপিস, থ্রিপিস, ফোরপিস, স্টিচ, আনস্টিচ, শাড়ী, বেডসীট ও গিফট আইটেম

১৪৪

প্রতিষ্ঠানের নাম : মেসার্স তাঁতী ফারুক এর তাঁত গ্যালারী
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ ওমর ফারুক
ঠিকানা : বেইলি ব্রিজ রোড, রূপনাই, এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ
মোবাইল : ০১৭৪০৯৭৮৫৪৩
ই-মেইল : omarfarukbd924@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : শাড়ী, পাঞ্জাবী, থ্রিপিস ও লুঙ্গী, ওড়না ইত্যাদি

১৪৫

প্রতিষ্ঠানের নাম : তানিয়া হ্যান্ডিক্রাফটস্
উদ্যোক্তার নাম : মোছা: মনিরা খাতুন
ঠিকানা : গ্রাম: রাড়ীপুকুর, ডাক: চালিতাবাড়ীয়া, শার্শা, যশোর
মোবাইল : ০১৭৫১৪২১৪৩২
ই-মেইল : sazidrehan1@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : নকশি কাঁথা, শাড়ী, শাল, স্কার্ফ, স্টোল, কামিজ, পাঞ্জাবী, ওয়াল ম্যাট, রানার, গ্লাস ঢাকনি রুমাল, রিসাইকেল কাঁথা ইত্যাদি

১৪৬

প্রতিষ্ঠানের নাম : মেসার্স ঐশী ফ্যাশন হাউজ অ্যান্ড হ্যান্ডিক্রাফটস
উদ্যোক্তার নাম : ইয়াছমীন বেগম
ঠিকানা : ৫২/বি, পূর্ব হাজী পাড়া, ঢাকা
মোবাইল : ০১৬৭৪৫২৭১৫৯
ই-মেইল : binachowdhury76@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : ফ্যাশন হাউজ ও হ্যান্ডিক্রাফট

১৪৭

প্রতিষ্ঠানের নাম : জলরং
উদ্যোক্তার নাম : আফছান্নুর বেগম
ঠিকানা : সপ নম্বর: ৬৯, ব্লক-সি, লেভেল-২, বসুন্ধরা সপিং মল, পান্থপথ, ঢাকা-১২১৫।
মোবাইল : ০১৭১৪৪৯৩৪৫৭, ০১৭২৭২১২৮৫৩
ইমেইল : afsannur@yahoo.com afsannur@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : শাড়ী, পাঞ্জাবি, শার্ট, কুর্তি, ফতুয়া ইত্যাদি

১৪৮

প্রতিষ্ঠানের নাম : এবং নক্ষত্র
উদ্যোক্তার নাম : সাবিহা সুলতানা
ঠিকানা : ১/এ/বি, দারুস সালাম রোড, দোকান: ১৯/৩৫, ক্যাপিটাল টাওয়ার (৩য়তলা), মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬
মোবাইল : ০১৭১২৯২৮৬০০
ইমেইল : ebongnokhottro@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বুটিকস্, নকশী কাঁথা, থ্রিপিস, ওয়ান পিস, কুশন কভার কোর্টি ও শোপিস আইটেম

১৪৯

প্রতিষ্ঠানের নাম : নিসর্গী
উদ্যোক্তার নাম : আয়েসা ছিদ্দিকা
ঠিকানা : রোড-১১/এ, বাড়ি-৮৯, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭২৬৪৬০৭৫৭, ০১৭১৫০০৪৮০৭
ই-মেইল : hasinayesha.siddiqa@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : শাড়ী, স্যালোয়ার, কামিজ, চাদর, পর্দা, ফতুয়া, গ্লাস পেইন্ট, ক্যানভাস ইত্যাদি

১৫০

প্রতিষ্ঠানের নাম : **বয়ন ক্রাফট**
উদ্যোক্তার নাম : উম্মে মুর্শিদা
ঠিকানা : আকুয়া মড়লপাড়া, হাবুর ব্যাপারী মোড়, মড়ল বাড়ী রোড, সদর, ময়মনসিংহ
মোবাইল : ০১৭৭৭৩৩৯৩৫৫
ই-মেইল : boyoncraft7@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : হস্ত ও কারুশিল্প

১৫১

প্রতিষ্ঠানের নাম : **আনোয়ারা ভুএগ বুটিক হাউজ**
উদ্যোক্তার নাম : আনোয়ারা খাতুন
ঠিকানা : ৪২/বি, কলেজ রোড, সদর, ময়মনসিংহ
মোবাইল : ০১৭১৮৬৪৭০৯৯
ই-মেইল : anwarakhatun70@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : থ্রিপিস, শাড়ী, টুপিস, ওয়ানপিস ইত্যাদি

১৫২

প্রতিষ্ঠানের নাম : **জলসিড়ি**
উদ্যোক্তার নাম : আজিজুল হাকিম সৌরভ,
ঠিকানা : ডেমার, ডিমলা রোড, জল ঢাকা বাজার, জল ঢাকা, নীলফামারী-৫৩৩০
মোবাইল : ০১৭২৩৯৫২২৭২
ই-মেইল : actor.sourav@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বুটিকস্ পণ্য, কারুশিল্প, মেয়েদের থ্রিপিস, শাড়ী, টুপিস, ওয়ানপিস ইত্যাদি

১৫৩

প্রতিষ্ঠানের নাম : **নূর নকশি মহিলা জাগরণ**
উদ্যোক্তার নাম : তাহরিমা বেগম
ঠিকানা : ৬১, ইসলামপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
ফোন : ০৭৮১-৫২০৫১
মোবাইল : ০১৭১১০৬৬২৮০
ই-মেইল : sbaki60@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.nurnokshi.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর ঐতিহ্যবাহী নকশী কাঁথা, নকশী চাদর ও কুশন কভার ইত্যাদি

১৫৪

প্রতিষ্ঠানের নাম : **ফারজানা'র বুটিক**
উদ্যোক্তার নাম : ফারজানা চৌধুরী
ঠিকানা : প্লট-৩৪, এইচ.এম প্লাজা, রোড-২, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা
মোবাইল : ০১৮১৯২২৫০১৪
ই-মেইল : chowdhuryfarzana@hotmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বুটিক সামগ্রী

১৫৫

প্রতিষ্ঠানের নাম : **স্বচ্ছ বাটিক হাউজ**
উদ্যোক্তার নাম : জেসমিন আরা পারভীন
ঠিকানা : ২০ সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা
ফোন : ৯৬৩৫০৬৪
মোবাইল : ০১৯১৪৮৬৩৭৯৪
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : থ্রিপিস, বেড কভার, শাড়ী ইত্যাদি

১৫৬

প্রতিষ্ঠানের নাম : **স্বপ্ন কথা কুটির শিল্প**
উদ্যোক্তার নাম : রেশমা জাহান
ঠিকানা : বাড়ী-৯, রোড-১, ব্লক-বি, সেকসন-৬, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
মোবাইল : ০১৭১৫৬৫৯২১২
ই-মেইল : reshma.jahan69@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.skksbd.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : গুজরাটি ড্রেস, এপলিকের চাদর, মেশিন এমব্রয়ডারি ড্রেস, চাদর, ব্লকের পর্দা ও শোপিস আইটেম

১৫৭

প্রতিষ্ঠানের নাম : **শাড়ী নগর**
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ আসলাম হোসেন গুড্ডু
ঠিকানা : সেকসন-১০, ব্লক- এ, লাইন-৭, বাসা-০৪, মিরপুর, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১৪২৬৬২০৯
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বেনারসী, সিল্ক, কাতান, জামদানী শাড়ীসমূহ

১৫৮

প্রতিষ্ঠানের নাম : **আর এন্ড টি এটায়ার**
উদ্যোক্তার নাম : রাবেয়া সুলতানা
ঠিকানা : ৩০৮ গুলবাগ, মানিবাগ, ঢাকা
মোবাইল : ০১৬৮৯৫৮৪২৪২
ই-মেইল : rabeyabd007@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বুটিক, থ্রিপিস, টুপিস, ওয়ানপিস, বেডকভার, বেবি ড্রেস ও পাঞ্জাবী ইত্যাদি

১৫৯

প্রতিষ্ঠানের নাম : **প্রতিবেশী বুটিকস**
উদ্যোক্তার নাম : রোকসানা পারভীন দীপু
ঠিকানা : বাসা-২, রোড-৩৮, সেকশন-৬, মিরপুর-৬, ঢাকা-১২১৬
মোবাইল : ০১৯৩৫৩০০৯৫০
ইমেইল : dipu597540@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : ব্লক-বাটিক পোশাক, চাদর, গিফট আইটেম ও বিভিন্ন হোম ডেকরেটর আইটেম

১৬০

প্রতিষ্ঠানের নাম : **শতদল হস্তশিল্প**
উদ্যোক্তার নাম : মাকসুদা হাসনাত
ঠিকানা : হাউস-১২২/০১, আমলাপাড়া, জামালপুর সদর, জামালপুর,
ফোন : ০৯৮১-৬২৩৬২
মোবাইল : ০১৭১১০১৫১৮৬, ০১৬৭৫০২৭৯৬০
ই-মেইল : karukala2@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : থ্রিপিস, টুপিস, শাড়ী, পাঞ্জাবী, নকশী কাঁথা, বেড কভার, ফতুয়া ইত্যাদি

১৬১

প্রতিষ্ঠানের নাম : **সাহেব বিবি**
উদ্যোক্তার নাম : তারানা তাবাচ্ছুম
ঠিকানা : বাসা-৪, রোড-১৮, মহসিন কলেজের পাশে, খালিশপুর, খুলনা
মোবাইল : ০১৭২২৩০১৩০৯
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : ওয়ানপিস, টুপিস, দোপাট্টা, শাড়ী, স্কার্ট, বেবি ড্রেস, বেড কভার, পার্টের ব্যাগ ও অলঙ্কার ইত্যাদি

১৬২

প্রতিষ্ঠানের নাম : **সিদ্দীক সিল্ক হাউস**
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ শামীম আখতার সিদ্দিকি
ঠিকানা : সেকসন: ১২, ব্লক-ডি, লেন-১৫, বাসা-১৮, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯১৫১৮৬৭৪৪
ই-মেইল : mohsin2003@yahoo.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : সব ধরনের বেনারশী শাড়ী

১৬৩

প্রতিষ্ঠানের নাম : মেসার্স টাচ ফ্যাশন
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ আব্দুল মজিদ
ঠিকানা : তাঁতী পাড়া খারিজা গুয়া, গ্রাম-হাজরা ডাঙ্গা, সুন্দর দিঘী, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।
মোবাইল : ০১৭৪০৮৭০৪১৫
ইমেইল : touchfashion80@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : শাড়ি, টু-পিস, ওড়না, থান কাপড় ইত্যাদি

১৬৪

প্রতিষ্ঠানের নাম : অয়ন ক্র্যাফট
উদ্যোক্তার নাম : নাঈমা ইসলাম
ঠিকানা : বাসা- ৭৪৬, রোড-৮, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭১৬৫৪৪৭৬২
ইমেইল : naima.ayon@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : পোশাক শিল্প

১৬৫

প্রতিষ্ঠানের নাম : পূর্বাশা গিফট এন্ড খাদি
উদ্যোক্তার নাম : ফাতেমা ইসলাম
ঠিকানা : হিলটন টাওয়ার, মনোহরপুর, কান্দিপাড়া, কুমিল্লা।
মোবাইল : ০১৭১৬১৪৫৫৪৭
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : খাদি পোশাক

১৬৬

প্রতিষ্ঠানের নাম : আনজুম ফ্যাশন এন্ড বুটিকস্
উদ্যোক্তার নাম : মোসাঃ আরিফা সুলতানা
ঠিকানা : গোধুলী মার্কেট, ২য় ফেজ, রেলস্টেশন, কল্পনা রোড শিরইল, ঘোড়ামারা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭০৯৬৬
মোবাইল : ০১৭৫৫১৭৭৭৩২, ০১৭১৬০৭৩০৫৭
ইমেইল : anjumfashion18@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : পাঞ্জাবী, থ্রী-পিচ, টু-পিচ, ওয়ান-পিচ, বেড কভার, শাড়ী, ওড়না ইত্যাদি

১৬৭

প্রতিষ্ঠানের নাম : প্রাপ্তি ফ্যাশান
উদ্যোক্তার নাম : খন্দকার আহাদুজ্জোহা
ঠিকানা : গ্রাম- নায়ড়া, পোস্ট- হরিদ্রাপোতা, বিকরগাছা, যশোর।
মোবাইল : ০১৭১২৭৫৮৯৫৪
ইমেইল : praptirubel@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : নকশী কাঁথা, কাঁথা শাড়ি, শাল, ওড়না ইত্যাদি

১৬৮

প্রতিষ্ঠানের নাম : সাফেরো
উদ্যোক্তার নাম : হালিমা শিকদার
ঠিকানা : ৬৯২, রোড-১২, আদাবর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল : ০১৯৫৯১১৭৮৭৫
ইমেইল : halimashikder1410@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : আবায়া, ফতুয়া, হিজাব, কটি, সারাগ, কিসোনো, হিজাব পিন ইত্যাদি

১৬৯

প্রতিষ্ঠানের নাম : কাজল বুটিক
উদ্যোক্তার নাম : ইসরাত কিবরিয়া
ঠিকানা : হোল্ডিং নং-২৮৮, কাজিহাটা, সোহাগ স্মৃতি সড়ক, ডাকঘর-জিপিও-৬০০০, থানা- রাজপাড়া, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১৬৩০৩৫২৬
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বুটিক/ হস্ত শিল্প/ উৎপাদনকারী

১৭০

প্রতিষ্ঠানের নাম : তানিস
উদ্যোক্তার নাম : তানিয়া নাজনীন
ঠিকানা : ১৮নং নীলের পাড়া, গাজীপুর সদর, গাজীপুর।
মোবাইল : ০১৭৪৪৮৪৪১৭০
ইমেইল : mdrimit@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : প্রাকৃতিক রংয়ের তৈরি পোশাক, হোম ডেকোর ও এক্সেসরিজ

১৭১

প্রতিষ্ঠানের নাম : মাহিন ফ্যাশন হাউজ
উদ্যোক্তার নাম : মাহমুদা হক
ঠিকানা : হাউজ নং-০৫, নগর বাড়ি, দক্ষিণ খান, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
মোবাইল : ০১৭১২৯৭৬০৪৬
ইমেইল : sheuliaktar@yahoo.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : নারী ও শিশুদের গার্মেন্টস পণ্য

১৭২

প্রতিষ্ঠানের নাম : ইলোরা বিউটি পার্লার এণ্ড বুটিকস হাউজ
উদ্যোক্তার নাম : সাবরিনা ইসলাম ভূঁইয়া
ঠিকানা : হাউজ-১৫/ডি/৩, আব্দুল হাতেম লেন, জিগাতলা, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭৭৯০৮৬১৩১
ইমেইল : sabrinabd@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বেডশীট, বেড কভার, ড্রেস, শাড়ি, পাঞ্জাবি ইত্যাদি

১৭৩

প্রতিষ্ঠানের নাম : হস্ত শৈলী
উদ্যোক্তার নাম : আফরোজা খানম
ঠিকানা : ১৪৪ কাটাসুর, কাদেরাবাদ হাউজিং, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল : ০১৭১৩৫১৪৭৮৬
ইমেইল : mrc050880@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : পোশাক উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারী

১৭৪

প্রতিষ্ঠানের নাম : ফেয়ারী এনজেল ফ্যাশন হাউজ
উদ্যোক্তার নাম : সানজিদা শারমিন খাঁন
ঠিকানা : ৩৩/এ,১৩/৩ সতিশ সরকার রোড, গেন্ডারিয়া, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৯২৫৯৭১১৬৮
ইমেইল : msanjidakhan@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : সালোয়ার কামিজ, গহনা, ব্যাগ ইত্যাদি

১৭৫

প্রতিষ্ঠানের নাম : জুলিয়েট'স ফিল ফ্যাশন হাউজ
উদ্যোক্তার নাম : জেসমিন কাওসারী জুলিয়েট
ঠিকানা : ২২৭/৪, নিউ মার্কেট রোড, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৫৩৫২১৫১৬, ০১৭৬১৬৯৫১১৩
ইমেইল : Julietzeal23@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : পাঞ্জাবি, শাড়ি, থ্রি-পিস, ফতোয়া, লেহেঙ্গা, বোরখা ইত্যাদি

১৭৬

প্রতিষ্ঠানের নাম : **রাফিহা ফ্যাশন হাউজ**
উদ্যোক্তার নাম : লুৎফুন নেসা হক (মেঘনা)
ঠিকানা : ৩৬৪/২, মনিপুর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
মোবাইল : ০১৭২৬৬১৮৮১১
ইমেইল : Luthfunessa73@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : তৈরি পোশাক, আনস্টিচ পোশাক, টেবিল রানার, কুশন কাভার, কাপড়ের ব্যাগ, তৈরি গহনা, ফ্যাস প্যাক, হেয়ার প্যাক ইত্যাদি

১৭৭

প্রতিষ্ঠানের নাম : **খাদিঘর**
উদ্যোক্তার নাম : প্রদীপ কুমার রাহা (কান্তি)
ঠিকানা : মনোহরপুর, রাজগঞ্জ, কুমিল্লা-৩৫০০
মোবাইল : ০১৭১১৮৫০৫৭৩
ইমেইল : Probal.x.raha@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : খাদি কাপড়, তাঁত কাপড়, পাঞ্জাবি, ফতুয়া, চাদর, বেড কভার, লুঙ্গি, থ্রি-পিস, বাটিক কাপড়, বাচ্চাদের পোশাক ইত্যাদিক ইত্যাদি

১৭৮

প্রতিষ্ঠানের নাম : **পঞ্চবটি**
উদ্যোক্তার নাম : সুপর্না বণিক
ঠিকানা : ৩৭৪/১, দিলু রোড, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা
মোবাইল : ০১৫৩৩১১২৭২২, ০১৭১১০৮৪১২৭
ইমেইল : suparna@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : শাড়ি, থ্রি-পিস, কুর্তি, ওড়না, বেডশীট, বেড কভার, হাতের কাজের পোশাক, সালোয়ার কামিজ ইত্যাদি

১৭৯

প্রতিষ্ঠানের নাম : **কাব্য কথা হস্ত শিল্প**
উদ্যোক্তার নাম : শারমিন জাহান
ঠিকানা : ৪৭/৭, তেজতরী বাজার, পশ্চিম রাজা বাজার, ইন্দিরা রোড, ঢাকা-১২১৫
মোবাইল : ০১৭১২৬৮৮৪৩৫
ইমেইল : sharminshilpee65@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : জামদানী মসলিন, তাঁত শাড়ি, পার্টের ব্যাগ ইত্যাদি

১৮০

প্রতিষ্ঠানের নাম : **নতুনত্ব বুটিকস্ ও হস্তশিল্প**
উদ্যোক্তার নাম : হাসিনা মুক্তা
ঠিকানা : ২২/৬/২ উত্তর গোলাপ বাগ, ঢাকা-১২০৩
মোবাইল : ০১৭৩৬৬৮৫০৯৭
ইমেইল : natunatta@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বুটিকস ও হস্তশিল্প সামগ্রী উৎপাদন ও রপ্তানীকারক

১৮১

প্রতিষ্ঠানের নাম : **আ-মাহ্-রা বুটিকস**
উদ্যোক্তার নাম : ফারজানা খান
ঠিকানা : ২০/১ হলি হোমস প্লাজা, টঙ্গী, গাজীপুর
মোবাইল : ০১৮৭২৩১২২০১
ইমেইল : dinafarzana90@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : হাতের কাজের সিঙ্গেল পিস, টু-পিস, থ্রি-পিস, শাড়ী, কুশন কভার, বেডশিট, নকশিকাঁথা, শাল, ব্লক ও বাটিকের সিঙ্গেল পিস, টু-পিস, থ্রি-পিস, শাড়ী, কুশন কভার, জুটের তৈরি কুশন কভার ইত্যাদি

১৮২

প্রতিষ্ঠানের নাম : **উঠান বুটিকস**
উদ্যোক্তার নাম : আফসানা খন্দকার
ঠিকানা : ১০/২, আবুল খায়রাত রোড, মৌলভীবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭৭৭৯৫৭৩৫৭, ০১৯১৪৩৯০৯৫৭
ইমেইল : afsanak11@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : ব্লক, বুটিক তৈরি প্রিন্ট, হ্যান্ড স্টিচ শাড়ি, থ্রি-পিস, ওয়ান পিস, বেবি আইটেম

১৮৩

প্রতিষ্ঠানের নাম : **সুখ পাখি হ্যান্ডিক্রাফটস**
উদ্যোক্তার নাম : ঝর্না আক্তার
ঠিকানা : ৬২৮ মধ্য বাড্ডা, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯১৪৩৫৬১২২
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বেড কভার, পর্দা , কুশন ইত্যাদি

১৮৪

প্রতিষ্ঠানের নাম : **তুনাজ্জিনা স্টাইলস**
উদ্যোক্তার নাম : দিলরুবা পারভীন
ঠিকানা : প্লট-১৫, রোড-১০৩, ফ্লোর-৪, দো-২২, পিংক সিটি, গুলশান-২
মোবাইল : ০১৭৩০১৯৮৭৫২
ইমেইল : dilrubatalha@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : শাড়ি, থ্রি-পিস, টু-পিস, নকশী কাঁথা, নকশী শাল

১৮৫

প্রতিষ্ঠানের নাম : **মেসার্স স্পার্কল বক্স**
উদ্যোক্তার নাম : আয়েশা আলম
ঠিকানা : বাড়ী নং-১০, প্রধান সড়ক, মোহম্মদী হাউজিং, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭৩৩৯৫৫০৭০
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : শাড়ী, সেলোয়ার কামিজ, কুর্তি ইত্যাদি

১৮৬

প্রতিষ্ঠানের নাম : **এ. এম. পি. এম ফ্যাশন**
উদ্যোক্তার নাম : ফেরদৌস আরা খানম
ঠিকানা : হাউজ-১৩২, রোড-৭, বি-ডি, ফ্ল্যাট-বি/৫, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১১৩১৫০৪৪
ইমেইল : ferdousarakhanom053@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : থ্রি-পিচ, ওয়ান পিচ, ফতুয়া, পায়জামা, ওড়না,টুপি

১৮৭

প্রতিষ্ঠানের নাম : **যারিন'স ক্রিয়েশন**
উদ্যোক্তার নাম : আফরোজা সুলতানা
ঠিকানা : ৫২, রহমান ট্রপিক্যাল টাওয়ার, পুরানা পল্টন লেইন, ঢাকা
মোবাইল : ০১৬১৩২৩৯০৯১
ইমেইল : zaarin'screation@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : সম্পূর্ণ দেশীয় প্রোডাক্ট ব্লক বাটিক হ্যান্ড পেইন্ট এ শাড়ী, থ্রি-পিস,পর্দা, চাদর ও অন্যান্য গৃহ সজ্জা সামগ্রী

১৮৮

প্রতিষ্ঠানের নাম : **আর্ট অফ লিভিং লিমিটেড (সিগনেট)**
উদ্যোক্তার নাম : ফারজানা রিপা
ঠিকানা : প্লট-৮৯, এভিনিউ-১, ব্লক-বি, মিরপুর-১২, পল্লবী , ঢাকা-১২১৬
মোবাইল : ০১৭৫৫৬৩৮০৯৫, ০১৭১১৩২৭৮৪৪
ইমেইল : farzana_ripa21@yahoo.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : কুটির শিল্প (বুটিক)

১৮৯

প্রতিষ্ঠানের নাম : **ওয়াসি ক্রাফট**
উদ্যোক্তার নাম : আফসানা ইয়াসমীন দিবা
ঠিকানা : ৯০/সি, সিদ্ধেশ্বরী সার্কুলার রোড, ঢাকা-১২১৭।
মোবাইল : ০১৭৪৩৬৬৩৫৬৮
ইমেইল : afsanadeeba24380@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : সকল ধরনের থ্রি-পিস, শাড়ী, চাঁদর ইত্যাদি

১৯০

প্রতিষ্ঠানের নাম : **বাঙালি**
উদ্যোক্তার নাম : উর্মী রহমান
ঠিকানা : ১৫ শরৎগুপ্ত রোড,নারিন্দা,গেন্ডারিয়া, ঢাকা
মোবাইল : ০১৮৪০৭০৬৭৯৮
ইমেইল : urmi290711@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : শাড়ী, পাঞ্জাবি, ওয়ান পিস, টু-পিস, থ্রি-পিস, কুর্তি, ফতুয়া, হাতে তৈরি পোশাক ও গহনা

১৯১

প্রতিষ্ঠানের নাম : **নয়া ক্রাফট**
উদ্যোক্তার নাম : শারমিন জাহান খান
ঠিকানা : ৭ নং জনতা হাউজিং,শহীদআলী বাগ, মিরপুর-১, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৯৮০১১৬৬১০
ইমেইল : sharmeenjahan08@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : তৈরি পোশাক ও হস্তজাত শিল্প।

১৯২

প্রতিষ্ঠানের নাম : **নয়া পিরান বুটিক**
উদ্যোক্তার নাম : ফেরদৌসী ইসলাম
ঠিকানা : রাজিয়া সুলতানা রোড, মোহম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
মোবাইল : ০১৭১৭০৫৮৬৩০
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : শাড়ী, থ্রি-পিস, বেড কভার,জুয়েলারী

১৯৩

প্রতিষ্ঠানের নাম : **ড্রেসমিট**
উদ্যোক্তার নাম : সাহারা সুলতানা
ঠিকানা : হাউজ-১৬৩, রোড-৩, নিউ ডিওএইসএ, মহাখালী , ঢাকা।
মোবাইল : ০১৬১৩০৯৫২৯৯
ইমেইল : sultana.sara4@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : শাড়ী, থ্রি-পিস, বেড কভার, ব্লাউজ, টেবিল রানার

১৯৪

প্রতিষ্ঠানের নাম : **প্রীতি বুটিক ও হস্তশিল্প**
উদ্যোক্তার নাম : প্রীতি ইসলাম পারভীন
ঠিকানা : ৭৬/১ মানিক নগর, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭৫৬০৭৬০৭৭
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : শাড়ী, থ্রি-পিস, টু-পিস, বেড সিট, বেড কভার, কোশন কাভার, টপস, পালাজু, হাতের কাজের শাড়ী

১৯৫

প্রতিষ্ঠানের নাম : **পিংকি বুটিক ঘর**
উদ্যোক্তার নাম : মোসাঃ আলেয়া আক্তার
ঠিকানা : সাগর পাড়া, ঘোড়ামারা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।
মাবাইল : ০১৭৩১২৯১৮২৪
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : শাড়ী, থ্রি-পিস, টু-পিস, ওয়ান পিস, বেড কভার ইত্যাদি

১৯৬

প্রতিষ্ঠানের নাম : **রং এর মেলা**
উদ্যোক্তার নাম : মোসাঃ সানিজিদা পারভীন
ঠিকানা : কাজলা, মতিহার, রাজশাহী
মাবাইল : ০১৭৪৭৯৩১৭১০
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : শাড়ী, থ্রি-পিস, টু-পিস, ওয়ান পিস, বেড কভার, নকশিকাঁথা ইত্যাদি

১৯৭

প্রতিষ্ঠানের নাম : **জাহরা ওয়ার্ল্ড বুটিকস হ্যান্ডি ক্রাফ্টস**
উদ্যোক্তার নাম : নাহিদ আক্তার
ঠিকানা : ২২/৬, বাক্সানিচরণ, উত্তর গোলাপবাগ, ঢাকা।
মাবাইল : ০১৬২৮৯৯৯৬৭৫
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বুটিকস, শোপিস, ড্রাই ফ্লোয়ার ইত্যাদি

১৯৮

প্রতিষ্ঠানের নাম : **মেঘ বালিকা ফ্যাশন এন্ড হ্যান্ডিক্রাফট**
উদ্যোক্তার নাম : নুরজাহান আক্তার
ঠিকানা : ৭৪৪/২ পূর্ব বরপা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
মোবাইল : ০১৯১৫৫৭৪২২১
ইমেইল : nurjahanakter676@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : শাড়ী, থ্রি-পিস, ওয়ান পিস, বেড সিট, কুশন কভার, বেবি ফ্রক ইত্যাদি

১৯৯

প্রতিষ্ঠানের নাম : **পূর্ণতা**
উদ্যোক্তার নাম : মমিতা সামাদ
ঠিকানা : ২৫ এবি গ্রিণ গার্ডেন টাওয়ার, গ্রিণরোড, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭১৫০৮৬২০২
ইমেইল : momitasamad@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বুটিকস পণ্য

২০০

প্রতিষ্ঠানের নাম : **শাওন ক্রাফট**
উদ্যোক্তার নাম : আনোয়ারা আক্তার শিউলী
ঠিকানা : ১/২ , টোলার বাগ, মিরপুর-১
মোবাইল : ০১৯৭০৫১১৫৭০, ০১৭১০৫১১৫১১
ইমেইল : shawoncrafts@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : শাড়ী, ফতুয়া, গয়না, নকশি কাঁথা ইত্যাদি

২০১

প্রতিষ্ঠানের নাম : **সাত রঙ বুটিক্স**
উদ্যোক্তার নাম : ফারহানা ইয়াসমিন মুক্তা
ঠিকানা : ফ্লাট নং-৩/বি, হাউজ নং-১৬, জার্জিস গার্ডেন, মানদাইর গোরস্থান,ফতুল্লা , নারায়ণগঞ্জ।
মোবাইল : ০১৬৭৫৯৫১৫৫৬
ইমেইল : satrangboutique@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : থ্রি-পিস, বেবি ড্রেস, বিছানার চাদর, কোরআন কাভার ইত্যাদি

২০২

প্রতিষ্ঠানের নাম : **রাজশাহী নকশী ঘর**
উদ্যোক্তার নাম : পারভীন আক্তার
ঠিকানা : ১২২৬ পূর্ব জুরাইন কে আলী রোড, ঢাকা-১২০৪।
মোবাইল : ০১৭৯৩১১৭৯৭৩
ইমেইল : rajshahinakshighar@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : নকশিকাঁথা, কুশন, রানার ম্যাট ইত্যাদি

২০৩

প্রতিষ্ঠানের নাম : সুই সুতা হস্তশিল্প
উদ্যোক্তার নাম : আইরিন সুলতানা
ঠিকানা : রামবাবু রোড, মফিজ উদ্দিন ইন্ডেক্স প্লাজা, সদর,ময়মনসিংহ।
মোবাইল : ০১৮৫৩৬১১১০৭
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বাটিক পোষাক

২০৪

প্রতিষ্ঠানের নাম : অপরাজিতা বাই রী
উদ্যোক্তার নাম : মোহাঃ নাহিদা বানু
ঠিকানা : "অপরাজিত" বাড়ী নং-১৩, সেক্টর-২, হাউজিং এস্টেট, বাবলাতলা, যশোর।
মোবাইল : ০১৭১২০০৮৬১৩
ইমেইল : nahid_manwar@yahoo.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : শাড়ী, থ্রি-পিছ, ক্রাফট সামগ্রী, ব্যাগ, নকশিকাঁথা ইত্যাদি

২০৫

প্রতিষ্ঠানের নাম : সুফিয়ানা দি গ্লামার
উদ্যোক্তার নাম : সায়ক ইকবাল
ঠিকানা : রতনী বাড়ী বাজার, চাকলা হাট, পঞ্চগড়।
মোবাইল : ০১৭১৫২০৯৪১০
ইমেইল : sajjad.thk@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : শাড়ী, থ্রি-পিছ, সিঙ্গেল কামিজ, বেড সিট, তাঁত পণ্য ইত্যাদি

২০৬

প্রতিষ্ঠানের নাম : সারথী বিউটি পার্লার এন্ড বুটিক হাউজ
উদ্যোক্তার নাম : ফরিদা ইয়াসমিন
ঠিকানা : হেতেম খাঁ, জিপিও, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৩৩৬৮২৬৬৭
ইমেইল : faridakakuli208@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বুটিকস পণ্য, ওয়ান/ টু/ থ্রি-পিস, সেলোয়ার কামিজ, ওড়না, বেডসীট কুশন কভার

২০৭

প্রতিষ্ঠানের নাম : নক্শা বুটিক
উদ্যোক্তার নাম : মোহাঃ রোকশানা আফরোজ
ঠিকানা : ১০/এ, আহমেদ নগর, সপুরা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী-৬২০৩।
মোবাইল : ০১৭১১১৯২৭৮৯
ইমেইল : rukshanaafruz@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : শাড়ী, সালোয়ার কামিজ, চাদর, নকশিকাঁথা, কুশন, পর্দা ইত্যাদি

২০৮

প্রতিষ্ঠানের নাম : কারনেশন এন্টারপ্রাইজ
উদ্যোক্তার নাম : নাসিমা আক্তার
ঠিকানা : বাড়ী-৬, রোড-৬, পূর্ব বাউনিয়া, বাদালদী তুরাগ, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭২৭৭২৪২৫৩
ইমেইল : nasima3130@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : শাড়ী, থ্রি-পিছ, ওয়ান পিছ, বিছানার চাদর, কুশন কভার, টেবিল রানার, ওড়না, হাতের তৈরী বিভিন্ন গহনা ও ঘরের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী

২০৯

প্রতিষ্ঠানের নাম : ব্র্যান্ড আই
উদ্যোক্তার নাম : তারমিহীম তানিয়া
ঠিকানা : ১৮০১,হাজী কে আলী রোড, উত্তর জুরাইন, ঢাকা-১২০৪।
মোবাইল : ০১৬১৬৮৮০১৮৮
ইমেইল : brandeye2016@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বেবি ড্রেস, শাড়ী, কামিজ, জুয়েলারী, পাঞ্জাবি, বেড সিট, কভার, টয়েস ইত্যাদি

২১০

প্রতিষ্ঠানের নাম : নকশী হস্তশিল্প
উদ্যোক্তার নাম : জাহিদা পারভীন
ঠিকানা : ৮৫, আবু তালেব রোড, যশোর।
মোবাইল : ০১৭৮৪৮৬৪৯৪৫
ইমেইল : zahida.parvin.1963@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : শাড়ি, কাঁথা, থ্রি-পিস, কুশন কভার, ওয়াল ম্যাট

২১১

প্রতিষ্ঠানের নাম : বে-নী আ-স-হ-ক-লা
উদ্যোক্তার নাম : সৈয়দা হামিদা বেগম
ঠিকানা : সপ-১৪, আর কে মিশন রোড, ওয়ারী, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭৩৩৯৬৯২২২
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বুটিকস

২১২

প্রতিষ্ঠানের নাম : কন্যা
উদ্যোক্তার নাম : তামান্নুর পপি
ঠিকানা : সেকশন-৬, ব্লক-ডি, রোড-৪, বাসা-১৯, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
মোবাইল : ০১৭০৫১৩৬২১৩
ইমেইল : popykonna3@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : রেডিমেট পোশাক

২১৩

প্রতিষ্ঠানের নাম : আলিম্পন ক্র্যাফটস্
উদ্যোক্তার নাম : হাফিজা আক্তার জাহান
ঠিকানা : আরাফাত গার্ডেন, ফ্লাট-২বি, ২১০ কাঁঠাল বাগান, বাজার রোড, কলাবাগান, নিউ মার্কেট,ঢাকা-১২০৫।
মোবাইল : ০১৭৩১৬৭০০৭৩
ইমেইল : ciao2tawhid@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : হস্তশিল্পজাত পণ্য- দরজা ওজানালার পর্দা, বিছানার চাদর, বিছানা ও বালিশের কভার, টেবিল ম্যাট ওরানার, টেবিল ক্লথ, শাড়ি, পোশাক ও অন্যান্য হোম ডেকর পণ্য

২১৪

প্রতিষ্ঠানের নাম : ফারহানা ফ্যাশন
উদ্যোক্তার নাম : ফারহানা নাজিরা
ঠিকানা : ৪, ৩৫ শাহ আলি শপিং কমপ্লেক্স মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
মোবাইল : ০১৯৭৭৪৬৫৮৩২
ইমেইল : fkhuku@yahoo.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : পাঞ্জাবি, কুর্তি, বাচ্চাদের পোশাক

২১৫

প্রতিষ্ঠানের নাম : শীজ
উদ্যোক্তার নাম : উরসী মাহফিলা ফাতেহা
ঠিকানা : ৩৪৭/২, উপশহর হাউজিং এস্টেট, সপুরা (৬২০৩), বোয়ালিয়া , রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১১৫৭৭০৭৩
ইমেইল : uroshi.mahfila88@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : হস্তশিল্প, বুটিক প্রিন্ট ও সরবরাহকারী

২১৬

প্রতিষ্ঠানের নাম : ধারা ডট কম ডট বিডি
উদ্যোক্তার নাম : শায়িমা আক্তার
ঠিকানা : ৫৩, আর কে মিশন রোড,ঢাকা
মোবাইল : ০১৮১৭৫৬২৭১৪
ইমেইল : sayemaakter1980@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : থ্রি-পিস, সিঙ্গেল কামিজ, কুর্তি, শাড়ি

২১৭

প্রতিষ্ঠানের নাম : আর্টিজেন হাট
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ মনজুরুল হক
ঠিকানা : ২৪৮,আশকোনা বাজার, দক্ষিণ খান, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
মোবাইল : ০১৮১৯২৭০৮৬৯
ইমেইল : artisanhut@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : তাঁতের কাপড়ের তৈরি পোশাক

২১৮

প্রতিষ্ঠানের নাম : প্রবর্তনা লিমিটেড
উদ্যোক্তার নাম : শাহিদ হোসেন শামীম
ঠিকানা : ৬/৮, স্যার সৈয়দ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
মোবাইল : ০১৭১১৫২০৬০৫
ইমেইল : shahid.h.shamim@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : হ্যান্ডলুম, গজ কাপড়, ওড়না, শাড়ি, পাঞ্জাবি ইত্যাদি

২১৯

প্রতিষ্ঠানের নাম : কনিষ্ক
উদ্যোক্তার নাম : ফওজিয়া আমিন
ঠিকানা : বাড়ী নং-২, সড়ক-১৪, ব্লাজা-এ, আর, মিরপুর সড়ক, ধানমণ্ডি, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭১৩০১৬২৪৩
ইমেইল : kanishka@hatmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : শাড়ি ও তৈরি পোশাক

২২০

প্রতিষ্ঠানের নাম : আর্টিফেক্ট
উদ্যোক্তার নাম : শোহেলী নাজনীন
ঠিকানা : বাড়ী-৬৭৪, রোড-৯, মিরপুর ডিওএইচ, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১২১৭৪১০৯
ইমেইল : rubanaz@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : হস্তশিল্প উৎপাদন ও রপ্তানী নকশী কাঁথা, কুশন কভার, বেড সিট ইত্যাদি

২২১

প্রতিষ্ঠানের নাম : বুনি সুতা
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ মজিবুর রহমান
ঠিকানা : ৯৯, ডি এন ডি রোড, মাতুয়াইল, কোনাপাড়া, ডেমরা, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৮১৯৬০৭৪৪৬
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বেড কভার, কুশন ইত্যাদি

২২২

প্রতিষ্ঠানের নাম : এম ক্রাফট
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ মাঈন উদ্দিন
ঠিকানা : ৩ নিউ বেইলী রোড, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল : ০১৮১৯২৩১৬৮১
ইমেইল : info@mcraftbd.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : তৈরিকৃত পোশাক

২২৩

প্রতিষ্ঠানের নাম : এ বি ফ্যাশান ম্যাকার
উদ্যোক্তার নাম : সানাউল হক বাবুল
ঠিকানা : ২৪ মিরপুর রোড, নিউ মার্কেট, ঢাকা-১২০৫।
মোবাইল : ০১৫১১৩১১৫২৮
ইমেইল : abfasionmaker@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : টুটি ব্যাগ, টপস, স্কার্ট, আবায়া ও ডিজিটাল প্রিন্ট

২২৪

প্রতিষ্ঠানের নাম : টুইন ট্রিমস
উদ্যোক্তার নাম : ফারহানা হাকিম
ঠিকানা : ২১/৩, ছায়ানীড় আবাসিক এলাকা, বর্ধিত পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
মোবাইল : ০১৭১৩৩২৯৩৭৯
ইমেইল : twintrims16@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : পোশাক প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী

২২৫

প্রতিষ্ঠানের নাম : মুক্ত স্বাধীন ফ্যাশন হাউজ এন্ড হ্যান্ডি ক্রাফট
উদ্যোক্তার নাম : মাকসুদা আক্তার
ঠিকানা : ৫৬, আমীনবাগ, পাতাতগর, বাশেরপুল, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬২।
মোবাইল : ০১৮২৭২০৪২৪৫
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বেবি ড্রেস, ওয়ান পিস, থ্রি পিস, শাড়ী, বেবি নকশী কাঁথা

২২৬

প্রতিষ্ঠানের নাম : রং তুলি লেডিস এন্ড কিড্স ফ্যাশন
উদ্যোক্তার নাম : রওশন আরা আক্তারী বিথী
ঠিকানা : ৯৩/এ উত্তর মুগদা, ঝিলপাড়, ঢাকা-১২১৪
মোবাইল : ০১৯২১০৯৭০০৫
ইমেইল : alammollah1234@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : টাইডাই, ব্লক প্রিন্ট,হাতের কাজ, রেডিমেড শাড়ী ইত্যাদি

২২৭

প্রতিষ্ঠানের নাম : রংবাহার
উদ্যোক্তার নাম : মৌসুমী শারমিন
ঠিকানা : ৫/৫৪, ইষ্টার্ন মল্লিকা, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭৭৮৭২৮৮৭৬
ইমেইল : janataengineering@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বুটিকস্ পণ্য

২২৮

প্রতিষ্ঠানের নাম : কড়ি ডট কম
উদ্যোক্তার নাম : কেশোয়ারা সুলতানা
ঠিকানা : বাসা-৬, লেন-৮, ব্লক-সি, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬।
মোবাইল : ০১৭১৮৩১৬৫৪৪
ইমেইল : ksultana07@yahoo.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : ওয়ান পিস, টু-পিস, থ্রি-পিস, জুট প্রোডাক্টস, হাতে তৈরি জুয়েলারি আইটেম

২২৯

প্রতিষ্ঠানের নাম : এ আর বাজার
উদ্যোক্তার নাম : আফিয়া আক্তার
ঠিকানা : ৫৮৩,অনামিকা রকর্ড শপিং কমপ্লেক্স, শেওড়াপাড়া, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
মোবাইল : ০১৬২৮৯০০৩৬৪
ইমেইল : afiaakter98@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : তাঁত ও বাটিক শাড়ী, থ্রি-পিস, বেড সিট

২৩০

প্রতিষ্ঠানের নাম : আহমেদ জামদানী
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ তৌকির আহমেদ
ঠিকানা : দক্ষিণ রূপসী, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
মোবাইল : ০১৮৪৬২৩৮৭২৩
ইমেইল : tawkira33@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : জামদানী শাড়ী, জামদানী থ্রি-পিস ও পাঞ্জাবী

২৩১

প্রতিষ্ঠানের নাম : **নির্ভানা**
উদ্যোক্তার নাম : আরমীন ইসলাম
ঠিকানা : বাসা-২৬, রোড-৫, ব্লক-এই১, মিরপুর-২, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭১৭৫০৪০০১
ইমেইল : tawkira33@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : পোশাক, হস্তশিল্প, গৃহসজ্জা

২৩২

প্রতিষ্ঠানের নাম : **মিথিলা ফ্যাশন বিডি এন্ড ব্রাইডাল পার্লার**
উদ্যোক্তার নাম : বিথী
ঠিকানা : মান্দ্রা, রাউৎভোগ, টংগীবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ।
মোবাইল : ০১৭৯৫১৫০৪১০
ইমেইল : mdsamir1144@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : কুশির পণ্য, বেবি ড্রেস, জুতা, ব্যান্ড, ক্লিপ, কুশন কভার, গ্লাস ম্যাট, প্লেট ম্যাট, গহনা ইত্যাদি

২৩৩

প্রতিষ্ঠানের নাম : **সোমা হস্তশিল্প**
উদ্যোক্তার নাম : আরজিনা খাতুন
ঠিকানা : হাতিখানা, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
মোবাইল : ০১৭১৩৬৩৬৯৪৬
ইমেইল : somahostosheelpo@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বেডশীট, কুশন কভার, মশারি কভার, টিস্যু বক্স, টেবিল ক্লথ, থ্রি-পিস, টু-পিস, ওড়না, কটি, হাতা, শো-পিস ইত্যাদি

২৩৪

প্রতিষ্ঠানের নাম : **ঘরোয়া বুটিকস**
উদ্যোক্তার নাম : নাদিরা হোসেন রূপা
ঠিকানা : রোড-২/বি, হাউজ-১০, পল্লবী, মিরপুর-১২, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৬৮৯০৬৬৩৩২
ইমেইল : snikda19@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : তাঁত, ব্লক, বাটিক, টাইডাই, ভেজিটেবল ডাইং এর কাজ

২৩৫

প্রতিষ্ঠানের নাম : **মেসার্স রূপায়ণ হস্ত শিল্প**
উদ্যোক্তার নাম : আইরিন পারভীন
ঠিকানা : রহমত গঞ্জ ২নং গলি, সিরাজগঞ্জ।
মোবাইল : ০১৭১৭৬৭০৭১২
ইমেইল : irin5317@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বুটিকস আইটেম, কাথা, বেড সিড, কুশন কভার, বাচ্চাদের ড্রেস, টি-শার্ট, হোম আইটেম, জুয়েলারি, পার্টের শো-পিস

২৩৬

প্রতিষ্ঠানের নাম : **ডব্লিউ, ও, এস, ই নারী উন্নয়ন সংস্থা**
উদ্যোক্তার নাম : মাহফুজা আকতার
ঠিকানা : মিজমিজি, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
মোবাইল : ০১৭৮৭৫০১৪৬৯০
ইমেইল : wosebd@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : তৈরি পোশাক, থ্রি-পিছ, বেডশীড, কাঁথা, কুশন কভার

২৩৭

প্রতিষ্ঠানের নাম : **লুরবস্**
উদ্যোক্তার নাম : সারা বান তহুরা
ঠিকানা : বাড়ি-৪১৯/১, ব্লক-বি, মিজমিজি, মাদরাসা রোড, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
মোবাইল : ০১৭৩৭১৫৬৭৯৯
ইমেইল : lurobs05@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : সেলোয়ার কামিজ, বেডসীট, কুশন কভার প্রভৃতি/ বুটিকস্

২৩৮

প্রতিষ্ঠানের নাম : **সাত কাহন টেইলার্স এন্ড বুটিকস সেন্টার**
উদ্যোক্তার নাম : সুরাইয়া আহম্মেদ
ঠিকানা : দেলপাড়া, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।
মোবাইল : ০১৯১৯২০০৯৭৬
ইমেইল : surayeaakter7@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : তৈরি পোশাক, থ্রি-পিস, বেডসীড, নকশী কাথা, পার্টের তৈরি শো-পিস, কুশন কভার

২৩৯

প্রতিষ্ঠানের নাম : **স্টাইল লফ্ট**
উদ্যোক্তার নাম : রুকসানা পারভীন
ঠিকানা : জামালপুর হজের মোড়, রাজশাহী।
মোবাইল : 01791638284
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বুটিকস্

২৪০

প্রতিষ্ঠানের নাম : **সুরমা হস্ত শিল্প**
উদ্যোক্তার নাম : মোসাঃ শারমিন ফেরদৌস
ঠিকানা : সুলতানাবাদ, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৯০৬৬৯০২৭
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : পোশাক শিল্প

২৪১

প্রতিষ্ঠানের নাম : **ইউটোপিয়া বুটিক এন্ড ফ্যাশন**
উদ্যোক্তার নাম : হাসনারা বেগম সুচী
ঠিকানা : এ/ ১৯৩, উপশহর, রাজশাহী-৬২০৩।
মোবাইল : ০১৯১১৯৭০৩৩৪
ইমেইল : suchiutopia@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : থ্রি-পিছ, শাড়ি, (ব্লক, বাটিক, হাতের সেলাইয়ের) বিছানার চাদর, নকশী কাথা, কুশন কভার সহ মহিলা ও শিশুদের বিভিন্ন ধরনের পোশাক প্রস্তুতকারী

২৪২

প্রতিষ্ঠানের নাম : **কামরুন বুটিকস্**
উদ্যোক্তার নাম : কামরুন নাহার
ঠিকানা : ১০২/১০৪, ইস্টার্ন হাউজিং এপার্টমেন্ট, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, শান্তি নগর, ঢাকা-১২১৭।
মোবাইল : ০১৯১৯৫৪৬৫৪৬
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : থ্রি-পিছ, শাড়ি, কুশন কভার, ফতুয়া

২৪৩

প্রতিষ্ঠানের নাম : **ঐতিহ্য বুটিক**
উদ্যোক্তার নাম : ড. ফরিদা পারভীন কেয়া
ঠিকানা : স্প্রিং ভিউ, কাজলা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১২১৪৪২৬৬
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বিভিন্ন ধরনের হস্তজাত পণ্য

২৪৪

প্রতিষ্ঠানের নাম : **নিউ ভাই ভাই টাওয়াল স্টোর**
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ হারুনুর রশিদ
ঠিকানা : প্লট-১৪, সপ-২২৫, গুলশান শপিং সেন্টার, গুলশান-১, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৮১৯১৯৫৫৩০
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : ট্রেড অফ ক্লোথ, টাওয়াল, বেডশীট

২৪৫

প্রতিষ্ঠানের নাম : নিত্য নুতন বুটিক
উদ্যোক্তার নাম : সালমা আক্তার কাকলী
ঠিকানা : ৮২৪/এ খিলগাঁও, চৌরাস্তা, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৯১৬৫৮৩৩৭৯
ইমেইল : salmaakter3379@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : এ্যাম্ব্রয়ডারী, কারচুপি, ব্লক, বাটিক, তৈরি পোশাক,

২৪৬

প্রতিষ্ঠানের নাম : সোনিয়া বুটিক হাউজ
উদ্যোক্তার নাম : সোনিয়া সাকিন
ঠিকানা : মানিকতলা মোড়, কাজিপাড়া, যশোর।
মোবাইল : ০১৭৬৮১০৪৪৫৭
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : সকল প্রকার বুটিক সামগ্রী

২৪৭

প্রতিষ্ঠানের নাম : জেসিকা বিউটি পার্লার এন্ড বুটিকস
উদ্যোক্তার নাম : রোজি হোসেন
ঠিকানা : হযরত গরীব শাহ রোড, কোতয়ালী, যশোর।
মোবাইল : ০১৭১১৩৪০২৮০
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : পার্লার ও বুটিকস আইটেম

২৪৮

প্রতিষ্ঠানের নাম : টুইঙ্কেল বিউটি পার্লার এন্ড বুটিকস
উদ্যোক্তার নাম : মরিয়াম নার্গিস
ঠিকানা : সরকারি মহিলা কলেজ রোড, যশোর।
মোবাইল : ০১৯২৩৮৬৫০০১
ইমেইল : twinkleparlour4u@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বিউটি পার্লার এন্ড বুটিকস

২৪৯

প্রতিষ্ঠানের নাম : বাঙ্গালী ফ্যাশন
উদ্যোক্তার নাম : মোছাঃ নিলুফা ইয়াছমিন
ঠিকানা : কপ-২৭, রানার প্লাজা, নওয়াব বাড়ি, বগুড়া।
মোবাইল : ০১৭১২৭৭৪২০৮
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বুটিকস পণ্য

২৫০

প্রতিষ্ঠানের নাম : ফেব্রিকার্ট
উদ্যোক্তার নাম : আকসা ইসাডোরা হৈম
ঠিকানা : ইরানি প্লাজা, সি-২, কে,ডি, এ এভিনিউ, খুলনা।
মোবাইল : ০১৭১১২৬৭০৬৪
ইমেইল : hoimuo@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : নকশী শাড়ী, থ্রি-পিচ, হ্যান্ডলুম শাড়ী

২৫১

প্রতিষ্ঠানের নাম : পরশমনি বেনারশী শাড়ীজ
উদ্যোক্তার নাম : মোছাঃ নাজমা খাতুন
ঠিকানা : সেকশন-১০, ব্লক-এ, লাইন-১, হাউজ-৭, মিরপুর, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৬৭৫৯০৬৩৩৮
ইমেইল : poroshmonisaree@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : শাড়ী

২৫২

প্রতিষ্ঠানের নাম : স্বপ্নডানা বুটিকস্
উদ্যোক্তার নাম : ফাতেমা আক্তার মুন্নী
ঠিকানা : ৫০, পুরানা পল্টন, নবম তলা,ঢাকা-১০০০।
মোবাইল : ০১৮১১৮৮১৫০২
ইমেইল : sopnodanaboutiques@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : হস্ত ও কারুশিল্প

২৫৩

প্রতিষ্ঠানের নাম : মহৎ হস্তশিল্প
উদ্যোক্তার নাম : মোছাঃ হেনা খাতুন
ঠিকানা : নিশিন্দী, নারিকেলী, জামালপুর সদর, জামালপুর।
মোবাইল : ০১৭১২৮২৬৩৩২
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : হস্ত শিল্প, নকশী কাঁথা, শাড়ী, জামা, ওড়না, কুশন

২৫৪

প্রতিষ্ঠানের নাম : হ্যাভেন টাচ
উদ্যোক্তার নাম : ফজিলাতুন্নেছা
ঠিকানা : বাড়ি-২৪, রোড-৪, ব্লক-ডি, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭১৫৭০৩৫৭৭
ইমেইল : heaventouch17@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বাচ্চাদের পোশাক, মেয়ে বাচ্চাদের বিভিন্ন ধরনের পোশাক তৈরি ও বিপণন

২৫৫

প্রতিষ্ঠানের নাম : সারাফ বুটিকস
উদ্যোক্তার নাম : ফারজানা আক্তার
ঠিকানা : ৩৬৭/১, মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
মোবাইল : ০১৯১১০১১৬২২
ইমেইল : mridula_inkiad@yahoo.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : তৈরি পোশাক, বেডসিট, বেড কভার, থ্রি-পিস, টু-পিস, ওয়ান পিস, কুশন কভার

২৫৬

প্রতিষ্ঠানের নাম : আস্থা
উদ্যোক্তার নাম : নাফিসা সুলতানা
ঠিকানা : ৯৭/২, আর কে রোড, রংপুর।
মোবাইল : ০১৭১৬৯৪৩৯৬২
ইমেইল : nafisa.asus@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : হাজী হিজাব, নামাজের হিজাব, বেড কভার, ওয়ান পিস, টু-পিস, থ্রি-পিস, ব্যাগ

২৫৭

প্রতিষ্ঠানের নাম : মম জামদানী হাউজ
উদ্যোক্তার নাম : আবুল কালাম আজাদ
ঠিকানা : দক্ষিণ রূপসী, রূপসী, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
মোবাইল : ০১৭৬২৭৯৭৯৯৪
ইমেইল : rafiq482@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : ঐতিহ্যবাহী জামদানী শাড়ী, থ্রি-পিস, পাঞ্জাবি, ওড়না

২৫৮

প্রতিষ্ঠানের নাম : আজিজুল জামদানি উইভিং ফ্যাক্টরী
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ আজিজুল
ঠিকানা : নোয়াপাড়া, তারাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
মোবাইল : ০১৯২৪৯৫৩৩৯৮
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : জামদানী শাড়ী, থ্রি-পিস, কাপড়, টু পিচ

২৫৯

প্রতিষ্ঠানের নাম : রকমারী হস্তশিল্প
উদ্যোক্তার নাম : সালমা ইসলাম
ঠিকানা : সার্কিট হাউজ পাড়া, জেলা স্কুলের পিছনে, যশোর।
মোবাইল : ০১৭৯১৩৩৪১১১
ইমেইল : islamsalma@mail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : নকশী কাঁথা, শাড়ী, বেড সিড, থ্রি-পিস, টু-পিচ, কুশন কভার, শে-পিচ

২৬০

প্রতিষ্ঠানের নাম : স্টাইলিস মী
উদ্যোক্তার নাম : মুনিজা আহমেদ
ঠিকানা : বসা-২১, রোড-২, সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭১১৭৪৯০১২
ইমেইল : strangelife3030@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : থ্রি-পিস, টু-পিচ, ওয়ান পিচ, শাড়ী, শাল, হাতে তৈরী ফ্যাশন পণ্য,

২৬১

প্রতিষ্ঠানের নাম : আজুরা
উদ্যোক্তার নাম : শাহীনা আক্তার
ঠিকানা : ১২/এ, ১/১৫৬, দোকান নং-২২৮, রংধনু শপিং কমপ্লেক্স, মিরপুর, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭১৫০৭৮৮৪০
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : হস্তশিল্প, শাড়ী, থ্রি-পিচ, টু-পিচ, বিভিন্ন ধরনের বুটিকস পণ্য

২৬২

প্রতিষ্ঠানের নাম : টাচ ফ্যাশন
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ আবুল বাসার
ঠিকানা : ৫০৩/৪, মনিপুর, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
মোবাইল : ০১৯১৮৪৩২৮৪৯
ইমেইল : mdabulbasher1976@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : থ্রি-পিস, টু-পিচ, ওয়ান পিচ, শাড়ী, পাঞ্জাবি, শার্ট, কোটি, কুর্তা ও ফ্যাশন ক্রাফট

২৬৩

প্রতিষ্ঠানের নাম : সীবনী বুটিকস এন্ড ফ্যাশন
উদ্যোক্তার নাম : আবেদা খাতুন
ঠিকানা : ৩১/জি, নুরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭১১০২৬৮১
ইমেইল : mdabulbasher1976@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : পাঞ্জাবি, শাড়ী, থ্রি-পিচ, বাচ্চাদের পোশাক ইত্যাদি

২৬৪

প্রতিষ্ঠানের নাম : গ্রামীণ সামগ্রী
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ আশরাফুল হাসান
ঠিকানা : ৫৩/১, বরনগর, চিড়িয়াখানা রোড, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।
মোবাইল : ০১৭১১৫২৪৮২৮, ৯০০০৭৩৪
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : গ্রামীণ চেক কাপড় উৎপাদন ও তৈরি পোশাক

২৬৫

প্রতিষ্ঠানের নাম : এক্স প্রেশনস
উদ্যোক্তার নাম : পারভীন আহমেদ
ঠিকানা : দোকান নং-২২৪, অনন্য শপিং কমপ্লেক্স, ডি.ও.এইচ.এস. বনানী, ঢাকা সেনানিবাস।
মোবাইল : ০১৭৬০৩২৯১০৫
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বুটিক কাপড়

২৬৬

প্রতিষ্ঠানের নাম : ইরা বুটিক এন্ড হ্যান্ডিক্র্যাফট
উদ্যোক্তার নাম : সাহেলা পারভীন ইরানী
ঠিকানা : ২১, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭।
মোবাইল : ০১৭৫৪২৫৯৫৪২
ইমেইল : iranishahela@mail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : শাড়ী, পাঞ্জাবি, থ্রি-পিচ, টু-পিচ, বেড শীট, বেড কভার, ব্লক এর পর্দা, কুশন কভার ও হোম মেড বিভিন্ন ধরনের ক্রাফট

২৬৭

প্রতিষ্ঠানের নাম : তুহিন বুটিকস হাউজ
উদ্যোক্তার নাম : শারমীন জামান
ঠিকানা : চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড, পুরাতন কসবা, কোতয়ালী, যশোর।
মোবাইল : ০১৭১১২৮০২৮০
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : নকশী কাঁথা, বেড সীড, শাড়ী, থ্রি পিস ইত্যাদি

২৬৮

প্রতিষ্ঠানের নাম : মিনু সিল্ক গার্মেন্টস এন্ড বুটিক
উদ্যোক্তার নাম : তাহমিনা আক্তার মিনু
ঠিকানা : বি/৫৯৯, উপশহর, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১৬০৯৮৪৫৩
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : হস্তশিল্প / শাড়ি, থ্রি পিস, বেড কভার, পিলো কভার

২৬৯

প্রতিষ্ঠানের নাম : ফোঁড়
উদ্যোক্তার নাম : শারমীন আক্তার
ঠিকানা : দোকান নং-৯, মতিয়া সুপার মার্কেট, কাপুরিয়া পট্টি রোড, যশোর।
মোবাইল : ০১৭১৪৯৩৬২৬২
ইমেইল : admin@fhore.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : পোশাক ও হস্তশিল্প সামগ্রী

২৭০

প্রতিষ্ঠানের নাম : সুইফোঁড় বুটিকস
উদ্যোক্তার নাম : মহুয়া আক্তারী
ঠিকানা : দত্তবাড়ী পাবলা, দৌলতপুর, খুলনা।
মোবাইল : ০১৯৯৯৭৮২৫৬৭
ইমেইল : mohuya.tamanna1@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : ব্লক, বাটিক, জুট, সুই সুতার কাজ করা পোশাক, ওয়ালটে, কুশন ইত্যাদি

২৭১

প্রতিষ্ঠানের নাম : শিহাব বুটিকস
উদ্যোক্তার নাম : নুরজাহান খানম
ঠিকানা : ৬/৫ বয়রা সেন্ট্রাল রোড, বয়রা, খুলনা।
মোবাইল : ০১৭২০০০২৩৯৭
ইমেইল : nurjahankhan2018@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : হস্ত ও কুটির শিল্প, পাটজাত পণ্য, নকশীকাথা, থ্রি পিস, ওয়ান পিস

২৭২

প্রতিষ্ঠানের নাম : বর্ণালী
উদ্যোক্তার নাম : ফারজানা ফাতেমা
ঠিকানা : ৪৩/বি/১, পূর্ব রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।
মোবাইল : ০১৯১৫৩৬০২৪৭
ইমেইল : bornalibag@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : পোশাক প্রস্তুত কারক

২৭৩

প্রতিষ্ঠানের নাম : ফিনারী
উদ্যোক্তার নাম : ড চিং চিং
ঠিকানা : বাড়ি-৬৩, রোড-১৫, ব্লক-ডি, বনানী, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৯৬৩৬৩৪৯৯৮
ইমেইল : finerydhaka@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : দেশীয় ডিজাইনের পোশাক, রিক্লাইনেন্ট, আদিবাসী পোশাক

২৭৪

প্রতিষ্ঠানের নাম : সিড়ি হস্তশিল্প
উদ্যোক্তার নাম : আরিফা ইয়াসমিন ময়ুরি
ঠিকানা : মুকুন্দবাড়ী, জামালপুর।
মোবাইল : ০১৭১৭৭১২৮০৪
ইমেইল : sirisomaz1207@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : হাতের কাজের পোশাক, ওয়ান পিস, টু পিস, থ্রি পিস ইত্যাদি

২৭৫

প্রতিষ্ঠানের নাম : লিপি কালেকসান
উদ্যোক্তার নাম : মেহেরুন্নেসা লিপি
ঠিকানা : ১০/ডি২ নৌ রতন কলোনী, শান্তিনগর, রমনা পার্ক ঢাকা-১২১৭।
মোবাইল : ০১৭১৮০২৩০১৭
ইমেইল : mehrunnesalipi@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : ওয়ান পিস, টু পিস, থ্রি পিস, বেড সিট, বেড কভার, শাড়ী, কুশন, হাতের কাজের বুটিকস পণ্য

২৭৬

প্রতিষ্ঠানের নাম : ডি থ্রী (ড্রেস ডেসটিনেশন ঢাকা)
উদ্যোক্তার নাম : সুরাইয়া জেবীন নাজ
ঠিকানা : মিরপুর ডি, ও,এইচ, শপিং কমপ্লেক্স, ৩য় তলা, ২৬ নং দোকান।
মোবাইল : ০১৭১১৫৩৮৮৯৩
ইমেইল : srkark2329@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বুটিকস, শাড়ী, টু পিস, থ্রি পিস, টপস, হাতের কাজের কেলও গ্রাপী, হাতের কাজের পোশাক

২৭৭

প্রতিষ্ঠানের নাম : জুয়েল'স কালেকশন
উদ্যোক্তার নাম : আফরিন আজিজ
ঠিকানা : রোড-৮, বাসা-২৬/এ, ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৮২৪৭৪২১০৫
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : পোষাক পরিচ্ছদ

২৭৮

প্রতিষ্ঠানের নাম : এস আর হ্যান্ডিক্রাফটস
উদ্যোক্তার নাম : সুমনা সুলতানা সখী
ঠিকানা : পাটুলীপাড়া, ভাঙ্গুড়া, পাবনা।
মোবাইল : ০১৭১১৪১১৬৩০
ইমেইল : shomonasultana@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : হাউজ হোল্ড হ্যান্ড এ্যাম্বয়ডারী, কুশন কভার, বেড কভার, পর্দা, টি শার্ট, বেবি ফিড ক্যারিয়ার সেট ইত্যাদি

২৭৯

প্রতিষ্ঠানের নাম : রিজেন্ট ফেব্রিক্স
উদ্যোক্তার নাম : আব্দুল্লাহ আল-মামুন
ঠিকানা : প্লট নং-৪৩, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৯১৪৩০৯৫১১
ইমেইল : threregentfabrics@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : হস্তশিল্প ও তৈরি পোশাক

২৮০

প্রতিষ্ঠানের নাম : নতুন প্রজন্ম উদ্যোক্তা উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
উদ্যোক্তার নাম : সাগুফতা সুলতান
ঠিকানা : ১৪৬/ক পিসি কালচার হাউজিং উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, শ্যামলী, ঢাকা।
মোবাইল : ০১০১৭৫৯৫১৩০৮৫
ইমেইল : saguftangedf@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : থ্রি পিছ, শাড়ী, পাঞ্জাবী, শিশু পোশাক, বেড কভার

২৮১

প্রতিষ্ঠানের নাম : সাকুরা টেক্স ডিজাইন লিমিটেড
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ মাহফুজুর রহমান জুবায়ের
ঠিকানা : সেন্টার পয়েন্ট কনকর্ড, ৬ষ্ঠ তলা, ১৪/এ ও ৩১/এ পূর্ব তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
মোবাইল : ০১৮১৭৫৪৪৭৬৪
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : থ্রি পিছ ও রেডিমেট পোশাক

২৮২

প্রতিষ্ঠানের নাম : আলোর দিশারী মহিলা উন্নয়ন সংস্থা
উদ্যোক্তার নাম : নূর জাহান বেগম
ঠিকানা : গোয়ালন্দ বাজার আড়তপট্টি, পোঃ গোয়ালন্দ, উপজেলা জেলাঃ রাজবাড়ী
মোবাইল : ০১৭২৭২১১৯০৫
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বুটিকস আইটেম

২৮৩

প্রতিষ্ঠানের নাম : মহিলা কল্যাণ সমিতি দিঘুলীয়া টাঙ্গাইল
উদ্যোক্তার নাম : শাহনাজ বেগম সালমা দিঘুরিয়া, টাঙ্গাইল
মোবাইল : ০১৯৬৩২৩১১৮৯
শাড়ী, ওয়ানপিস, টুপিস, থ্রিপিস ও জামদানী ত্রিপিস
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : ফ্যাশন ডিজাইন

২৮৪

প্রতিষ্ঠানের নাম : রিলা'স (সৌজন্যেঃ এএফডিবি)
উদ্যোক্তার নাম : মানতাশা আহমেদ
ঠিকানা : বি/১৩৯, লেনঃ ২২, মহাখালী ডিওএইএস, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭২৬৭১৯৪৬১
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বুটিকস আইটেম

২৮৫

প্রতিষ্ঠানের নাম : সজন মহিলা সংস্থা
উদ্যোক্তার নাম : মোছাঃ নাছিমা আক্তার
ঠিকানা : গ্রামঃ ভাবনপুর, পোঃ তাহেরপুর, উপজেলাঃ বাগমারা, জেলাঃ রাজশাহী
মোবাইল : ০১৭২৭৩৩১২৬৮
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বুটিকস আইটেম

২৮৬

প্রতিষ্ঠানের নাম : উত্তরন নারী উন্নয়ন সমিতি
উদ্যোক্তার নাম : নজরিন আক্তার মুক্তা
ঠিকানা : গ্রাম: বনসেমন্ত, পো: হাড়িদিয়া
উপজেলা: লৌহজং, জেলা: মুন্সিগঞ্জ
মোবাইল : ০১৭২৬০৬০৯০৯, ০১৮৫২০০৮৬২৩
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বুটিকস্ আইটেম

২৮৭

প্রতিষ্ঠানের নাম : দেহান এস সি কোং
উদ্যোক্তার নাম : রেহনা ইমাম
ঠিকানা : প্রথম তলা, বাড়ি-২৫, রোড-১০, ব্লক-ই, বনানী, ঢাকা-১২১৩
ফোন : ৯৮৫৫২৫৯
মোবাইল : ০১৭১২১৫৪১৪১
ই-মেইল : daehanbd@hotmail.com
ওয়েবসাইট : www.daehanbd.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : আন্ডার গার্মেন্টস আইটেমসমূহ

২৮৮

প্রতিষ্ঠানের নাম : টেডফো বাংলাদেশ লিমিটেড
উদ্যোক্তার নাম : দেবাশীষ চক্রবর্তী
ঠিকানা : হাউস#১০০৫, লেভেল-৩, রোড-৯, এভিনিউ-১১, মিরপুর, ডিওএইচএস, ঢাকা-১২১৬
ফোন : ৪৪৮০৬০৬১
মোবাইল : ০১৭০৮ ৫৭৪২০৪
ই-মেইল : debasish@tedfo.com
ওয়েবসাইট : www.tedfo.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : এসএমইদের প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা ও পণ্য রপ্তানিতে সহায়তা এবং বিজনেস ডকুমেন্টেশন সফটওয়ার ইত্যাদি

২৮৯

প্রতিষ্ঠানের নাম : উজ্জ্বলা লিমিটেড
উদ্যোক্তার নাম : আফরোজ পারভীন
ঠিকানা : সিরাজ টাওয়ার, ট-১১৪/১ (৬ষ্ঠ তলা), মধ্য বাড্ডা লিঙ্ক রোড, ঢাকা-১২১২
ফোন : ৪৮৮১০১৬২
মোবাইল : ০১৯১২৪৪৩৩৯৫
ই-মেইল : info@ujjwala.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : এসএমই উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান

২৯০

প্রতিষ্ঠানের নাম : ঐক্য ফাউন্ডেশন
উদ্যোক্তার নাম : তানভীর আহমেদ, পরিচালক
ঠিকানা : ২৬৬ পশ্চিম নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
মোবাইল : ০৯৬১৩৪৪৪৩৩৩, ০১৭১৬০১৭০৫০
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : এসএমই উদ্যোক্তাদের পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা

২৯১

প্রতিষ্ঠানের নাম : আমার ব্যবসা লিমিটেড
উদ্যোক্তার নাম : মোহাম্মদ সাঈদুল ইসলাম
ঠিকানা : ৫৩ কারওয়ান বাজার বা/এ (৬ষ্ঠ তলা), তেজগাঁও, ঢাকা
ফোন : ৮১৪২১৪৩,
ই-মেইল : info@ael-bd.net
ওয়েবসাইট : ael-bd.net
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : আইটি/সেবা

২৯২

প্রতিষ্ঠানের নাম : কি চাই আইটি সার্ভিসেস লিঃ
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ আবদুল হাকীম ভূঁইয়া
ঠিকানা : বাড়ী নং-৩৯৫, রোড নং-২৯, ৪র্থ তলা, নিউ ডিওএইসএস, মহাখালী, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭১১৫৬৩৪৯০
ইমেইল : info@erpzall.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : সফটওয়ার

২৯৩

প্রতিষ্ঠানের নাম : আজকের ডিল ডট কম
উদ্যোক্তার নাম : এ,কে,এম ফাহিম মাসরুর
ঠিকানা : সুমনা গণি ট্রেড সেন্টার, প্লট-০২, লেভেল-৫, পান্থপথ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
মোবাইল : ০১৭১৩০৩৭৩০২
ই-মেইল : fahim.mashroor@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.ajkerdeal.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : আইটি

২৯৪

প্রতিষ্ঠানের নাম : কেপিসি ইন্ডাস্ট্রিজ
উদ্যোক্তার নাম : কাজী সাজিদুর রহমান
ঠিকানা : লক্ষ, শিমুলিয়া, ব্রাহ্মণখালী, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
মোবাইল : ০১৭৬৬৫৬৯৩৭৬
ই-মেইল : kaziszedkpc@gmai.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : পেপার কাপ এবং পেপার প্লেট

২৯৫

প্রতিষ্ঠানের নাম : হেলো গ্রিন
উদ্যোক্তার নাম : মোঃ আমিরুল ইসলাম
ঠিকানা : ১৪৯/সি, মণিপুর, মিরপুর, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯০৮১৫৪২২৪
ই-মেইল : amirul@hellogreenbd.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : পেপার কাপ

২৯৬

প্রতিষ্ঠানের নাম : মেসার্স মান্নান এন্ড নেছা ট্রেডার্স
উদ্যোক্তার নাম : নাসরিন জাহান মিমি
ঠিকানা : ৩৩ মিরপুর রোড, কাদের আর্কেড, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১৭৯৮৮৫১৫
ই-মেইল : micgreenproduct@gmail.com
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : পেপার কাপ, পেপার প্লেট এবং অন্যান্য কাগজের দ্রব্য

২৯৭

প্রতিষ্ঠানের নাম : একশপ (সৌজন্যে: এটুআই)
প্রকল্প পরিচালক : ড. আব্দুল মান্নান
ঠিকানা : আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা।
ফোন : ০২ ৫৫০০৬৯৩১
ই-মেইল : mannan@a2i.gov.bd
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : প্রান্তিক উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রম।

২৯৮

প্রতিষ্ঠানের নাম : বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)
উদ্যোক্তার নাম : আবুল মনছুর আহম্মেদ, সচিব, বিটাক
ঠিকানা : ১১৬ (খ), তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা
ফোন : ৮৮৭০৫২৮
ই-মেইল : bitac@dhaka.net
প্রদর্শিত পণ্য/সেবা : বিটাকের কার্যক্রম উদ্যোক্তাদের অবহিত করা।

উদ্যোক্তা হিসেবে এগিয়ে আসুন

এসএমই ফাউন্ডেশন আপনার পাশেই আছে

- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করা
- শিল্পের বিকাশে পলিসি অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে সহায়তা করা
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা
- ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান
- কারিগরি ও প্রযুক্তিগত পরামর্শ সেবা প্রদান
- নারী-বান্ধব ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে সার্বিক সহায়তা প্রদান
- স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে এসএমই পণ্যের প্রসার ও বিপণনের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান

এস এম ই ফাউন্ডেশন

এসএমই ফাউন্ডেশন

রয়েল টাওয়ার, ৪ পান্থপথ, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ

ফোন: ৮১৪২৯৮৩, ০৯৬৬৯৩০০০০১-৪, ফ্যাক্স: ৮১৪৩০৪৪, ই-মেইল: info@smef.gov.bd

www.smef.gov.bd

অপরাজিতা ঋণ
নারী উদ্যোক্তাদের জন্য

AB Bank Limited
SME Loan

হতে পারেন আপনি একজন নারী। সমাজ উন্নয়নে আপনিও অংশ নিতে চান। আমরা জানি, দেশের অর্থনীতির গতিকে বাড়াতে আপনার এই স্বপ্ন হবে সত্যি। কারণ, আপনি একজন উদ্যোক্তা। আপনার পৃথিবীকে বিস্তৃত করতে আপনার উদ্যোগই যথেষ্ট। আর তাই আপনার পাশেই আছে এবি ব্যাংক।

- নারী উদ্যোক্তাদের জন্য তুলনামূলক কম সুদে বিশেষ ঋণ সুবিধা।
- জামানতবিহীন ঋণ সুবিধা ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত
- সহজ শর্তে দ্রুত ঋণ প্রদান
- সর্বোচ্চ ২ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা
- আপনার সুবিধামত কিস্তিতে সর্বোচ্চ ৩ বছরে পরিশোধযোগ্য

*শর্ত প্রযোজ্য

এবি ব্যাংক লিমিটেড
বিসিআইসি ভবন, ৩০-৩১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা ১০০০।
টেলিফোন: +৮৮০-২-৯৫৬০৩১২, ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৯৫৬৪১২২
ইমেইল: info@abbl.com, ওয়েব: **www.abbl.com**

AB Bank

AEL
ADVANCED EQUIPMENT LIMITED
মাছ চাষীদের জন্য সুখবর
এ্যাডভান্সড ইকুইপমেন্ট লিমিটেড নিয়ে এলো সুলভ মূল্যের উন্নত মানের প্যাডেল হুইল অ্যারেটর
> এটি ব্যবহার করে একই আয়তনের পুকুরে পূর্বের তুলনায় ২ থেকে ৩ গুণ বেশী ঘনত্বে মাছ চাষ করে অধিক মুনাফা করা সম্ভব
> অ্যারেটর পরিবেশ বান্ধব ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী
এছাড়াও আছে অটোমেটিক ফিস ফিডার বডি
www.ael-bd.net

organic
Mimosa
Reveal Your True Beauty!
BEYOUTIFUL
ANTI-AGING, ANTI-WRINKLE MOISTURIZER
FOR SMOOTH AND NATURAL GLOW SKIN
01715-835190
MimosaOrganicSolution
www.mimosabd.org

রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংকের মধ্যে

অনলাইন ব্যাংকিং এ ১ম
এজেন্ট ব্যাংকিং এ ১ম
রেমিট্যান্স আহরণে ১ম

অগ্রণী বৈদেশিক কর্মসংস্থান সহায়ক ঋণ

পরপর ৩ বছর আইসিএবি অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী

অগ্রণী সঞ্চয় প্রকল্প (এবিএস ও এপিএস)

বিদ্যুৎ উন্নয়ন খাতে অর্থায়ন

এটিএম সার্ভিস

এসএমই লোন-নারী অগ্রণী

বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৮ বিজয়ী

সারা দেশে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর সকল শাখায় **"রিয়েল টাইম অনলাইন ব্যাংকিং"** এর আওতায় সব ধরণের ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। কোন একক ব্যাংকের অনলাইন সেবাভুক্ত শাখার সংখ্যার বিচারে এটি সর্বোচ্চ।

আমানত সেবাসমূহ

- সঞ্চয়ী হিসাব
- চলতি হিসাব
- স্বল্প মেয়াদী আমানত
- স্থায়ী আমানত
- অগ্রণী ব্যাংক পেনশন স্কীম (এপিএস)
- অগ্রণী ব্যাংক বিশেষ সঞ্চয় প্রকল্প (এবিএস)
- অগ্রণী এডুকেশন স্কীম
- অগ্রণী সুপার সেভিংস স্কীম

ঋণ সেবাসমূহ

- শিল্প বাণিজ্যে চলতি মূলধন ঋণ
- কৃষি/পল্লী ঋণ (৪%,৪.৫০% ৫% এবং ৮.৫% হারে)
- কৃষিভিত্তিক শিল্প ঋণ
- মাইক্রো ক্রেডিট ঋণ
- শিল্প ঋণ/মেয়াদী ঋণ
- আমদানি/রপ্তানী বাণিজ্যে অর্থায়ন
- এসএমই লোন, নারী অগ্রণী ঋণ
- অগ্রণী বিদেশ গমন ঋণ (৯% সুদ)
- পল্লী গৃহ নির্মাণ ঋণ (৯% সুদ)
- সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ
- Personal Loan

অন্যান্য সেবাসমূহ

- ১০টি শাখার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা
- সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশে নিজস্ব এক্সচেঞ্জ হাউজের মাধ্যমে দেশে রেমিট্যান্স প্রেরণ সুবিধা
- বিশ্বের সকল দেশ থেকে প্রেরিত প্রবাসীদের অর্থ তাৎক্ষনিক পরিশোধের ব্যবস্থা
- সকল ব্যাংকের ATM বুথের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন সুবিধা
- যে কোন সময়ে রেমিট্যান্সের অর্থ উত্তোলনের জন্য রয়েছে "প্রবাসী অগ্রণী রেমিট্যান্স কার্ড"
- ২০০টি এজেন্ট ব্যাংকিং পয়েন্ট আপনাদের দোর গোড়ায় এজেন্ট ব্যাংকিং এ আমরাই ১ম।
- সকল শাখার মাধ্যমে E-GP ই- টেন্ডারিং সুবিধা প্রদান
- BEFTN ও RTGS সেবা চালু আছে।

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
Agrani Bank Limited
Committed to serving the nation

website : www.agranibank.org

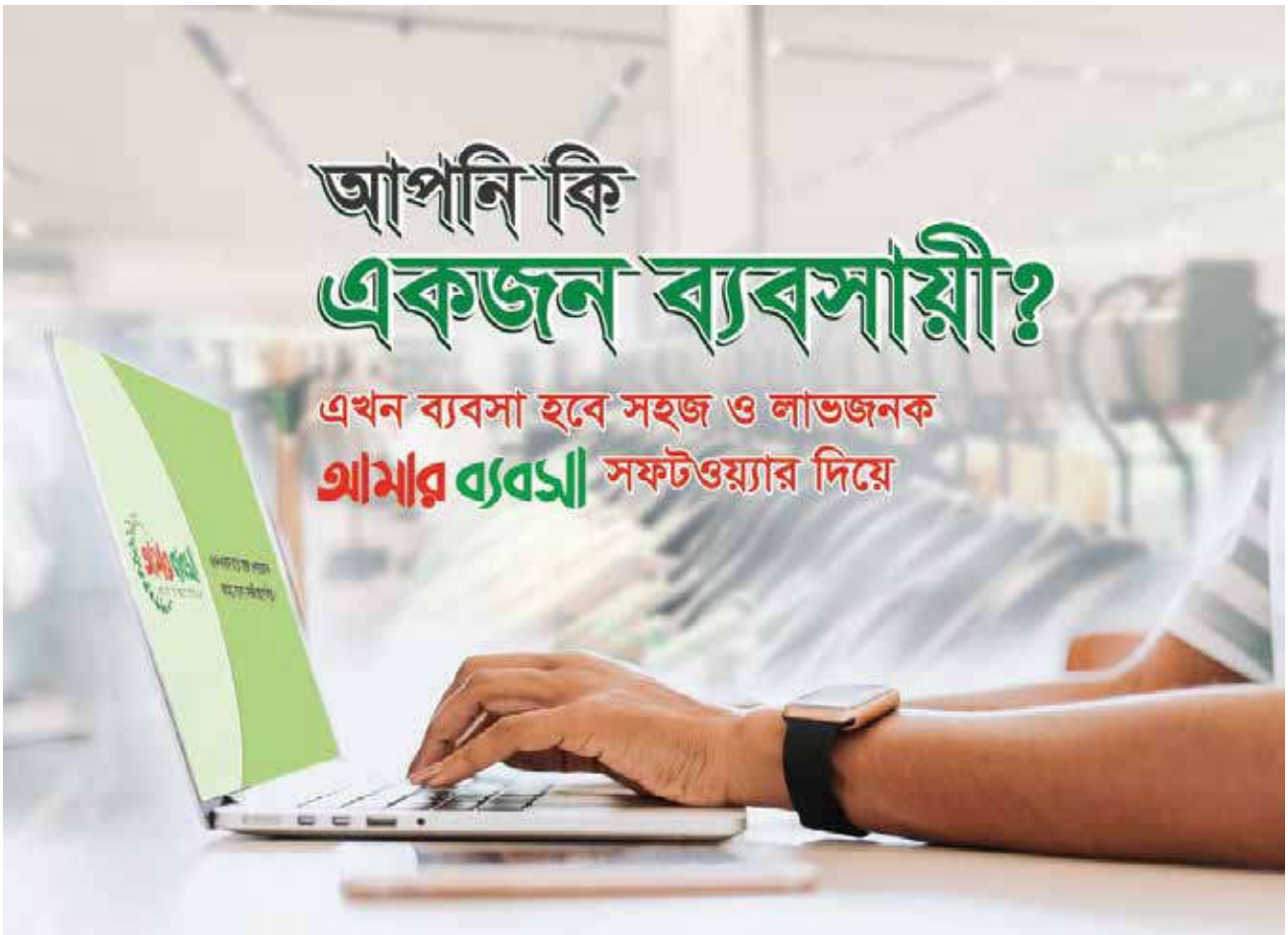

ই. আর. পি

ব্যবসায়ীদের সার্বিক ব্যবসা পরিচালনার ও
হিসাব সংরক্ষণের সহজ স্মার্ট সল্যুশন
নিয়ে আমার ব্যবসা

- হিসাব নিরীক্ষণ ও ব্যবসা পরিচালনার সহজ ও নির্ভরযোগ্য সফটওয়্যার
- চাহিদা ভিত্তিক ও স্বতন্ত্র ব্যবসার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (ই.আর.পি.) সফটওয়্যার
- ইন্টারনেট ক্লাউড এর সাথে যুক্ত তাই ব্যবসায়িক তথ্য সংরক্ষণ ও আদান-প্রদান হয় অনেক সহজতর

আমার ব্যবসা
ব্যবসার সহজ সমাধান

www.amarbebsha.com

ব্যাংক এশিয়া
এসএমই

নীলিমা

স্বপ্নের পথে তোমার সাথে

এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং এর আওতায়:

গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের বাইরে অবস্থিত এজেন্ট ও শাখার মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য **"নীলিমা"** ঋণ।

যারা আবেদন করতে পারবেন

- শিল্প ও সেবা খাতে নিযুক্ত উদ্যোক্তা
- উদ্যোক্তার বয়স সর্বনিম্ন ২১ ও সর্বোচ্চ ৬০ বছর হতে হবে
- ২ বছর ব্যবসায় পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে
- আবেদনকৃত ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানটির বয়স হতে হবে সর্বনিম্নে ২ বছর
- ব্যক্তিমালিকানাধীন, অংশীদারিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান, লিমিটেড কোম্পানি যেকোনো ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানই এই ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবে

নীলিমার সুবিধাসমূহ

- ৫০ হাজার থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানত বিহীন ঋণ
- সুদের হার ৮.৫%
- মাসিক কিস্তির ভিত্তিতে ঋণ পরিশোধের সুবিধা

ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড
কর্পোরেট অফিস
র‍্যাংগস্ টাওয়ার, ৬ষ্ঠ তলা, ৬৮ পুরানা পল্টন, ঢাকা- ১০০০
ফোনঃ ৪৭১১০৪৬৮, ৪৭১১০১৭৩, ৪৭১১০২৭৮,
৪৭১১৫৮১৩, ৪৭১১০০৬২

www.bankasia-bd.com
হটলাইন - 16205

ব্যাংক এশিয়া

BP PLANTERS

BP plastic
পরিপূর্ণ আস্থা

If you plant a tree,
You are making a statement
that you care for the world,
the people, and life
on the planet,
beyond yourself.

12, Ray Esshor Chandra Shill Bahadur Street, Nolgola Mitford Road,
Dhaka-1100, Bangladesh. Telephone: +88-02-57311844
Mobile: +88-01705476003, Corporate No: +88-01705476008
Web: www.bpplasticbd.com, Email: bpplasticbd@gmail.com
/bpplasticbd, Android App Available on: Google play

Use Natural Jute Products, Save Our Earth, Go Green and Think Green

MD. RASHEDUL KARIM MUNNA

Managing Director
Creation PRIVATE LIMITED
www.creationjute.com

Director
Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI)

Director
SME Foundation

E-mail: dreamholidayltd@gmail.com www.dreamholidayparkbd.com

ড্রীম হলিডে পার্কের পক্ষ থেকে সকলকে

আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

প্রকৃতির অপরূপ ছোঁয়ায়, তুষার শুভ্র হিমালয়ের নির্মলতায়, মন মাতানো পাহাড়ী ঝর্না আর সমুদ্রের গর্জন শুনতে প্রিয়জনকে সঙ্গে নিয়ে স্বপরিবারে চলে আসুন ড্রীম হলিডে পার্কে।

DREAM HOLIDAY PARK

পাঁচদোনা, নরসিংদী।

Phone : 9564046, 9570140-41, 7630225, Mob : 01762-696302-306

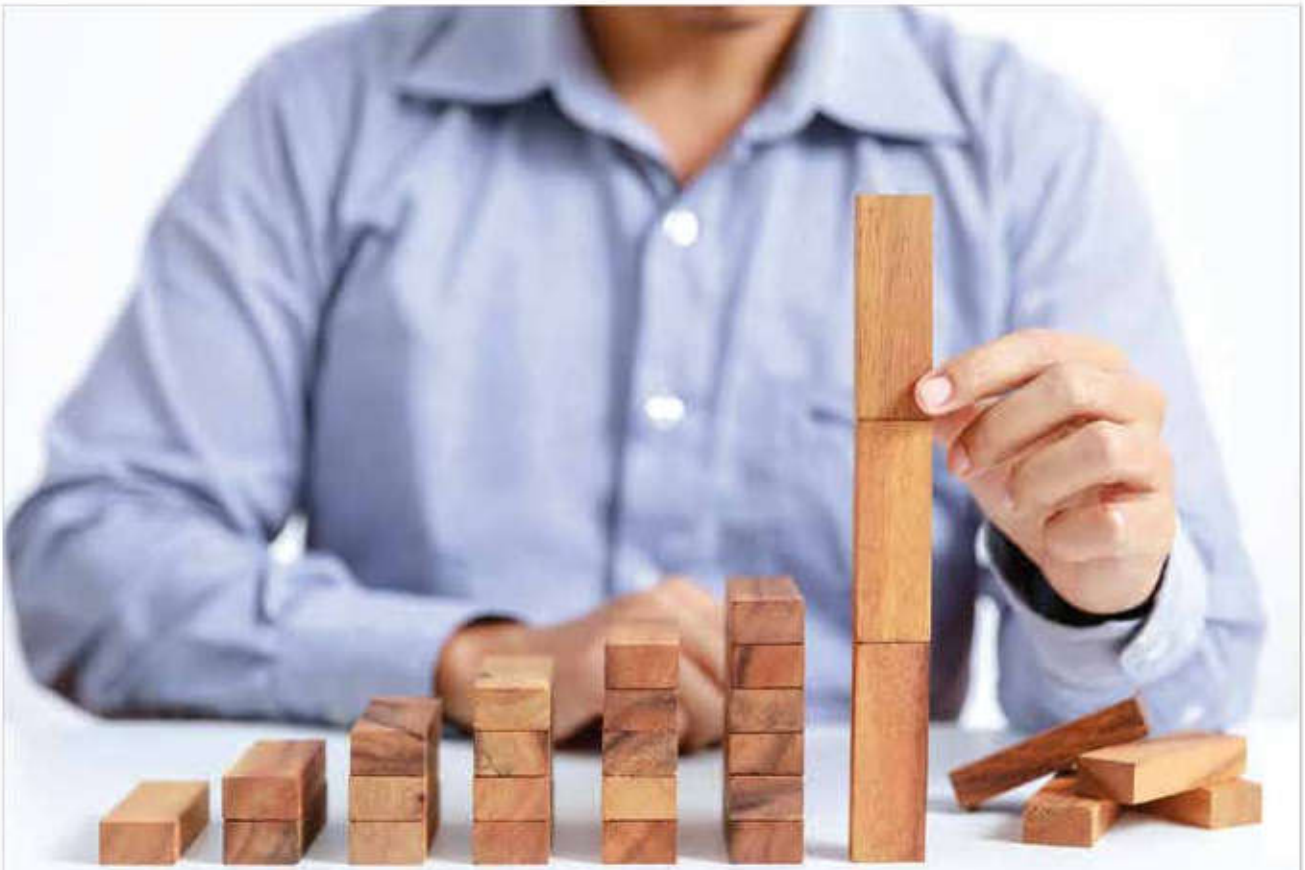

ইবিএল উৎকর্ষ

আরও আত্মবিশ্বাসে ব্যবসা চলুক ইবিএল উৎকর্ষে

আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আত্মবিশ্বাসের সাথে।
ব্যবসা বাড়াতে মনের মধ্যে আছে আরও অনেক পরিকল্পনা।
আপনার সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে আপনার সাথে আছে 'ইবিএল উৎকর্ষ' এসএমই লোন।

সুবিধাসমূহ

- ২ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ • সর্বোচ্চ ৫ বছর মেয়াদ • সম্পূর্ণ জামানতবিহীন
- আকর্ষণীয় ইন্টারেস্ট রেট • মাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য

শর্ত প্রযোজ্য

16230
myebl
ebl.com.bd

Eastern Bank Ltd.
Simple. Much.

ইস্টার্ন প্রি-পেইড মিটার

এখন খোলা বাজারে সাশ্রয়ী দামে

Eastern Meter®

Jamuna Meter Industries Ltd.

Sales Office: Shahid Tower, 165 Nababpur Road (3rd Floor), Dhaka-1100, Bangladesh

Tel: +88 02 47117790, 9583042, 01711 625773, 01755 557417 | Email: eastern.meter574@gmail.com

Richman
INFINITY™
Mega Mall
richmanbd
infinitymegamall

jermatz

THE GOLDEN FIBER
Pride of Bangladesh

Product List :

Jute Floor Mat
Jute Runner
Jute Table Mat
Different Type Jute Basket
Different Type Jute and sea Grass Basket
Sea Grass Basket
Date leaf Basket
Gift Item
Gift Bag
Gift Folder
Corporate Bag
Corporate Folder
Wine Bag
Beach Tote Bag
Palm Leaf Basket
Different Type and Color Floor Mat

Jermatz Limited

Head Office
Padda Life Tower
13th floor
115 Kazi Nazrul Islam Avenue
Bangla Motor
Dhaka

website: www.jermatz.com
email: jerin2224@gmail.com
cell : 01643393067

Wishing a grand success of
8th National SME Product Fair 2020

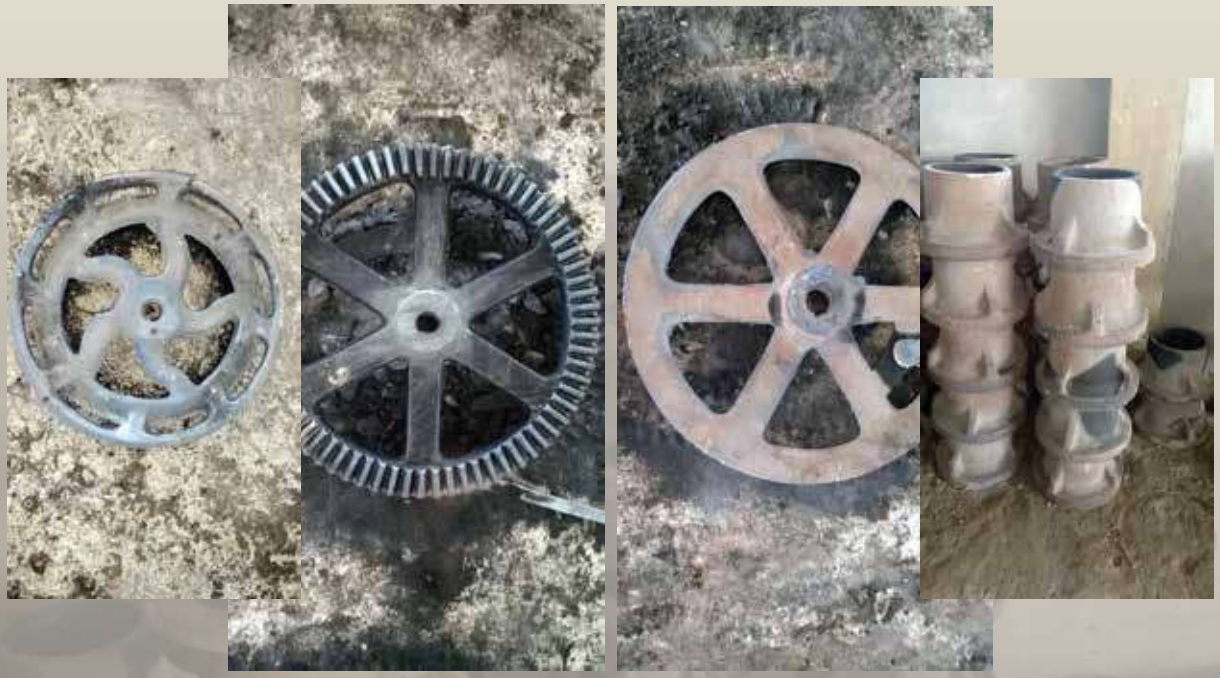

Proprietor

Mirza Nurul Ghani Shovon CIP

President

National Association of Small & Cottage Industries of Bangladesh (NASCIB)

M.N.G METAL INDUSTRIES

Factory: Bangra.kalihati.Tangail

Dhaka office: Mezbahuddin Plaza (7th floor), 91 New Circular Road, Mouchak, Dhaka

Persona
ACADEMY
BEAUTY & LIFESTYLE

Course Details

BASIC / INTERMEDIATE

- Hair Care & Styling
- Skin Care
- Makeup

COMBINED COURSES

- Short course on Haircut
- Short course on Hair Styling
- Short course on Makeup
- Salon System & Management
- Persona Exclusive Bridal Makeover

Plot 1, Section 6, Avenue 4, Block C (4th Floor), Mirpur, Dhaka 1216.
Mob: 01713148234 | www.personaacademy.com.bd | Email: info@personaacademy.com.bd

a concern of Persona

Natural-Energy-Organic-Herbal & Health Foods

রওজা

পিওর ফুডস্ লিঃ

মানব দেহের সঠিক পরিপূরক

Factory: Chandipur, Ati-Bazar, Kreanigonj, Dhaka-1312.
Head Office: H# 80,(1st Floor) R# 02, Mohammadia Housing Society, Mohammedpur-1207.
Phone: +88-02-8101789; Mobile: +8801780-004080, +8801644-472555; www.rowzafoods.com
Our Showrooms: Mohammadpur, Shyamoli, Green Road, Dhanmondi-4/A, Jigatola, Fokirapul, Motijheel, Uttar Badda, Ashkona, Rayer Bazar, Balughat Bazar & Marketing area in Dhaka City

রওজা খাদ্য-পণ্য সামগ্রী

খাঁটি মধু, ঘি, সরিষার তেল, কালোজিরার তেল, নারিকেল তেল, তিল ও তিসির তেল, হাতে ভাজা মুড়ি, লাল আটা ও চিনি, আতপ চাল গুড়া, রসুন আচার, তেতুল চাটনী, বেল শরবত, রেডি ইসুপগুল, তালের মিচরী, মাশরুম পাউডার ও স্যুপ যাবতীয় গুড়া মসলা, বিট লবন, যষ্টিমধু, ত্রিফলা মিকচার, মেথী পাউডার, অর্শ্বগন্ধা ও শিমুল চূর্ণসহ প্রাকৃতিক খাদ্য-পন্যসামগ্রী

sutar kabbo

Weave your Beautiful Life

Manufacturer and Exporter of
Satranji, Table Mat, Jute Bag, Jute Rug, Wooden Crafts, etc.

Karughar:
Rajabashar, Parbatipur, Dinajpur
Liaison Office:
5/10-B, Block # A, Lalmatia, Dhaka-1205.

+8801718330614
+8801711982681
sutarkabbo@gmail.com
facebook.com/SutarKabbo

Taj Abaya Boutique
classy Abayas that have subtle glamour.
Taj Abaya Boutique
Outlet 2 : 216 (2nd Floor) Shimanto Square, Road No. 2, Dhanmondi, Dhaka 1205.
Adam Manzil, House No. 3/A, Road No. 1, Cantt Residential Area, Dhaka Cantonment, Dhaka 1206.
tajtania3@gmail.com
01924 44 65 31
01789 38 13 71
www.tajeventsbd.com

স্ত্রীরোগ, প্রসূতি ও নবজাতকের
পরম যত্নে
আন্তরিকতার ছোঁয়ায়
নিবেদিত

মা ও শিশু
স্বাস্থ্য
কেন্দ্র

ইউনিভার্সেল মেডিকেল
কলেজ এন্ড হসপিটাল লিমিটেড
সাবেক আয়েশা মেমোরিয়াল হাসপাতাল

ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
নিউ এয়ারপোর্ট রোড (ফ্লাইওভার সংলগ্ন), মহাখালী, ঢাকা
যোগাযোগ : ০২-৮১৪২৩৭০-৭১, ০২-৯১২২৬৮৯-৯০, ০১৮৪১-৪৮০০০০
ই-মেইল : info@umchltd.com, amshltd@gmail.com
: Universal Medical Services

২৪ ঘন্টা জরুরী স্বাস্থ্যসেবা
০৯৬০৬ ১১১ ২২২

www.umchltd.com

HG HALIMA GROUP
HALIMA ELECTRONICS
HALIMA TELECOM
HALIMA TRADERS
Distributor of Grameenphone
HTE
TELECOM & ELECTRONICS
HALIMA WORLD
nuclei global
Made in Bangladesh

"স্বাধীন কারেন্ট অ্যাকাউন্ট-এ আমার টাকা যেমন রাখি তেমনই থাকে। তাই আমিও নিশ্চিন্তে থাকি"

০% সার্ভিস চার্জ | **০%** ইন্টারেস্ট | **১০০%** স্বাধীন লেনদেন

- জমাকৃত ব্যালেন্স গড়ে ২৫,০০০ টাকা বা তার উর্ধ্বে হলে সার্ভিস চার্জ ০%
- অ্যাকাউন্ট খুলতে ন্যূনতম ব্যালেন্স ১,০০০ টাকা
- ঋণের জন্য কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলতে কোনো ন্যূনতম ব্যালেন্স প্রয়োজন নেই
- প্রতি ৬ মাস পর পর অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট পৌঁছে যাবে আপনার ঠিকানায় এবং ই-মেইলে
- যেকোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামে 'স্বাধীন কারেন্ট অ্যাকাউন্ট' খুলতে পারবেন

বিস্তারিত তথ্যের জন্য আমাদের ২৪ ঘণ্টা কল সেন্টার ১৬২২১ নাম্বারে কল করুন
অথবা ভিজিট করুন www.bracbank.com https://www.facebook.com/BRACBANK
অথবা আপনার নিকটস্থ শাখা, ইউনিট অফিস বা এজেন্ট আউটলেট-এ আসুন

*শর্ত প্রযোজ্য

গোল্ড স্পন্সর: BRAC BANK আস্থা অবিচল

ব্রোঞ্জ স্পন্সর: